উত্তরচরিত।

বাঙ্গালা অনুবাদ।

সংক্ষিপ্ত টীকা সমেত ফার্ষ্ট আর্টস্
পরীক্ষার্থিদিগের ব্যবহারার্থ।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন
এম, এ, বি, এল,
কর্ত্তৃক প্রণীত

কলিকাতা
প্রাকৃত যন্ত্রে
শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

পটলডাঙ্গা সেখ ব্রদর্স দিগের পুস্তকালয়ে
ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটরীতে প্রাপ্য।

মূল্য ৸৹ আনা

উত্তরচরিত ১।

বাঙ্গালা অনুবাদ।

সূত্রধারের ২ প্রবেশ।

সূত্রধার নান্দী ৩ পাঠান্তে।

আদিগুরু মহর্ষি বাল্মীকিকে নমস্কারপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যে যেন আমরা নিত্যা ও পরব্রহ্মের অংশস্বরূপিণী বাগ্দেবতার প্রসাদলাভ করিতে পারি। বিস্তরে প্রয়োজন নাই। অদ্য ভগবান কালপ্রিয়নাথের মহোৎসব (যাত্রা) অতএব আমি সভাস্থ তাবৎ (আর্য্য) পূজ্য মহাশয়দিগকে

---

১ উত্তরচরিত। অর্থাৎ রামচন্দ্রের জীবনচরিতের উত্তরাংশ; পূর্ব্বাংশ ভবভূতিপ্রণীত মহাবীরচরিতনামক নাটকে বর্ণিত হইয়াছে।

২ সূত্রধার। সূত্র অর্থাৎ নাটককথার সূত্র যে ধরে, অর্থাৎ প্রথমে সূচিত করে। সেই প্রধান নটকে সূত্রধার কহে।

৩ নান্দী-অভিনয়কার্য্যের বিঘ্ননিবারণের উদ্দেশে প্রথমে সূত্রধার যে দেবতাদির আরাধনারূপ মঙ্গলাচরণ করে তাহাকেই নান্দী কহে।

বিজ্ঞাপন করিতেছি, আপনারা সকলে অবধান করুন। পূজ্যপাদ কশ্যপবংশসম্ভূত শ্রীকণ্ঠপদোপাধিক, শব্দবিদ্যার পারদর্শী, জাতুকর্ণীতনয়, ভবভূতি নামে এক প্রসিদ্ধ মহাকবি আছেন। বাগ্‌দেবী বশগা কামিনীর ন্যায় যে ব্রাহ্মণকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। অদ্য আমরা সেই মহাকবির প্রণীত উত্তররামচরিত নামক নাটক অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই আমি কার্য্যবশতঃ (অর্থাৎ অভিনয় কার্য্যের অনুরোধে) এক্ষণে অযোধ্যানিবাসী ও রামচন্দ্রসমকালিক হইলাম। ভো ভো পুরবাসিগণ! এক্ষণে রাবণকুলধূমকেতুস্বরূপ মহারাজ রামচন্দ্রের অভিষেক কাল, দিবারাত্রি আনন্দনান্দী অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে, তবে কি কারণে অঙ্গনভূমিসকল নটশূন্য দেখিতেছি?

নটের প্রবেশ।

নট। মহাশয়! (ভাব) ১ মহারাজ লঙ্কাসমরসুহৃৎ মহাত্মা বানর ও রাক্ষসদিগকে এবং অভিনন্দনার্থ সমাহূত নানাদিগন্তপাবন যাবতীয় ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিদিগকে স্ব স্ব আলয়াভিমুখে বিদায় করিয়াছেন, ইঁহাদিগেরই অভ্যর্থনার নিমিত্ত এত দিন পর্য্যন্ত উৎসব হইতেছিল।

---

১ ভাব। নট সূত্রধারকে ভাব বলিয়া সম্বোধন করে।

সূত্র। বটে! সম্প্রতি রামচন্দ্রের মাতৃগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে অরুন্ধতী দেবীকে অগ্রসর করিয়া জামাতার আশ্রমে গমন করিয়াছেন।

নট। আমি বিদেশী, অতএব জিজ্ঞাসা করি, উঁহা-দিগের জামাতা আবার কে?

সূত্র। জাননা? মহারাজ দশরথের ঔরসে শান্তানাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। দশরথ, মহারাজ লোম-পাদকে পুত্রিকাস্বরূপে (কৃত্রিমপুত্র) উক্ত কন্যা প্রদান করেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ এক্ষণে দ্বাদশবর্ষব্যাপক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের অনুরোধে গুরুজনেরা বধূ জানকী পূর্ণগর্ভা হইলেও উঁহাকে গৃহে রাখিয়া জামাতার আশ্রমে যাত্রা করিয়াছেন। ও কথায় আর প্রয়োজন নাই, চল আমরা আপনাদিগের জাতি ও ব্যবসায় অনুসারে স্তুতিবাদ করিবার নিমিত্ত রাজদ্বারেই উপস্থিত হই।

নট। তবে যাহা পাঠ করিতে করিতে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে আপনি, এবম্ভূত সর্ব্বাঙ্গবিশুদ্ধ একটী স্তোত্রপ্রণালী অবধারণ করুন।

সূত্র। (মারিষ!)১ নিজ অভীষ্টসাধনোদ্দেশে আপন

১ মারিষ। সূত্রধার নটকে মারিষ বলিয়া সম্বোধন করে।

ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে। লোকনিন্দার ভয়ে সর্ব্বদা সাশঙ্কচিত্তে কার্য্য করিলে কখনই অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না। দেখ যে রূপ স্ত্রীলোকেরা যৎপরোনাস্তি সাধ্বী হইলেও পুরুষেরা নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগের চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া থাকে. কোন ব্যক্তি কিছু রচনা করিলেও লোকে উহার ভাল মন্দ বিষয়ে ঠিক সেইরূপেই বিচার করে।

নট। ঠিক বলিয়াছেন। বরং নিষ্ঠুর পদ অপেক্ষা অতিনিষ্ঠুর এই পদ প্রয়োগ করিলে ভাল হইত। দেখুন! সীতা দেবী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ, তথাপি তিনি একাকিনী রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের উপর অপবাদ ঘোষণা করিয়াছে। রাক্ষসগৃহে বাস রূপ সামান্য কারণে সীতাদেবীর চরিত্রে দোষার্পণ করা সামান্য নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে, আবার যৎপরোনাস্তি দুঃখের বিষয় এই যে, সীতাদেবী উদ্ধারের পর অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা আপনার বিশুদ্ধ চরিতের বিশিষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি লোকের প্রত্যয় নাই। বরং সংশয়ই রহিয়াছে।

সূত্র। সে যাহা হউক, যদি এই কিম্বদন্তী মহারাজের

কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয় হইবে।

নট। ভয় কি! দেব ও ঋষিগণ সর্ব্ব প্রকারে ইঁহার শ্রেয়ঃসাধন করিবেন। (পরিক্রমণ করিয়া) ভোঃ ভোঃ অধিকৃত জনগণ! মহারাজ এক্ষণে কোন্ স্থানে আছেন?। (শ্রবণপূর্ব্বক) হাঁ শুনিলাম লোকেরা এই রূপ বলিতেছে। মহারাজ জনক স্নেহবশতঃ রামের রাজ্যাভিষেক-কার্য্যে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক কয়েক দিবস উৎসবে অতিবাহিত করিয়া অদ্য নিজ রাজ্য বিদেহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। সীতা পিতার প্রস্থানে যৎপরোনাস্তি বিমনায়মানা ১ হইয়াছেন. সুতরাং মহারাজ দেবীকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন।

প্রস্তাবনা। ২

প্রথম অঙ্ক।

আসনোপবিষ্ট রাম এবং সীতাদেবীর রঙ্গভূমি প্রবেশ।

রাম। দেবি বিদেহরাজপুত্রি! শান্ত হও। সেই গুরু-

১ অর্থাৎ ব্যাকুলা মনেমনে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছেন।

২ প্রস্তাবনা। নট এবং বিদূষক প্রভৃতি একত্র কথোপকথন করিয়া যে প্রস্তুতকার্য্যের সূচনা করে তাহাকে প্রস্তাবনা কহে

জনেরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, কিছু চিরকাল অন্যত্র থাকিতে পারিবেন না। তবে যথানিয়মে গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সাগ্নিক দিগকে বহুবিধ কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয় সুতরাং তাহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা ১ এই জন্যই তাঁহারা প্রায় স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না।

সীতা। জানি নাথ জানি; কিন্তু বলিতে কি? আত্মীয় ব্যক্তির (বন্ধুজনের) সহিত বিচ্ছেদ বড় সন্তাপজনক হইয়া উঠে।

রাম। হাঁ তা ত বটেই। আর এই জন্যই সংসারটা নানাপ্রকার হৃদয়বিদারক ক্লেশের আকর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মহতেরা সর্ব্বপ্রকার বিষয়বাসনার সহিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনচারী হইয়া থাকেন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। রামভদ্র—(এই পর্য্যন্ত বলিয়া সভয়ে) না না, মহারাজ!

রাম। (সহাস্যে) মহাশয়! পিতৃপরিজনের আমাকে রামভদ্র বলিয়া আহ্বান করাই শোভা পায়। অতএব আপনি অভ্যাসানুরূপই বলুন।

---

(১) যে সকল গৃহস্থেরা বিবাহকালিক অগ্নি গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাবজ্জীবন উহাতে হোমাদি নিত্যকর্ম্ম করেন তাঁহাদিগকে সাগ্নিক বা আহিতাগ্নি কহে। উক্ত অগ্নিতে সাগ্নিক দিগের শবদাহ হয়।

কঞ্চুকী। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে অষ্টাবক্র ১ নামে একজন মুনি আসিয়াছেন।

সীতা। আর্য্য! তবে বিলম্ব করা হইতেছে কেন?

রাম। শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আসুন।

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

অষ্টাবক্রের প্রবেশ।

অষ্টাবক্র। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

রাম। প্রণাম করি; এই স্থানে উপবেশন করুন।

সীতা। প্রণাম; আর্য্যা শান্তা এবং অন্যান্য গুরুজনদিগের মঙ্গল ত?

রাম। সোমপায়ী (২) আমার ভগিনীপতি ঋষ্যশৃঙ্গ ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তার মঙ্গল?

---

১ অষ্টাবক্র-কহোড মুনির ঔরসে ও সুমতির গর্ভে অষ্টাবক্রের জন্ম হয়। একদা কহোড বেদপাঠ করিতেছিলেন ও সুমতি তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন, তৎকালে সুমতি অন্তঃসত্ত্বা। পুত্র, মাতৃগর্ভ হইতে কহিলেন "পিতঃ তোমার বেদাধ্যয়ন অশুদ্ধ হইতেছে, কহোড় ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ভস্থপুত্রকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তোমার মন নিতান্ত বক্র অতএব তুমি অষ্টাঙ্গে বক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে" এইজন্য মুনির অষ্টাবক্র এই নাম হইয়াছে।

(২) সোমরসপায়ী অর্থাৎ যিনি যথানিয়মে সোমযাগ করিয়া সোমরসপান করিয়া থাকেন।

সীতা। আমাদিগকে কি তাঁহার স্মরণ আছে?

অষ্টাবক্র। (উপবেশন করিয়া) হাঁ, সকলেরই মঙ্গল। (সীতার প্রতি) দেবি! ভগবান বশিষ্ঠ দেব আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। যে "বৎসে! ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী, প্রজাপতি তুল্য রাজা জনক তোমার পিতা, এবং স্বয়ং সূর্য্যদেব এবং আমরা যে কুলের কুলগুরু তুমি সেই কুলের কুলবধূ হইয়াছ। অতএব অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব। তবে এই মাত্র আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে বীরজননী হও"।

রাম। অনুগৃহীত হইলাম। লোকব্যবহারেতে সাধু ব্যক্তিদিগের বাক্য অর্থের অনুগামী হয়। কিন্তু অর্থ স্বয়ং পুরাতন মহর্ষিদিগের কথিত বাক্যের অনুসরণ করিয়া থাকে (১)।

অষ্টাবক্র। ভগবতী অরুন্ধতী, শান্তা এবং অন্যান্য দেবীগণ আপনাকে বারম্বার এই আদেশ করিয়া-

(১) অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তিরা অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরাতন মহর্ষিদিগের পক্ষে সেটী ঠিক বিপরীত দৃষ্ট হয়। কারণ তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহা ফলিবেই ফলিবে। সুতরাং তাঁহারা অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরে তাহার ফল ফলিয়া থাকে।

ছেন যে গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর যাহা কিছু অভি-
লাষ (দোহদ) হইবে তাহা যেন তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন
করা হয়।

রাম। ইনি যে যে অভিলাষ ব্যক্ত করেন তাহা তৎক্ষণাৎই সম্পন্ন করা হয়।

অষ্টাবক্র। আর দেবীর ননান্দৃপতি (১) ঋষ্যশৃঙ্গ ইঁহাকে এই বলিয়াছেন "যে বাছা পূর্ণগর্ভা বলিয়াই আমি তোমাকে এখানে আনি নাই আর বৎস রামচন্দ্রকেও তোমার চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই সেখানে রাখা হইল। তা বাছা কিছু দিন পরে একেবারে পুত্র ক্রোড়ে করিয়া এই স্থানে আসিবে"।

রাম। (হর্ষ, লজ্জা, এবং হাস্যের সহিত) তাই হবে। ভগবান বশিষ্টদেব কি আমাকে কিছুমাত্র আদেশ করেন নাই?

অষ্টাবক্র। শুনুন। তিনি বলিয়াছেন "বৎস রামচন্দ্র! আমরা জামাতার যজ্ঞকার্য্যে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি বালক এবং অতি অল্পদিন রাজা হইয়াছ, সুতরাং রাজ্য তোমার পক্ষে নূতন বলিতে হইবে। অতএব প্রাণপণে প্রজাপালন এবং তাহাদিগের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত হইবে। কারণ তাহাতে যে

(১) ভগ্নীপতি।

যশোলাভ হইবে সেইটাই তোমাদিগের পক্ষে অমূল্য ধন স্বরূপ।

রাম। ভগবান বশিষ্টদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপে ক্লেশ বোধ করিব না।

সীতা। নাথ! এই জন্যই আপনি রঘুকুলের (ধুরন্ধর) (শ্রেষ্ঠ) তিলক স্বরূপ হইয়াছেন।

রাম। কে আছ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বিশ্রামের আয়োজন করিয়া দেও।

অষ্টাবক্র। (উত্থান এবং পরিক্রমণ করিয়া) এই যে কুমার লক্ষ্মণ আসিতেছেন।

অষ্টাবক্রের প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর্য্যের জয়জয়কার হউক। আর্য্য! সেই চিত্রকর আমাদের আদেশমত এই চিত্রফলকে (চিত্রপটে) আপনার কার্য্যকলাপ চিত্রিত করিয়াছে। অতএব ইহা দেখিতে আজ্ঞা হউক।

রাম। বৎস! কি উপায়ে সীতাদেবীর মনঃক্লেশ নিবারণ করিতে হয় তাহা তুমিই ভাল জান। তা ইহাতে কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত করা হইয়াছে?

লক্ষ্মণ। দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম। ছি, ছি। যাঁর জন্ম পর্য্যন্ত পবিত্র তাঁ-
আবার অন্য পাবন(পবিত্রকারক)বস্তুতে প্রয়োজন কি? তীর্থজল এবং অগ্নি কখন কি অন্য বস্তুদ্বারা শোধিত হইতে পারে? দেবি! যজ্ঞভূমিসম্ভবে! প্রসন্ন হও। দেখিতেছি তোমার এ অপবাদটী যাবজ্জীবন স্থায়ী হইবেক (১)। কুলের কীর্ত্তি রক্ষা করা যে মহাত্মাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের পক্ষে, (কষ্টের হেতুভূত হইলেও) লোক রঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। প্রিয়ে! আমি সেই অনুরোধে তোমাকে যাহা কিছু অপ্রিয় (২) বলিয়াছিলাম তাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াছে। (কারণ তুমি যে সতী, সাধ্বী এবং পতিব্রতা সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই)। সুগন্ধ পুষ্পকে সকলে মস্তকেই ধারণ করিয়া থাকে, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ। কৈ কেহ ত উহাকে চরণ তলে নিক্ষেপ করে না।

সীতা। আর্য্যপুত্র! যা হবার হয়েছে, আর ওকথায় কাজ নাই; চল তোমার চিত্রিত চরিত্রের অন্যত্র দেখা যাউক।

---

(১) অর্থাৎ দুষ্পরিহর।

(২) অগ্নিশুদ্ধি ব্যতিরেকে আমি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করিব না ইত্যাদি ইত্যাদি।

(এই বলিয়া উভয়ের গাত্রোত্থান ও ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

লক্ষ্মণ। এই সেই চিত্রপট।

সীতা। (দেখিয়া) এঁরা কে? যেন উপরিভাগে অবিরলরূপে স্থিত হইয়া আর্য্যপুত্রকে স্তব করিতেছেন।

লক্ষ্মণ। এ গুলি সেই মন্ত্র সম্বলিত জৃম্ভকাখ্য দিব্য অস্ত্র। যাহা পূর্ব্বে ভগবান কৃশাশ্বের নিকট হইতে বিশ্বসংসারের পরমমিত্র কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হস্তগত হয়। পরে ভগবান বিশ্বামিত্র আবার তাড়কাবধের সময় আর্য্যকে প্রসাদ স্বরূপে প্রদান করিয়াছেন।

রাম। দেবি! এই সকল দিব্যাস্ত্রগুলিকে প্রণাম কর। পূর্ব্বে বেদশাস্ত্রের উপদেষ্টা ব্রহ্মাদি পুরাতন গুরুগণ বেদ রক্ষার নিমিত্ত সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া আপনাদিগের তেজের তপোময় পরিণাম স্বরূপ এই সকল অস্ত্রগুলিকে পাইয়াছিলেন। (১)

---

(১) অর্থাৎ তাঁহাদিগের বহুকালোপার্জ্জিত পোম তেজোরাশি জৃম্ভকাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

সীতা। ইঁহাদিগকে নমস্কার।

রাম। আজি অবধি এই অস্ত্রগুলি তোমার পুত্রেতে উপসংক্রান্ত হইবেক।

সীতা। অনুগৃহীতা হইলাম।

লক্ষ্মণ। এই মিথিলাবৃত্তান্ত।

সীতা। আহা! যে সময়ে আর্য্যপুত্র অনায়াসে হরধনুর্ভঙ্গ করেন, তাঁর সেই সময়ের দেহভঙ্গীটী কি উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছে! মুখমণ্ডলটী শিখণ্ডযুক্ত হওয়াতে কি সুন্দর দেখাইতেছে। দেহটী কি অপূর্ব্ব সুন্দর! কি কোমল! কেমন হৃষ্টপুষ্ট! কি নয়নপ্রীতিকর! বর্ণটী কি মনোহর! যেন নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম। পিতা আবার আর্য্যপুত্রের মোহনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যেন বিস্ময়েতেই নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! দেখুন দেখুন, আপনার পিতা জনক আর তাঁহার কুলপুরোহিত মহর্ষি গোতমের পুত্র শতানন্দ, বশিষ্ঠাদি কুটুম্বগণকে কেমন পূজা করিতেছেন!

রাম। হাঁ, ইহা দেখিবার উপযুক্তই বটে; যে সম্বন্ধে স্বয়ং বিশ্বামিত্র দান এবং গ্রহণ উভয়েরই

কর্ত্তা (১) জনক এবং রঘুকুলের সেই প্রার্থনীয় সম্বন্ধ কোন্ ব্যক্তির প্রিয় নহে?

সীতা। (চিত্রপট দেখিয়া) এই তোমাদিগের চারি ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তি। তোমরা যেন বিবাহকালিক গোদানাদি (২) মাঙ্গল্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া বিবাহ-কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছ। দেখিয়া বোধ হই-তেছে যেন আবার সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর আমিও যেন সেই সময়ে বিবাহক্ষেত্রেই রহিয়াছি।

রাম। সুমুখি! আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। যেসময়ে মহর্ষি গৌতম সাক্ষাৎ মহোৎসবের ন্যায়, মনোহরকঙ্কণভূষিত তোমার এই হস্ত, আমার

(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্র উভয় কুলেরই মাননীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আদেশানুসারেই বিবাহকার্য্য সমাধা করা হইয়াছিল, এই নিমিত্তই কবি তাঁহাকে দাতা এবং প্রতি-গ্রহীতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) পূর্ব্বে বিবাহ করিবার অব্যবহিতপূর্ব্বে পাত্রকে কতকগুলি মাঙ্গল্যকর্ম্ম করিতে হইত। গোদান সেই সকলের মধ্যে একটী প্রধান মঙ্গলকর্ম্ম, ইহাতে গো-মিথুন দান করিতে হইত বলিয়া ইহার নাম গোদান হইয়াছে। ইহাকেই পূর্ব্বে আর্ষবিবাহ কহিত।

হস্তের সহিত একত্রিত করিয়া দেন, সে সময়টী যেন ফিরিয়া আসিল দেখিতেছি!

লক্ষ্মণ। এইটী আর্য্যার প্রতিমূর্ত্তি, এইটী আর্য্যা মাণ্ডবীর, আর এইটী বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তির চিত্র।

সীতা। বাছা! এটী কে?

লক্ষ্মণ। (সলজ্জভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বগত মুখ ফিরাইয়া) দেখিতেছি ইনি উর্ম্মিলার (১) কথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যাহা হউক এঁদের অন বিষয়ে আবদ্ধ করিতে হইয়াছে। (প্রকাশে) আর্য্যে! যাহা দেখিবার উপযুক্ত তাহাই দেখুন, এই দেখুন ভগবান্ পরশুরামের প্রতিমূর্ত্তি।

সীতা। উঃ! আমার বড় ভয় হইতেছে।

রাম। মহর্ষে! নমস্কার।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! দেখুন দেখুন। এই ইনি আর্য্য-কর্ত্তৃক—(২) (এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র)।

রাম। (তিরস্কারের সহিত) আঃ, দেখিবার উপ-যুক্ত অনেক বস্তু রহিয়াছে। অন্য কিছু দেখাও

সীতা। (স্নেহ এবং প্রভূত সম্মানের সহিত দেখিয়া) নাথ! এইরূপ বিনয়াতিশয্যই তোমার দ্বিগু শোভাবৃদ্ধি করিতেছে।

---

(১) লক্ষ্মণের স্ত্রী।

(২) "পরাভূত হইয়াছেন" এই টুকু ইহার শেষাংশ।

লক্ষ্মণ। এই আমরা অযোধ্যায় আসিয়াছি।

রাম। (সজলনেত্রে) হায়! সকলই মনে পড়িতেছে। পিতার জীবিতাবস্থায় নূতন বিবাহের পর আমরা মাতাদিগের কর্ত্তৃক চিন্ত্যমানও লালিতপালিত হইয়া কি সুখেই দিন কাটাইয়াছি। আবার তাঁহারা তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনতিনিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তল, মনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণসদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিম-বিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দের এক শেষ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ। এই মন্থরা (১)।

রাম। (উত্তর না দিয়া অন্যত্র দেখাইয়া) (২) দেবি সীতে! পূর্ব্বে শৃঙ্গবেরনগরে যে ইঙ্গুদীবৃক্ষতলে নিষাদরাজ গুহের সহিত সাক্ষাৎকার ও আত্মীয়তা হয় এই সেই বৃক্ষ।

লক্ষ্মণ। (সহাস্যে স্বগত) হাঁ বুঝিয়াছি। আর্য্য

---

(১) কৈকেয়ীর দাসী।

(২) পাছে কথাপ্রসঙ্গে কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ উপস্থিত হয়, এই জন্যই রামচন্দ্র তাঁহার কথা চাকিয়া অন্য কথা পাড়িতেছেন।

মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর কথা ঢাকিতেছেন।

সীতা। এই জটাবন্ধনের ব্যাপার।

লক্ষ্মণ। প্রাচীন ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকে রাজ্য লক্ষ্মী দিবার পরেতেই প্রায় সচরাচর জটা ধারণ করিয়া বনচারী হইয়া থাকিতেন, কিন্তু আর্য্য বাল্যাবস্থাতেই সেই পবিত্র বানচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সীতা। এই প্রসন্ন এবং পবিত্র সলিলবর্ণা ভগবতী ভাগীরথী নদী। (১)।

রাম। দেবি রঘুকুলদেবতে! নমস্কার। পূর্ব্বে প্রপিতামহ অসমঞ্জের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ষষ্টিসহস্র সগরতনয়েরা যখন পিতার (সগররাজার) অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত মুক্ত এবং সহসা ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপাহৃত ও পাতাল পুরে লুক্কায়িত অশ্বের অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবী ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হয়েন, এবং কপিলমুনিকে অশ্বাপহারক স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচারজনিত অপরাধে তাঁহাকর্ত্তৃক ভস্মীভূত হয়েন, সেই

(১) গঙ্গানদীর তিনটী শাখা, মন্দাকিনী, ভাগীরথী এবং ভোগবতী। স্বর্গে মন্দাকিনী, পৃথিবীতে ভাগীরথী, এবং পাতালে ভোগবতী। ভগীরথকর্ত্তৃক আনীতা হইয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গানদীর পৃথিবীস্থ শাখার ভাগীরথী এই নাম হইয়াছে।

সময়ে মহাত্মা ভগীরথ নিজদেহের বিনাশ পর্য্যন্ত গণনা না করিয়া বহুকাল কঠোর তপস্যার পর আপনাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিযা, আপনার পবিত্রজলের সংস্পর্শে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। অতএব মাতঃ আপনি অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার পুত্রবধূ এই সীতার শুভানুধ্যায়িনী হউন।

লক্ষ্মণ। ভরদ্বাজমুনিনির্দ্দিষ্ট চিত্রকূট পর্ব্বতের পথে এইটী সেই শ্যামবট নামে যমনাতীরস্থ বনস্পতি (বৃক্ষ)।

সীতা। নাথ! এস্থানটী কি স্মরণ হয়?

রাম। সে কি প্রিয়ে! এস্থানটী কিপ্রকারে ভুলিব? যেস্থানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক, আর দলিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দুর্ব্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষস্থলে রাখিয়া নিদ্রাগমন করিয়াছিলে, সেস্থানটী বিস্মৃত হওয়া কি সহজ ব্যাপার?

লক্ষ্মণ। বিন্ধ্যাটবী প্রবেশকালে এই স্থানে সেই বিরাধনামে রাক্ষস আমাদিগকে বাধা দিয়াছিল।

সীতা। এখন আর এ দেখে কাজ নাই। দক্ষিণারণ্যে যাবার সময় আর্য্যপুত্র যে স্বহস্তে আমার মাথায়

তালপাতার ছাতা ধরেছিলেন তাই দেখি। (১)

রাম। বানপ্রস্থাশ্রমীরা (২) কুটীরাদি প্রস্তুত করিয়া যাহার বৃক্ষতলে বাস করিয়া থাকেন, এবং গৃহস্থেরা সংসারের প্রতি বিরক্তিবশতঃ অতিথিসেবায় রত হইয়া মুষ্টিমাত্র নীবার আহারে যে স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন, সেই সকল তপোবন এই গিরিনদীতটে চিত্রিত রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ। যাহার গহ্বর সমূহ, নিবিড় তরুরাজিপূর্ণ (সুতরাং একেবারে অবকাশরহিত, অর্থাৎ বৃক্ষশ্রেণী এরূপ নিবিড়সন্নিবিষ্ট যে, সূর্য্যরশ্মি তাহার ভিতরে কোন রূপেই প্রবেশ করিতে পারে না) সুতরাং স্নিগ্ধ এবং শ্যামবর্ণ অরণ্যের প্রান্তভাগে

(১) যে সময়ে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার সহিত দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে সীতা পথশ্রান্তি এবং সূর্য্যের প্রখরকিরণবশত অত্যন্ত ক্লান্তা হইয়া পড়েন, সুতরাং রাম আতপনিবারণের নিমিত্ত স্বহস্তস্থ তালবৃন্ত সীতার মস্তকে ছত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন।

(২) যাঁহারা সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনপ্রস্থান করেন, তাঁহারাই উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বিস্তৃতা (১) গোদাবরী নদীর ঝর ঝর শব্দে অনুক্ষণ শব্দায়মান (২) হইতেছে, এবং যাহার নীলবর্ণ, অনুক্ষণ শূন্যমার্গে বিচরণশীল জলদরাজিসংযোগে অধিকতর শ্যামলতা ধারণ করিতেছে (৩) এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ নামে গিরি।

রাম। সুন্দরি! যখন আমরা সেই পর্ব্বতে লক্ষ্মণ-বিহিত শুশ্রূষাসম্ভোগে সুখে দিনাতিপাত করি তাহা কি স্মরণ হয়? গোদাবরী নদী এবং তাহার সুখসেব্য তীর কি মনে পড়ে? আর সেই স্থানে আমাদিগের স্বচ্ছন্দসঞ্চার (৪) কি মনে আছে? এবং উভয়ে সান্নিধ্যবশতঃ (অর্থাৎ একত্র শয়ন করিয়া) পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে উভয়কে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহু-

(১) অর্থাৎ প্রবহমাণা।

(২) অর্থাৎ প্রতিধ্বনিত।

(৩) অর্থাৎ উপরে উড্ডীয়মান মেঘের ছায়া পতিত হওয়াতে অধিকতর নীলবর্ণ দেখাইতেছে।

(৪) স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ এবং বিহার ইত্যাদি।

বিধ গল্প করিতে করিতে যে অজ্ঞাতসারে (১) রাত্রি অতিবাহিত করি তাহাও কি স্মরণ হয়?

লক্ষ্মণ। পঞ্চবটীতে এই, সেই শূর্পনখার (২) প্রতিমূর্ত্তি।

সীতা। হা নাথ! এই বুঝি তোমার সহিত শেষ দেখা হইল। (৩)

রাম। অয়ি বিরহবিধুরে! এটী চিত্র মাত্র।

সীতা। যা হোক্ তা হোক্, কিন্তু কুলোকের নাম কর্‌লেও মনে মনে অসুখ ও অশুভঘটনার আশঙ্কা হয়।

রাম। হায়! জনস্থানের ঘটনাটী আমার যেন বর্ত্তমানের ন্যায় বোধ হইতেছে।

(১) "অবিদিতগতযামা" অর্থাৎ যাহার প্রহরপরিবর্ত্তনকাল কোনরূপে জ্ঞানগোচর হয় নাই।

(২) রাবণের ভগিনী।

(৩) চিত্রটী এরূপ উত্তম হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া এবং লক্ষ্মণের মুখে শূর্পনখার নাম শুনিয়া ভুতপূর্ব্ব ঘটনাটী সীতার মনে প্রত্যক্ষবৎ বোধ হওয়াতেই, তিনি রামচন্দ্রের সহিত বিচ্ছেদ হইবে এই ভয়ে ভ্রান্তার ন্যায় "হা নাথ এই বুঝি শেষ দেখা হইল" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাতেই রামচন্দ্র ভ্রমসংশোধন দ্বারা ভয়নিবারণোদ্দেশে কহিলেন যে এটী যথার্থ ঘটনা নহে কেবল চিত্রলিখিতমাত্র।

লক্ষ্মণ। এই সেই জনস্থানবৃত্তান্ত (১)। সেখানে দুরাত্মা রাক্ষসেরা কনকময় মায়ামৃগের সৃষ্টি করিয়া এরূপ ক্লেশ দিয়াছিল যে সম্যক্ প্রকারে (শত শতবার) তাহার পরিশোধ (প্রতিকার) করিলেও (স্মরণমাত্রেই) এখনও মনকে ব্যথিত করিয়া থাকে। হায়! সেই মনুষ্যসমাগমবর্জিত জনস্থানে আর্য্যের (তাৎকালিক) বৈক্লব্যপূর্ণ (২) এবং শোকোদ্দীপক কার্য্যগুলি দর্শন বা মনে করিলে পাষাণপর্য্যন্ত রোদন করিতে থাকে. এবং বজ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। (৩)।

(১) জনস্থান। ইহার আধুনিক নাম নাসিক। ইহা গোদাবরীনদীর তীরে অবস্থিত ও পশ্চিম ঘাটগিরির অনতিদূরবর্ত্তী।

(২) উন্মত্তবৎ প্রলাপান্বেষণপূর্ণ।

(৩) লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন করিলে পর রাবণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত সীতাকে হরণ করিবার পরামর্শ স্থির করে। পরে মারীচ নামে একটা রাক্ষসকে মায়াময় কনকমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার কুটীরের সম্মুখভাগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আদেশ করে। সে সেইরূপ করিতে থাকিলে সহসা সীতার নয়নগোচর হয়। সীতা তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জীবিত ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত রামকে বারম্বার অনুরোধ করেন। রাম ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া

সীতা। (সবাষ্পে স্বগত) হা! দেব রঘুনন্দন! (রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধক) আমার নিমিত্ত তুমি এতদূর পর্য্যন্তও ক্লেশ পাইয়াছিলে!

লক্ষ্মণ। (রামকে দেখিয়া সাভিপ্রায়ে) (১) আর্য্য! এ কি! আপনার এই অশ্রুপ্রবাহ ছিন্নসূত্র মুক্তাময় হারের ন্যায় দর দর ধারায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকারে লুণ্ঠিত হইতেছে। যে আবেগ (শোকপ্রসর) আতিশয্যদ্বারা হৃদয় পূরিত করিয়া দেয় তাহা (নিরুদ্ধ) (২) নিয়ন্ত্রিত হইলেও অপরে তাহা কম্পান্বিত নাসা এবং অধর দেখিয়া অনুমান করিতে পারে।

রাম। বৎস! (প্রিয়জন) সীতাবিয়োগজনিত (দুর্ব্বহ)

মায়ামৃগ ধরিবার নিমিত্ত তাহার অনুসরণ করেন। ক্ষণকাল পরে লক্ষ্মণও রামের অন্বেষণে বহির্গত হয়েন। সেই সময় কুটীর শূন্য হওয়াতে রাবণ অত্রিমুনির বেশ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া পলায়ন করে। পরে রাম কুটীরে সীতাকে না দেখিয়া অত্যন্ত বিলাপ করেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি এরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন যে তত্রত্য বৃক্ষাদি অচেতন পদার্থেরাও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়াছিল।

(১) অর্থাৎ সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে।

(২) অর্থাৎ প্রকাশ না হইয়া মনে মনে থাকিলেও।

দুঃখানল অত্যন্ত দুঃসহ হইলেও কেবল বৈরনির্যাতনমানসেই তখন সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সেই অনল পুনর্ব্বার মনে মনে প্রজ্বলিত হইয়া (১) হৃদয়ের মর্ম্মস্থলীসঞ্জাত ব্রণের (২) ন্যায় অত্যন্ত যাতনাদায়ক হইয়াছে।

সীতা। হায় ধিক্, হায় ধিক্, (অর্থাৎ-হায় একি হ, ল) আমিও উৎকট উদ্বেগ বশত যেন আপনাকে আর্য্যপুত্রশূন্য (অর্থাৎ অনাথা) দেখ্‌চি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এক্ষণে অন্য কোন বিষয় উপস্থিত করি। (অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে ইহাঁদিগের চিত্ত আবদ্ধ করি) (চিত্র দেখিয়া প্রকাশে) এই মন্বন্তর-(মনুদিগের অধিকার কালের পরিবর্ত্তন) প্রবৃত্তিসমকালোৎপন্ন পূজ্যপাদ গৃধ্ররাজ জটায়ুর (৩) চরিত্র এবং বিক্রমের উদাহরণ।

সীতা। হা তাত তোমার অপত্যস্নেহই যথার্থ নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ-তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ও অপত্যস্নেহের একশেষ দেখাইয়া গিয়াছ)

---

(১) অর্থাৎ সীতার সহিত বিয়োগঘটনা পুনর্ব্বার মনে পড়িয়া।

(২) ব্রণ অর্থাৎ বিস্ফোটক ; ফোড়া।

(৩) জটায়ু গরুড়ের পুত্র।

রাম। হা তাত! পক্ষিরাজ কশ্যপনন্দন! তীর্থের ন্যায় পাবন তোমার মত সাধুব্যক্তির আর কোথায় সম্ভব হইতে পারে? ।

লক্ষ্মণ। এই সেই জনস্থানের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী দনুনামক কবন্ধের (১) আবাসস্থান চিত্রকুঞ্জবান্ নামে দণ্ডকারণ্যের একটী অংশ। ইহার পর ঋষ্যমূকপর্ব্বতে এইটী সেই মতঙ্গমুনির (২) আশ্রম, এই শ্রমণানামে (৩) সিদ্ধশবরীর প্রতি-মূর্ত্তি, আর এই পম্পানামক সরোবর।

সীতা।এইখানে আর্য্যপুত্র ক্রোধ এবং ধৈর্য্য, সব পরি-

---

(১) কবন্ধ অর্থাৎ মস্তক ও গ্রীবাশূন্য দানববিশেষ, প্রবাদ এই যে, কবন্ধে মুখ বক্ষঃস্থলে অবস্থিত। স্থূলশিরা নামক মুনির শাপে উক্ত দানব কবন্ধের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে, কবন্ধ উঁহাদিগের দুই জনকেই আক্রমন করে, কিন্তু উঁহারা তাহার হস্তচ্ছেদ করেন। তৎক্ষণাৎ কবন্ধের শাপ-মোচন হয়।

(২) যখন রামচন্দ্র মতঙ্গাশ্রমের নিকট উপস্থিত হয়েন, তখন মতঙ্গ মুনি জীবিত ছিলেন না। বহুকাল পূর্ব্বে তথায় মতঙ্গ মুনি বাস করিতেন। রামায়ণে কথিত আছে, মতঙ্গমুনির আশ্রম ও গৃহসামগ্রী সমস্তই ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, রামচন্দ্র উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(৩) শ্রমণা মতঙ্গমুনির শিষ্যদিগের পরিচর্য্যা করিত।

ত্যাগ করে উচ্চৈঃস্বরে (মুক্তকণ্ঠে) কেঁদেছিলেন।

রাম। দেবি! এ সরোবরটী কি মনোহর! এইস্থানে মদমত্ত (অর্থাৎ হর্ষাতিরেকবশতঃ শব্দায়মান এবং ক্রীড়াসক্ত) মল্লিকাক্ষ (১) হংসদিগের প ক্ষানিলদ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত সুতরাং কম্পমান বৃহৎদণ্ড (নাল) বিশিষ্ট শ্বেতপদ্ম এবং প্রভূত-নীলপদ্ম সুশোভিত পম্পার ভূভাগ সকল, বিলাপ করিবার সময় অশ্রুবর্ষণ এবং তাহার পুনরুদ্গাম এই উভয়ের অবকাশ মধ্যে দেখিয়া লইয়াছিলাম।

লক্ষ্মণ। এই আর্য্য হনুমান্। (২)।

সীতা। ইনিই সেই মহাত্মা পবননন্দন? ইনিই বহুকালপর্য্যন্ত শোকসন্তপ্ত জীবলোকের (প্রাণিগণের) শোকাপনয়নরূপ মহৎ উপকার করেছিলেন?

রাম। হাঁ। যাঁহার বাহুবলে আমাদিগের এবং ত্রিভুবনের মহদুপকার সাধিত হইয়াছিল, ইনিই.

শ্রমণা নীচজাতি ছিল, কিন্তু পথ দেখাইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া স্বর্গলাভ করে।

(১) মল্লিকাক্ষ—হংসবিশেষ, ইহাদিগের চরণ ও চঞ্চুপুট কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু শরীর শুক্লবর্ণ।

(২) হনুমান্ দেবযোনি ও মহাবীর ছিলেন এবং রামচন্দ্রের মহোপকার করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহাকে আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

সেই মহাবাহু অঞ্জনানন্দন (১)।

সীতা। (লক্ষ্মণের প্রতি) বাছা! এটী কোন্ পর্ব্বত? যেখানে পুষ্পময় কদম্বগাছে ঐ ময়ূরসব নেচে নেচে বেড়াচ্চে? আর আর্য্যপুত্র দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যাচ্চেন, তুমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁকে ধরে ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছ! আহা! তাঁর ত সে শ্রী নেই, সে রঙ নেই, সব ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। তবে কেবল আগেকার সেই তেজটুকু মাত্র (প্রভাবের) বাকী আছে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এইটী অর্জ্জুনকুসুমসুবাসিত মাল্যবান্ নামে পর্ব্বত। যাহার শৃঙ্গের অগ্রভাগ মসৃণ নীলবর্ণ এবং নূতন নূতন মেঘে অনবরত আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

রাম। (লক্ষ্মণকে আর বলিতে না দিয়া, সহসা) বৎস! নিবৃত্ত হও নিবৃত্ত হও (আর ইহার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই) আমি আর ইহা শুনিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সীতাবিয়োগ যেন পুনর্ব্বার নূতন হইয়া ফিরিয়া আসিল বোধ হইতেছে।

লক্ষ্মণ। ইহার পরেই আর্য্য এবং মহাত্মা কপি ও রাক্ষসদিগের অসংখ্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উত্ত-

(১) অঞ্জনার গর্ভে ও পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়।

রোত্তর কর্ম্মপরম্পরা যথাক্রমে চিত্রিত আছে। আর্য্যার ও পরিশ্রম হইয়াছে দেখিতেছি। অত-এব এখন নিবেদন করি (আর প্রয়োজন নাই) বিশ্রাম করুন।

সীতা। নাথ! এই সব দেখে আমার মনে মনে একটী নূতন অভিলাষ [দোহদ (১)] হচ্চে। তা সেটী জানাতে ইচ্ছা করি।

রাম। আজ্ঞা কর।

সীতা। আবার সেই নিরুপদ্রব (২) অথচ গম্ভীর বনে ব্যাড়াবো, আর ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র, সুন্দর, এবং শীতল জলে স্নান (অবগাহন) কর্‌বো! এই ইচ্ছা হয়।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। এই যে আমি। (আজ্ঞা করুন)।

রাম। গুরুজনেরা এই মাত্র বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে গর্ব্ভাবস্থায় সীতাদেবীর কোন অভিলাষ হইলে তাহা যেন তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা হয়। অতএব যাহাতে আরোহণ করিলে কোন ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ অপ্রতিহতগমনে

---

(১) দোহদ—গর্ব্ভাবস্থায় স্ত্রীদিগের যাহা অভিলাষ হয় তাহাকে দোহদ কহে, এটী গর্ব্ভের অন্যতম লক্ষণ।

(২) নিরুপদ্রব অর্থাৎ হিংস্র জন্তুদিগের উপদ্রবশূন্য।

যাওয়া যাইতে পারে এরূপ একখানি রথ সাজা-ইয়া আনিতে আদেশ কর।

সীতা। আর্য্যপুত্র! তোমরাও আমার সঙ্গে সে-খানে যাবে ত?

রাম। অয়ি কঠিনহৃদয়ে! ইহাও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? (১)

সীতা। তা হলেই আমার মনের মত (প্রিয়) হলো।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞে।

লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম। প্রিয়ে! এস এই গবাক্ষের পার্শ্বে নিভৃতস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম (শয়ন) করিগে।

সীতা। আচ্ছা চল। একটু নিদ্রাদ্বারা পরিশ্রমটা দূর করিগে। বড় পরিশ্রম হয়েছে, নিদ্রায় আর চখে দেখিতে পাই না।

রাম। যদি শয়ন কর, তবে এস আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর, এবং আতঙ্ক, ঈষৎকম্প ও শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দুবিশিষ্ট অতএব চন্দ্রকিরণ-সংস্পর্শে স্যন্দমান চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত (২) হার-

---

(১) "এবং আমারও যে তাহাই করা উচিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি"? এই টুকুই রামচন্দ্রের তাৎকালিক মানসিক ভাব।

(২) স্যন্দমান অর্থাৎ দ্রবশীল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে চন্দ্রকান্তমণিতে চন্দ্রকিরণ লাগিলে তাহা হইতে

সদৃশ শোভাশালী ও স্পর্শজনিত সুখসমূহসহযোগে জীবনদাতাস্বরূপ (১) তোমার এই হস্ত আমার কণ্ঠদেশে অর্পণ কর। (সীতার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপনার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া) প্রিয়ে একি! এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিতৎ অবস্থায় রহিয়াছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে, অথবা মদ্য (মাদকদ্রব্যসেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার স্পর্শজনিত চিত্তবিকৃতি আমার ইন্দ্রিয়গণকে মুগ্ধ করিয়া এক একবার চৈতন্য হরণ করিতেছে আবার পরক্ষণেই পুনরুন্মীলিত করিতেছে।

সীতা। আমার প্রতি যে তোমার প্রগাঢ় ও নিশ্চল প্রণয় আছে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে?

এক প্রকার জলীয় দ্রব্য ক্ষরণ হইতে থাকে।

(১) জীবনদাতা অর্থাৎ সমুচ্ছ্বাসজনক। যাহা সংলগ্ন হইলে গাত্রে রোমাঞ্চ এবং মনে আহ্লাদ হয়, তাহাকে এক প্রকার জীবনদাতা বলা যাইতে পারে।

রাম। কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি শোকাদি-সন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, (১) ইন্দ্রিয়-গণের মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, (২) কর্ণের অমৃত-স্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধস্বরূপ।

সীতা। প্রিয়ম্ব●! (৩) তবে নিদ্রা যাই। (এই বলিয়া ইতস্তত শয্যার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।)

রাম। অয়ি প্রিয়ে! ইহা ব্যতিরিক্ত আবার অপর কি অন্বেষণ করিতেছ, যে রামবাহু বিবাহের সময় হইতে কি গৃহে, কি বনে, সর্ব্বত্রই, শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে, সেই রামবাহু আজিও তোমার উপধান হইবেক।

সীতা। (নিদ্রিতারন্যায়) ঠিক্ বটে নাথ ইহা ঠিক্ বটে! (এই বলিয়া আবার নিদ্রিতা হইলেন)।

রাম। প্রিয়বাদিনী কি বক্ষস্থলেই নিদ্রিতা হলেন! (দেখিয়া সস্নেহে) ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরূপ,

---

(১) বিকাশক অর্থাৎ উচ্ছ্বাসক। যে বিকাশিত করে।

(২) ইন্দ্রিয়গণের মোহিনী বিদ্যাস্বরূপ।

(৩) পূর্ব্বোক্ত প্রিয়বাক্যগুলির নিমিত্ত সীতা রামচন্দ্রকে প্রিয়ম্বদ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ইহাঁরই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইহাঁরই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহারস্বরূপ, (সর) (১) অতএব অসহ্য বিরহ ব্যতীত ইহাঁর সম্পর্কীয় আর কোন্ বস্তুই বা প্রিয় নহে ? (২)।

প্রতীহারীর প্রবেশ (৩)।

প্রতীহারী। মহারাজ ! (দেব) সে এসেছে।

রাম। অরে কে ?

প্রতীহারী। আপনার আসন্নপরিচারক (৪) দুর্ম্মুখ।

রাম। (স্বগত) অন্তঃপুরচারী দুর্ম্মুখকে আমি গূঢ়-ভাবে গ্রাম এবং নগরবাসীদিগের মনের ভাব জানিতে পাঠাইয়াছিলাম। (প্রকাশে) আসিতে

---

(১) মূলে সর এই বাক্যটী আছে, বোধ হয় ইহা হইতেই বাঙ্গালা ছড়া শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

(২) অর্থাৎ বিরহ ব্যতিরিক্ত ইহাঁর আর সমুদায়ই প্রিয়।

(৩) প্রতীহারী অর্থাৎ যে দ্বার রক্ষা করে। দ্বাররক্ষক। তাঁহার ইহাকে "দরোয়ান্" (দ্বারবান) কহে।

(৪) আসন্নপরিচারক। যে ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকে তাহাকেই আসন্নপরিচারক কহে।

বল। (১)।

প্রতীহারীর প্রস্থান।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। (স্বগত) হায়! সীতাদেবীর এই অচিন্তনীয় জনাপবাদ (লোকনিন্দা) কি রূপে মহারাজকে কহিব! অথবা এ অভাগার কর্ম্মই এই! (২)।

সীতা। (স্বপ্নাবস্থায় রোদন করিয়া) হা আর্য্যপুত্র! হা সৌম্য! (৩) কোথায় রহিলে?

রাম। আহা! চিত্রদর্শনজনিত দুশ্চিন্তাজননী সেই বিরহভাবনা স্বপ্নাবস্থাতেও দেবীর মনে উদ্বেগ জন্মাইয়া দিতেছে। (স্নেহের সহিত হস্তদ্বারা গাত্র স্পর্শ করিয়া) যাহা কি সুখ কি দুঃখ সকল

---

(১) পূর্ব্বে রাজারা প্রজাদিগের মনের ভাব এবং ব্যবহারাদি জানিবার নিমিত্ত এক এক জন গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন। তাহারা গুপ্তভাবে কে কিরূপ বলিতেছে, কাহার মনের ভাব কিরূপ ইত্যাদি জানিয়া আসিয়া রাজাকে যেরূপ বলিত তিনিও তদনুসারে কার্য্য করিয়া প্রাণপণে তাহাদিগকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। তখন প্রজারঞ্জন করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং উহাই তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন।

(২) অর্থাৎ আমি এই জন্যই নিযুক্ত হইয়াছি, সুতরাং মন্দ হইলেও আমাকে ইহা বলিতেই হইবেক।

(৩) সুন্দর।

সময়েই একরূপ, যাহা সকল অবস্থাতেই অনুকূল, (শোকাদিসন্তপ্ত) হৃদয় যাহাতে যথার্থ বিশ্রামসুখ লাভ করে; বৃদ্ধাবস্থাতেও কোনরূপে যাহার রসের অভাব হয় না, এবং কালক্রমে (দীর্ঘসংসর্গবশতঃ) সঙ্কোচের হেতুভূত লজ্জাভয়াদির ব্যপগম হইলে যাহা স্নেহের (প্রণয়ের) সাররূপে পরিণত হয়, এবম্ভূত ভদ্রজনোচিত অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ প্রণয় নিতান্ত দুর্ল্লভ। (১)।

দুর্ম্মুখ। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয়জয়কার হউক।

রাম। কি কি জানিতে পারিয়াছ, বল।

দুর্ম্মুখ। সকলেই আপনার গুণগান (স্তুতিবাদ) করিয়া থাকে আর এই কথা বলে যে "রামচন্দ্রকে পেয়ে আমরা মহারাজ দশরথকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি"।

রাম। এত গেল, প্রশংসার কথা। দোষের কথা যদি কিছু শুনে থাক ত বল, যে তার (প্রতিবিধান) প্রতীকার করা যায়।

দুর্ম্মুখ। (সরোদনে) শুনুন মহারাজ! (কাণে

---

(১) অর্থাৎ এরূপ প্রণয় জগতীতলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাণে) এই এই (১)।

রাম। উঃ কি বিষমবেগশালী বাক্যবজ্র! (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন) (২)।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! আশ্বস্ত হউন।

রাম। (আশ্বস্ত হইয়া) হায়! (স্ত্রীলোকের পক্ষে) পরগৃহবাসটী কি ভয়ানক! আমি এত করে অগ্নি-শোধনাদি অদ্ভুত উপায়দ্বারা সীতার সেই পর-গৃহবাসরূপ কলঙ্কের নিরাকরণ করিলাম, তথাপি দুর্দ্দৈববশতঃ সেই কলঙ্ক পুনর্ব্বার উন্মত্তকুকুরের বিষের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল! হায়! এখন এ অভাগার আর কি করা উচিত? (বিবেচনা করিয়া সকরুণভাবে) অথবা ইহাতে আর বিবেচনা কি? লোকের আরাধনা (প্রজা-রঞ্জন) করা সাধুব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভা-বেই বিধেয় এবং এইটী তাঁহাদিগের পক্ষে মহৎ ব্রত স্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ

---

(১) অর্থাৎ লোকেরা সীতাদেবীসম্বন্ধে এই এইরূপ বলিয়া থাকে।

(২) বজ্র যেমন সহসা হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন নষ্ট করে, দুর্ব্বাক্য ও নিন্দাবাদও সেইরূপ মর্ম্মভেদ করিয়া থাকে এই নিমিত্তই বাক্যকে বজ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভগবান বশিষ্ঠদেবও আবার এই মাত্র ইহাই বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আর মহাত্মা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ যে বিশুদ্ধ সুন্দর কুলকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন আমার জন্মপরিগ্রহদ্বারা যদি সেই কুলে কলঙ্ক স্পর্শে তাহা হইলে এ পাপাত্মার জীবনে ধিক্কার দেওয়াই উচিত। (সরোদনে) হা দেবি! যজ্ঞভূমিসম্ভবে! (১)! হা! জন্মগ্রহণপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা! নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি, বশিষ্টদেব এবং অরুন্ধতীসদৃশপ্রশংসনীয়চরিতে! (অগ্নি, বশিষ্টদেব, ও অরুন্ধতী ইঁহারাও স্বয়ং তোমার চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন!) হা! রামময়জীবিতে! হা! মহাবন বাসপ্রিয়সহচরি! হা! মধুরভাষিণি। হা মিতবাদিনি! এরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল! কোথায় তোমাদ্বারা জগৎ পবিত্রিত হইয়াছে, না আজি তোমাকেই লোকেরা

---

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজ জনক হলদ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য সীতা পৃথিবীর কন্যা বলিয়া প্রথিতা আছেন। সীতা শব্দের অর্থ কৃষ্টভূমি সম্ভূতা।

অপবিত্রা বলে! তোমাকর্ত্তৃক ত্রিভুবন সনাথ হইয়াছে, কিন্তু আজি তুমিই অনাথার ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে চলিলে! (দুর্ম্মুখের প্রতি) দুর্ম্মুখ! লক্ষ্মণকে বলগে যে তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ করিতেছেন। (কর্ণে কর্ণে) এই এই।

দুর্ম্মুখ। হায়! কুলোকের কথায় মহারাজ এখন কিপ্রকারে অগ্নিপরিশুদ্ধা (১) এবং অন্তঃসত্ত্বা (২) দেবীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হলেন?

রাম। ছি! ছি! প্রজাদিগকেই বা দুর্জ্জন বলিতেছ কেন? ইক্ষ্বাকুবংশের প্রতি ত কোনরূপেই তাহাদিগের দ্বেষ নাই, বরং যার পর নাই শ্রদ্ধাই রহিয়াছে। তথাপি যে এ বংশের এরূপ নিন্দা হইল তাহা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃই বলিতে হইবে, কারণ সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা এবং তাঁহার

(১) সীতা রাবণগৃহে একাকিবাসজনিত অপবাদ নিরাকরণের নিমিত্ত অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা আপনার সতীত্ব সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

(২) গর্ভস্থিতপবিত্ররঘুকুলসন্তানায়াঃ। সীতা পবিত্র রঘুকুলের বংশধরকে তৎকালে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তখন তাঁহাকে বনবাস দিলে গর্ভস্থ শিশুর সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্তই দুর্ম্মুখ এরূপ বলিতেছে।

অক্ষতশরীরে অগ্নিমধ্য হইতে বহির্গমনাদি আশ্চর্য্য ঘটনা অতিদূরবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপেই হইয়াছিল, সুতরাং সহজে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? তবে যাও দুর্ম্মুখ (লক্ষ্মণকে বলগে)।

দুর্ম্মুখ। হাঁ দেবি! (এই পর্য্যন্ত বলিয়া বহির্গমন)

রাম। হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি, যিনি গাঢ়প্রণয়বশতঃ কোনরূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে, মাংসবিক্রেয়ী যেমন গৃহপালিত পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেইরূপ ছলক্রমে (১) করালকালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে

---

(১) গর্ভাবস্থায় সীতাদেবী রামের নিকটে পুনর্ব্বার তপোবন দেখিবার প্রার্থনা করেন। রাম ও প্রথমে তাঁহাকে অনুমোদন করিয়া লক্ষ্মণকে তপোবন দেখাইয়া আনিতে আদেশ করেন। সুতরাং লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশ মতই যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে রাম দুর্ম্মুখের মুখে সীতার নিন্দাবাদ শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন যে "তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে পুনর্ব্বার বনবাস দিয়া আইস। পূর্ব্বে তাঁহাকে এ বিষয় জানাইবার

সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণপূর্ব্বক) অয়ি ! মুগ্ধে এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপকর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি ! হায় !—তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে ? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ (১) অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবল মাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। হায় ! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না (চিন্তা করিয়া) উঃ ! আমার এখন কি গতি হইবে ? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে ?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ-

---

কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই" এই জন্যই "ছলক্রমে" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(১) জীর্ণ। অর্থাৎ ভগ্নবৃক্ষাদিপরিপূর্ণ, সুতরাং নীরস এবং নিষ্ফল।

জীবন পর্য্যন্তও কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! হা হা ভগবন্ অগ্নি! হা নিখিলভূতধাত্রি ভগবতি বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ(দশরথ)! হা কৌশল্যাপ্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমন্! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহাদিগের পাপস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা। যেহেতু আমি, দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগবশতঃ ঈষৎকম্পিতগর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচনপূর্ব্বক নির্দ্দয়হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের মস্তকদ্বারা তোমার

পদপাঙ্কজের এই শেষস্পর্শ হইল। (১) (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)।

[নেপথ্যে] (২) (রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, দোহাই মহারাজের, আমাদের প্রাণরক্ষা করুন, ব্রহ্মহত্যা হইতেছে)।

রাম। কে আছ কিসের গোলযোগ হইতেছে, কি ব্যাপার, শীঘ্র জানিয়া আইস।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

যমুনাতীরবাসী কঠোরতপা ঋষিসমূহ লবণ (৩) রাক্ষস কর্ত্তৃক উদ্বেজিত ও ত্রাসিত হইয়া মহারাজের শরণাগত হইয়াছেন।

রাম। কি উৎপাত! আজিও রাক্ষসের ভয়! যান্ত্রা

---

(১) অর্থাৎ অতঃপর আমার সহিত আর কথনই সাক্ষাৎ হইবে না, তোমার চরণে আমার এই শেষ প্রণিপাত।

(২) নেপথ্য—নেতা, অর্থাৎ অভিনেতা নটাদির পথ। এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা নেপথ্যশব্দে নটাদির সজ্জাগৃহ বুঝায়। অর্থাৎ রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ অন্তরে যে স্থলে নটেরা বেশবিন্যাস করে, তাহারই নাম নেপথ্য।

(৩) লবণ—মধুনামক অসুরের ঔরসে ও রাবণের ভগিনী কুম্ভীনসীর গর্ভে এই রাক্ষসের জন্ম হয়। লবণ মথুরার রাজা ছিল, এবং শিবপ্রদত্ত ত্রিশূল পাওয়াতে সকলের অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। শত্রুঘ্ন নিরস্ত্র অবস্থাতেই ইহাকে আক্রমণপূর্ব্বক বধ করেন।

হউক, এক্ষণে দুরাত্মা কুম্ভীনসীপুত্র লবণের উন্মূলনার্থ শত্রুঘ্নকে এখনই পাঠাইতেছি। । কএকবার পদবিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া [সীতার উদ্দেশে] হা দেবি! এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিপ্রকারে জীবন ধারণ করিবে? ভগবতি বসুন্ধরে! অনুগ্রহ করিয়া শ্লাঘনীলা দুহিতা সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন! আপনি পবিত্র দেবযজ্ঞে জনক ও রঘু, এই উভয় বংশেরই সমগ্র মঙ্গলস্বরূপ সীতাদেবীকে প্রসব করিয়াছিলেন।

এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সী। হা সৌম্য! হা আর্য্যপুত্র! কোথায় আছ? (সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) আঃ ছি! ছি! আমি দুঃস্বপ্ন প্রতারিতা হইয়া যেন আর্য্যপুত্রবিরহেই তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া শোক করিতেছিলাম। (ইতস্ততঃ অবলোকনপূর্ব্বক) হায়! আর্য্যপুত্র আমাকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী রাখিয়া গমন করিয়াছেন? যা হউক এখন আর এর কি প্রতিবিধান করিব। আচ্ছা আর্য্যপুত্রের সহিত পুনঃসাক্ষাৎ হইলে কোপপ্রকাশ করিব। কিন্তু যদি তখন আর্য্যপুত্রকে দেখিয়া কৃত্রিম কোপগ্রহণ করিয়া থাকিতে সমর্থ হই, তবেই হইবে। পরি-

জনদিগের মধ্যে এখানে কে আছ ?

দুর্ম্মুখ। (প্রবেশ করিয়া) দেবি ! কুমার লক্ষ্মণ আপনাকে এই নিবেদন করিতেছেন, যে রথ সজ্জিত হইয়াছে অতএব আপনি এক্ষণে আরোহণ করিতে পারেন।

সীতা। আচ্ছা আরোহণ কর্‌তে যাচ্চি। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) আমার গর্ভ যেন থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে, তা একটু আস্তে আস্তে যাই।

দুর্ম্মুখ। দেবি এই পথে আসিতে আজ্ঞা হউক।

সীতা। তপোধনদিগকে নমস্কার ! রঘুকুলদেবতাদিগকে নমস্কার ! আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম ! সকল গুরুজনদিগকে নমস্কার।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত) .

চিত্রদর্শননামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নেপথ্যে।

অয়ি তপোধনে! আপনার শুভাগমন ত?

[পথিকবেশধারিনী তাপসীর প্রবেশ।]

তাপসী। এ যে দেখ্‌চি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে ফল পুষ্প এবং পল্লবাদি (১) দিয়া পূজা কচ্যেন।

বনদেবতার প্রবেশ।

বনদেবতা। (অর্ঘ্য বিকীর্ণ করিয়া) আজ আমার কি শুভ দিন! কারণ সাধুব্যক্তির সহিত সমাগম বহু-পুণ্যফলে এবং বহু আয়াসেই হইয়া থাকে। (তাপসীর প্রতি) তপোধনে! আমার এই বন আপনারা ইচ্ছানুসারে উপভোগ করিবেন বলিয়াই রহিয়াছে। অত্রস্থ বৃক্ষের ছায়া, জল, এবং তপস্যার উপযুক্ত যাহা কিছু আহারীয় দ্রব্য আছে সে সমুদায়ই আপনাদিগের নিমিত্ত, সুতরাং এ সকল অপরের দ্রব্য বলিয়া একবারও মনে করিবেন না।

(১) পল্লব। বৃক্ষের নূতন পত্র।

তাপসী। সাধু ব্যক্তিদিগের ব্যবহার (সচরাচরই) অত্যন্ত প্রীতিজনক, আলাপ বিনয়ালঙ্কৃত (১) বুদ্ধি স্বভাবত মঙ্গলময়ী (২) এবং প্রণয় দোষ-স্পর্শ শূন্যই হইয়া থাকে। অতএব কি পূর্ব্বে কি পরে সকল সময়েই একভাবাপন্ন সুতরাং কপটতারহিত ও সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ এবং যাহা কোন রূপেই প্রাকৃতজনদিগের বোধগম্য হইতে পারে না, এবম্ভূত সাধুব্যক্তিদিগের সেই ব্যবহার যে সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হইয়া থাকে (তাহাতে আর সন্দেহ কি?) (উপবেশন)।

বনদেবতা। আপনার নামটী কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

তাপসী। আমার নাম আত্রেয়ী।

বনদেবতা। আর্য্যে আত্রেয়ি! কোথা হইতে এ স্থানে আগমন হইতেছে? এবং কি জন্যই বা এই দণ্ডকারণ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছেন?

আত্রেয়ী। শুনিয়াছি অগস্ত্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক সামবেদী (৩) ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করেন। তা-

---

(১) বাচি নিয়মঃ। অর্থাৎ কথা কহিবার ধারা (ধাঁচা) টী নিয়মানুযায়ী হওয়াতে অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে।

(২) অর্থাৎ সাধুদিগের বুদ্ধি, সর্ব্বদাই কল্যাণকর বিষয়েতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(৩) উদ্গীথ। সামবেদের অংশবিশেষ।

হাতেই তাঁহাদিগের নিকটে বেদান্তশাস্ত্র (উপনিষৎ) পাঠ করিবার মানসে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট হইতে এই স্থানে আসিতেছি।

বনদেবতা। যখন অন্যান্য অসংখ্য মুনিগণ সমগ্র-বেদশাস্ত্র আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত সেই পুরাতন বেদাধ্যাপক, মহর্ষি বাল্মীকীর নিকটেই উপস্থিত হইয়া থাকেন, তখন সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার এ দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিবার বাঞ্ছা ও প্রয়াস কেন?

আত্রেয়ী। সে স্থানে অধ্যয়নের বড় বিঘ্ন উপস্থিত বলিয়াই এরূপ দীর্ঘপ্রবাসে স্বীকৃত হইয়াছি।

বনদেবতা। কিরূপ বিঘ্ন?

আত্রেয়ী। কোন এক দেবতা দুইটি অপূর্ব্ব বালক মহর্ষিকে আনিয়া দিয়াছেন। তাহারা এরূপ শিশু যে কেবল মাতৃস্তন্য (১) ত্যাগ করিয়াছে মাত্র। সুতরাং তাহাদিগকে দেখিলে কি ঋষি, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেরই চিত্তবৃত্তি স্নেহরসে আর্দ্র হয়।

বনদেবতা। তাহাদিগের নাম কি আপনার জানা আছে?

আত্রেয়ী। সেই দেবতাই স্বয়ং, তাহাদিগের কুশ

---

(১) স্তন্য অর্থাৎ স্তনদুগ্ধ।

আর লব এই নাম রাখিয়াছেন। আর ইতি-মধ্যেই তাহারা অদ্ভুত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠি-য়াছে ইহাও বলিয়াছেন।

বনদেবতা। কিরূপ ক্ষমতা?

আত্রেয়ী। জন্ম হইতেই তাহারা সমন্ত্র জৃম্ভকাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

বনদেবতা। হাঁ, আশ্চর্য্য বটে।

আত্রেয়ী। আর ভগবান বাল্মীকি ধাত্রীকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদিগের ভরণ, পোষণ, রক্ষা ইত্যাদি সকল কর্ম্মই স্বয়ং সমাধা করিয়াছেন। পরে তিনি তাহাদিগের চূড়াকরণ করিয়া বেদ ব্যতিরিক্ত (১) আর সমুদায় বিদ্যাই অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন। তাহার পর, গর্ভ হইতে গণনা করিয়া একাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে তাহাদিগের উপনয়নকার্য্য সমাধা করিয়া, অবশিষ্ট তিনটী বেদও শিখাইয়াছেন। এক্ষণে তাহারা এরূপ প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন এবং এতদুর মেধাবী হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগের সহিত আমাদের একত্রপাঠ আর কোনরূপেই সম্ভবে না। দেখুন বিদ্যাদান বিষয়ে শিক্ষকের

---

(১) সামবেদ, যজুর্বেদ, এবং ঋগ্বেদ এই তিনটী ব্যতি-রিক্ত আর সমুদায় বিদ্যাই শিখাইয়াছিলেন।

কখনই পক্ষপাত হয় না। তিনি মেধাবী ছাত্রকে যেরূপ শিক্ষা দেন অবোধকেও ঠিক সেইরূপই দিয়া থাকেন। আর তাহাদিগের ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার বিষয়ে যে তিনি এক জনকে সাহায্য করেন অপরকে করেন না (বরং ক্ষতি করেন) তাহাও নহে। তথাপি যে তাহাদিগের ফলের এরূপ তারতম্য হয় তাহার কারণ এই যে নির্ম্মল মণিই কেবল প্রতিবিম্বগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, মৃত্তিকারাশির পক্ষে তাহা কথনই সম্ভব নহে!

বনদেবতা। তবে কেবল এই মাত্র বিঘ্ন?

আত্রেয়ী। না আরও আছে।

বনদেবতা। আবার কি?

আত্রেয়ী। সেই ব্রহ্মর্ষি এক দিবস মধ্যাহ্নকালে তমসা নদীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে এক ব্যাধ, একটী বকমিথুনের (১) একটীকে হঠাৎ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করিল। দেখিবামাত্রই নির্দ্দোষ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দে (২) গ্রথিত এই কবিতাটী সহসা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল। যথা

---

(১) মিথুন অর্থাৎ দ্বন্দ। ভাষায় "যোড়া" কহে।

(২) যে কবিতার এক একটী চরণ আট্ আট্ অক্ষরে গ্রথিত তাহাকেই অনুষ্টুপ্ছন্দ বলে। এই ছন্দটী চারিচরণবিশিষ্ট এবং বত্রিশটী অক্ষরে সম্পূর্ণ।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"
"যেমন সুরতরত বকেকের প্রাণ —
বধিলি, দুরন্ত ব্যাধ (নিষ্ঠুর ! পাষাণ !)
এ জগতে কভু তোর না হইবে স্থান,
পাবিনা সম্মান আর পাবিনা সম্মান।"

বনদেবতা। কি আশ্চর্য্য ! এই ছন্দটী সম্পূর্ণ নূতন। বেদের কুত্রাপি ইহার ব্যবহার নাই !

তাপসী। তাহার পর ভগবান ভূতভাবন ব্রহ্মা, বাল্মীকির মুখ হইতে ছন্দশাস্ত্রের এই রূপ নূতন আবির্ভাব হইয়াছে জানিতে পারিয়া একদিবস স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহর্ষে ! বাগাত্মক (১) ব্রহ্মমূর্ত্তির বিষয়ে তোমার সংস্কারলাভ হইয়াছে। অতএব তুমি রামচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ কর। অদ্যাবধি তোমার জ্ঞানচক্ষু, অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন

---

(১) বাগাত্মা। বাক্য যাহার জীবনস্বরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ বাক্প্রধান। বাক্য পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি হইতেই বেদের বাঙ্ময় এই নামটী হইয়াছে।

হইয়া অব্যাহতজ্যোতি (১) হইবে এবং তুমি জগতে আদিকবি বলিয়া বিখ্যাত হইবে।”

এইমাত্র বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পরে ভগবান বাল্মীকি মানবমণ্ডলী-মধ্যে শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ অনুষ্টুপছন্দোময় রামায়ণ ইতিহাসের সেই প্রথম সৃষ্টি করিলেন।

বনদেবতা। আহা! সেই অবধিই সংসার যথার্থ জ্ঞানালোকসম্পন্ন হয়েছে!

আত্রেয়ী। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে তথায় পড়াশুনার বড় বিঘ্ন।

বনদেবতা। হাঁ তা ঠিক্ বটে।

আত্রেয়ী। আমার শ্রান্তিদূর হয়েছে। এখন কোন্ দিক দিয়া অগস্ত্যাশ্রমে যাইতে হইবে বলিয়া দিন্।

বনদেবতা। আগে এ স্থান হইতে পঞ্চবটীর(২) ভিতর দিয়া যাইয়া, পরে গোদাবরী নদীর ধারে ধারে যাইবেন।

---

(১) অর্থাৎ অদ্যাবধি তোমার জ্ঞানচক্ষু অলৌকিক তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার আর কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। আজি হইতে তুমি জ্ঞান চক্ষু-দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সকলই প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইবে এবং কিছুই তোমার অজ্ঞাত থাকিবেক না।

(২) অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক, ও ধাত্রী এই পাঁচটী বৃক্ষে পঞ্চবটী পরিপূর্ণ ছিল।

আত্রেয়ী। (সরোদনে) হায়! এই কি সেই তপোবন? এইটী কি সেই গোদাবরী নদী? এই কি সেই প্রস্রবণ পর্ব্বত? আর আপনিই কি জনস্থানের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সেই বাসন্তী?

বনদেবতা। হাঁ, এইগুলিই সেই সব বটে!

আত্রেয়ী। হা বাছা জানকি! কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রসঙ্গক্রমে এই তোমার সেই সমুদায় প্রিয়বন্ধুবর্গের নাম উল্লেখ করিতেছি। আর এখন ইহাদের দেখিয়া, কেবল তোমার নামমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়াও, যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বোধ হইতেছে।

বাসন্তী। (সভয়ে স্বগত) এ কি! কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট বলিতেছেন যে? (প্রকাশে) পূজ্যতমে! সীতার কি কিছু অমঙ্গল হয়েছে?

আত্রেয়ী। কেবল যে অমঙ্গল তা নয়, দুর্নামও হয়েছে। (কর্ণে কর্ণে) এই এই।

বাসন্তী। উঃ! বিধাতার কি ভয়ঙ্কর নিগ্রহ! (মূর্চ্ছা)।

আত্রেয়ী। ভদ্রে! স্থির হউন, স্থির হউন।

বাসন্তী। হা প্রিয়সখি! হা মহাভাগে! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল! এই জন্যই কি তোমার সৃষ্টি

হইয়াছিল? (১) রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! অথবা তোমাকে বলিলে আর কি হইবে? আর্য্যে আত্রেয়ি! লক্ষ্মণ সীতাকে সেই গহন বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে, তাহার পরে তাঁহার কি হইয়াছিল, কেহ কি তাহা জানিতে পারিয়াছে?

আত্রেয়ী। না, না, কেহই নহে।

বাসন্তী। উঃ, কি কষ্টের বিষয়! অরুন্ধতী এবং বশিষ্ঠদেব যে বংশের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই রঘুকুলে এরূপ ঘটনা কিরূপে হইল? আর কৌশল্যা প্রভৃতি বৃদ্ধা রাজমহিষীরাও ত অদ্যাপি জীবিতা আছেন, তাঁহারাইবা ইহাতে অনুমোদন করিলেন কিরূপে?

আত্রেয়ী। তখন তাঁহারা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ছিলেন। এক্ষণে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপক যজ্ঞ সমাপন করে সমুচিত অভ্যর্থনার পর তাঁদের সকলকে বিদায় করেছেন। তার পর অরুন্ধতী দেবী বলিলেন "আমি বধূ-(সীতা) শূন্য অযোধ্যায় আর যাইব না," পরে রামের মাতৃগণও

(১) অর্থাৎ দারুণ বিধাতা এই রূপ ফলভোগ করিবার জন্যই কি তোমাকে তাদৃশ রূপগুণসম্পন্না করিয়াছিলেন? আর সেইরূপ রূপ এবং গুণ কি শেষে এই রূপে পরিণত হইয়া থাকে?

তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। অবশেষে ভগবান বশিষ্ঠদেব এই বিশুদ্ধ বাক্য বলিলেন যে, তবে আমরা এক্ষণে বাল্মীকির তপোবনে গিয়া বাস করিব।

বাসন্তী। রাজা রামচন্দ্র এক্ষণে কি করিতেছেন ?

আত্রেয়ী। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

বাসন্তী। আ ছি! ছি! তবে তিনি আবার বিবাহও করেছেন দেখ্‌ছি (১)

আত্রেয়ী। কি পাপ! (পাপ শান্ত হউক) ও কথা বল্‌বেন না।

বাসন্তী। তবে যজ্ঞে দীক্ষিত হলেন কিরূপে? সস্ত্রীক না হয়ে ত আর তাহা হয় না। সুতরাং স্ত্রী হল কে ?

আত্রেয়ী। সুবর্ণময়ী, সীতার একটী কৃত্রিম প্রতিমূর্ত্তি।

বাসন্তী। হায়! মহৎলোকদিগের মনের ভাব সহজে কে বুঝিতে পারে? কখন বোধ হয় যে তাঁহাদিগের মন বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, আবার অন্য সময়ে পুষ্পাপেক্ষাও অধিকতর মৃদু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

---

(১) যজ্ঞাদি কোন সৎকর্ম্ম করিতে হইলে সস্ত্রীক হইয়া করিতে হয়। বাসন্তী মনে করিয়াছিলেন যে যখন রামচন্দ্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন তখন অবশ্যই পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাকিবেন। তাহাতেই এরূপ জিজ্ঞাসা করতেছিলেন।

আত্রেয়ী। তারপর বামদেব (১) যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে মন্ত্রপূত করিয়া (পৃথিবীপর্য্যটনের নিমিত্ত) ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর (পাছে কোন ব্যক্তি তাহার গতিরোধ করে এই নিমিত্ত) শাস্ত্রানুসারে তাহার রক্ষকসকলও নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবং লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাহাদিগের অধ্যক্ষতাপদে আরূঢ় হইয়া চতুরঙ্গিনী (২) সেনা এবং নানাবিধ দিব্য অস্ত্র সঙ্গে লইয়া তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছেন।

বাসন্তী। (সজলনেত্রে স্নেহ এবং কৌতুকের সহিত) কি! কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র? ছি মা! আজিও বেঁচে আছি?

আত্রেয়ী। ইত্যবসরে একজন ব্রাহ্মণ তাহার মৃতপুত্রকে রাজার দ্বারদেশে স্থাপিত করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে রক্ষার্থ রাজার শরণাপন্ন হইলেন (রাজাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন)। তারপর দয়াশীল রাম "রাজার নিজদোষ ব্যতীত কখনই প্রজার অকাল মৃত্যু হইতে পারে না" এই বলিয়া আপনার দোষের অনুসন্ধান করিতেছেন ইতি মধ্যে সহসা এই দৈববানী হইল। "অহে রামচন্দ্র! শম্বুক নামে একজন শূদ্র গুপ্তভাবে পৃথিবীতে

(১) রামচন্দ্রের কুলপুরোহিত।
(২) চতুরঙ্গ, যথা-হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি।

তপস্যা করিতেছে তোমার রাজ্যে যে এত অনর্থাপাত হইতেছে, তাহার মূলই সেই। তুমি ভিন্ন অন্য কেহই তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবেক না। অতএব এক্ষণে তাহাকে বধ করিয়া এই মৃত ব্রাহ্মণশিশুকে পুনর্ব্বার জীবনদান কর।" এই কথা শুনিবামাত্রই তিনি শূদ্রমুনিকে বধ করিবার নিমিত্ত খড়্গহস্ত এবং বিমানে (১) আরূঢ় হইয়া সেই অবধি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

বাসন্তী। সে যে, একমাত্র ধূমপানেরদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে। তবে বোধ হয় রামচন্দ্র (২) এস্থানেও আসিতে পারেন।

আত্রেয়ী। ভদ্রে! তবে এখন বিদায় হই।

বাসন্তী। আচ্ছা, আসুন্। কিন্তু দিনটা বড় প্রচণ্ড হয়েছে দেখ্‌ছি। ঐ দেখুন তীরস্থ পক্ষিদিগের ঐ আবাস বৃক্ষগুলির উপরে ঐ সব সুন্দর

---

(১) বিমান। পুষ্পকরথ। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বে এই রথ শূন্যমার্গে যাতায়াত করিত।

(২) অলঙ্কৃত করিবেন অর্থাৎ এই বনে আসিবেন। সুতরাং তাঁহার আগমনে বনটী অলঙ্কৃতপ্রায় হইবেক।

সুন্দর কপোত, আর কুক্কুটগুলি বসে বসে ডা-কচে; এবং নিম্নে কতক্ গুলি অন্যান্য পক্ষী ছায়ায় বসে বসে মাটী খুঁড়ে খুঁড়ে পোকামাকড় ধর্‌চে, আর মধ্যে মধ্যে যে গুলি পালিয়ে গাছের ছালের ভিতরে লুকাচ্যে সেই গুলিকে টেনে টেনে বার্ করে আন্‌চে, আর প্রচণ্ডরৌদ্রেতে বোঁটাগুলি আল্‌গা হয়েছে বলে, হস্তীদের গাত্র চুল্‌কাইবার সময় নাড়া পেয়ে যে ফুলগুলি পড়ে যাচ্যে, সেইগুলি দিয়ে গোদাবরী নদীকে যেন পূজা কর্‌চে। (উভয়ের প্রস্থান)।

ইতি বিষ্কম্ভক (১)।

সদয় ভাবে খড়্গ উদ্যত করিয়া রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। অরে দক্ষিণ হস্ত! মৃত ব্রাহ্মণশিশুকে পুনর্ব্বার বাঁচাইবার নিমিত্ত শূদ্রমুনিকে খড়্গাঘাত কর্, তুই ত রামের অঙ্গ বটে, (তবে আর কেন

---

(১) বিষ্কম্ভক। নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণিত হইলে, সামাজিকবর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে, এজন্য নাটককর্ত্তারা, অপ্রধান ব্যক্তির মুখে সেই সেই অংশগুলি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করাইয়া সরস অংশের অবতরণ করিয়া দেন। নাটকের এই অংশকে বিষ্কম্ভক বলে। বিষ্কম্ভক অঙ্কের প্রস্তাবনাস্বরূপ, সুতরাং অঙ্কের আদিতে গ্রথিত হইয়া থাকে।

বিলম্ব করিতেছিস্ ?) তুই যখন দুর্ব্বহ গর্ভভরে আক্রান্তা সেই সীতা দেবীকেই অনায়াসে বনে দিতে পারিয়াছিস্ তখন এতে আর তোর করুণা-প্রকাশ কেন ? (বহুকষ্টে খড়্গ দ্বারা আঘাত করিয়া)পাপাত্মা রামের উপযুক্ত কর্ম্মই করিলাম। কৈ এখন কি সে ব্রাহ্মণশিশু পুনর্জ্জীবিত হইল ?

দিব্যপুরুষের প্রবেশ।

দিব্য। মহারাজের জয়জয়কার হউক। মহারাজ! যমভয় নিবারণেও সামর্থ্যশালী (১) আপনি আমার প্রতি শিরশ্ছেদরূপ দণ্ড বিধান করিয়া, মৃত ব্রাহ্মণবালককে পুনর্ব্বার জীবনপ্রদান করিলেন এবং আমারও শাপমোচনের দ্বারা পূর্ব্ব-শরীর প্রাপ্তিরূপ সম্পত্তির হেতুভুত হইলেন। দেব! আপনি যাহাকে শাপবিমুক্ত করিয়াছেন আমিই সেই শম্বুক। এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। (রাজন্! আপনার অনুগ্রহেই আমার এক্ষণে পুর্ব্বশরীরপ্রাপ্তি হইল) সুতরাং সাধুসঙ্গে থাকিয়া যদি মৃত্যুও হয় তাহা হইলে তাহাতেও ভালই হইয়া থাকে।

---

(১) মৃত ব্রাহ্মণশিশুকে পুনর্ব্বার জীবন প্রদান করিয়াছেন বলিয়া রাম যমভয়নিবারণেও সমর্থ।

স্বামী। এ দুইটীই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তবে এক্ষণে আপনি (নির্ব্বিঘ্নে) কঠোর তপস্যার ফলভোগ করিতে থাকুন্। এবং পুণ্যজনিত আনন্দ ও আমোদ যেস্থানে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে, আপনি পুণ্যফলে সেই তেজোময় এবং পবিত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হউন।

শম্বুক। আমার এই যে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, ইহা কেবলমাত্র আপনার অনুগ্রহেতেই হইতেছে, তপস্যাতে নহে। (চিন্তা করিয়া) না, না, তপস্যাতেও অনেক উপকার করিয়াছে। যে-হেতু আপনি প্রাণীগণের হর্ত্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষা-কর্ত্তা, সুতরাং জগতীতলস্থ সকল ব্যক্তি আপনাকেই অন্বেষণ করিয়া লইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং এই অভাগা শূদ্রজাতীয়কে অন্বেষণ করিতে করিতে শত শত যোজন অতি-ক্রম করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন ইহা কঠোর তপস্যার ফল ব্যতীত আর কি বলিব? কেন না তাহা না হইলে বিনা কারণে আপনার কি অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে আগমন সম্ভবে?

রাম। কি! এই কি দণ্ডকারণ্য? (ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া) হাঁ তাইত বটে। এই যে সকল

দণ্ডকারণ্যের পরিচিতভূভাগ দেখা যাইতেছে। (আহা! স্থানটী কি সুন্দর!) এক একস্থানে কেমন কোমল এবং নীলবর্ণ দেখাইতেছে। আবার অন্যত্র রুক্ষ, সুতরাং দেখিতে ভয়ঙ্কর। এবং কোথা কোথাও বা নির্ঝরের সুললিত ঝরঝরশব্দে দিক্ সকলকে একবারে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। আবার কোথাও বা একটী তীর্থ, কোথাও বা আশ্রম, কোন স্থানে বা পর্ব্বত, এবং কোন কোন স্থানে বা দুই একটী নদী প্রবাহিতা রহিয়াছে। আর তাহার মধ্যে মধ্যে নিবিড় অরণ্য দেখা যাইতেছে।

শম্বুক। হাঁ এই দণ্ডকারণ্য বটে। এই স্থানে বাস করিবার সময়ে, আপনি খর, দূষণ ও ত্রিশিরা (১) এবং অপরাপর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই পবিত্র জনস্থান এরূপ হইয়াছে যে, আমার মত ভীরু ব্যক্তিরাও একণে অকুতোভয়ে ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে।

রাম। তবে যে, এটি কেবলমাত্র দণ্ডকারণ্য তা নয়, জনস্থানও বটে?

(১) ত্রিমূর্দ্ধা। একটা রাক্ষস; ইহার তিনটী মস্তক ছিল বলিয়া ইহার ত্রিমূর্দ্ধা নাম হইয়াছে।

শম্বুক। আজ্ঞা হাঁ। এই যে প্রাণীমাত্রেরই ভয়-জনক এবং বহুবিধ হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি স্বরূপ বনগুলি দেখিতেছেন, এই গুলিই জনস্থানের প্রান্তরবর্ত্তী অরণ্য, এবং এই গুলিই এই স্থান হইতে ক্রমে দক্ষিণবাহী হইয়াছে। দেখিয়াছেন, বনটি কি ভয়ানক! কোথাও কোথাওবা একেবারে নিঃশব্দ। আবার কোথা কোথাও হিংস্র জন্তুদিগের গভীর গর্জ্জনে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে বা যদৃচ্ছাক্রমে নিদ্রিত সাক্ষাৎ কালতুল্য অজগরের নিশ্বাসবায়ুতে একেবারে সর্ব্বত্র অগ্নিময় হইয়া গিয়াছে। আবার কোথাও বা পর্ব্বতের গুহাতে অতি অল্পমাত্র জল দেখা যাইতেছে। আর সর্ব্বত্রেই তৃষ্ণাতুর কৃকলাসেরা (১) ইতস্তত বিচরণ করিতেছে ও অজগরের ভূপতিত ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ পান করিতেছে।

---

(১) কৃকলাস—এক প্রকার জন্তুবিশেষ। ইহারা চতুষ্পাদ। এবং টিকটিকী জাতীয়। ইহাদিগের গাত্র রক্তবর্ণ, এবং উজ্জ্বল। ভাষায় ইহাদিগকে "কাঁকলাস" কহে প্রবাদ আছে যে ইহারা বিষাক্ত সর্পের ঘর্ম্মপান করিয়া বিষময় হয়।

রাম। খরনামক রাক্ষসের পূর্ব্বনিবাসভূমি এই জনস্থান দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) আহা! সীতাদেবী বনবাস বড়ই ভাল বাসিতেন! তিনি যে বন গুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এই গুলি সেই বন দেখিতেছি। উঃ কি ভয়ানক! (সরোদনে) "নানাবিধ কুসুমের সৌগন্ধ্যযুক্ত বনে তোমার সহিত একত্র বাস করিব" এইটীমাত্র মনে করিয়াই তিনি অত্যন্ত সুখী হইতেন (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার প্রতি তাঁর কি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল! (তা না হইলে তিনি আমার সহিত বনবাসেতেও সুখী হইবেন কেন?) ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, যিনি যাহাকে ভাল বাসেন, সে যদি তাঁহার কিছুমাত্রও উপকার করিতে না পারে তথাপি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিলেও তাঁহার সমুদায় দুঃখ দূর হয়। ফলতঃ যিনি যাহাকে ভাল বাসেন, তিনি তাহাকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট (অনির্ব্বচনীয়) বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন বোধ হয়।

লম্বুক।" তবে আর এই দুর্গম দক্ষিণারণ্যের কথায় কাজ নাই। এক্ষণে এই, মদমত্ত ময়ূরের কণ্ঠসদৃশ কোমল এবং নীলবর্ণ পর্ব্বতে সমাকীর্ণ ও ঘনসন্নিবিষ্ট এবং নীলপ্রধানছায়াবিশিষ্ট তরুণ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, আর অব্যাকুল বহুবিধ পশুযূথযুক্ত এবং সর্ব্বোতোভাবে উপদ্রবরহিত, গম্ভীর জনস্থানের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যরাজি দেখুন। সেস্থানে আবদ্ধভরে উড্ডীয়মান পক্ষীদিগের পুনর্ব্বার উপবেশনকালে কম্পান্বিতা লতা হইতে পতিত বেতসপুষ্পের সৌগন্ধ্যে আমোদিত এবং শীতল ও বিমলজলবতী, আর সুপক্কফলসমূহে শ্যামবর্ণ জম্বু (১) নিকুঞ্জেতে স্খলিত হওয়াতে শব্দায়মান তরঙ্গসমাকুল, স্রোতস্বতীকুল অনবরত ঝর ঝরশব্দে বহিতেছে। এবং গুহামধ্যবর্ত্তী যুবা ভল্লুকদিগের গর্জ্জনদ্বারা দ্বিগুণিত, থুৎকারনিঃসরণশব্দ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এবং গজভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের শীতল, তীক্ষ্ণ, সুরভি ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে নির্গত ক্ষীরের (আঠার) গন্ধ বায়ুর দ্বারা ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে।

---

(১) "জাম" গাছ।

রাম। (বাষ্পগদ্গদস্বরে) সাধো! পথে যেন আপনার কোন বিঘ্ন না হয়, এবং পুণ্যলোক-হইতে তথায় যাইবার নিমিত্ত আপনি সত্বরই দেবযান প্রাপ্ত হউন।

শম্বুক। সম্প্রতি পুরাণব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম হইতে, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া; পরে স্বর্গলোকে যাইব।

প্রস্থান।

রাম। পূর্ব্বে যে বনে সীতার সহিত একত্র বাস করিতে করিতে আমি দীর্ঘকাল স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ বানচর্য্য ব্রত) প্রতিপালন এবং সংসারসুখভোগ, এ উভয়ই করিয়া গৃহস্থ ও বনবাসী দুইই হইয়াছিলাম, আজি (অদৃষ্টক্রমে) সেই বনসকল পুনর্ব্বার দেখিতে হইল। (ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) ময়ূরের কেকারববিশিষ্ট এই পর্ব্বতগুলি সেই সকল পর্ব্বতই বটে। আর এ গুলিও সেই বন, যেখানে পূর্ব্বে কতশত হরিণকে মদভরে ইতস্তত দৌড়াইতে দেখিয়াছি, এবং মনোহর বেতসলতা ও অবিরলসন্নিবিষ্ট শ্যামবর্ণ নিচুল (স্থলবেতস) যুক্ত এই নদী তীর গুলিও দেখিয়াছি। যাহাকে দূর হইতে দেখিলে ঠিক্ মেঘমালা বলিয়া ভ্রম জন্মায় এবং গোদাবরীনদী অবিরত যাহার পাদ-

দেশে প্রবাহিতা রহিয়াছে, এইটীই সেই প্রস্রবণ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতেরই উচ্চ শিখরে গৃধ্রুরাজ জটায়ুর বাস ছিল, এবং আমরাও ইহার নিম্নে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিলাম। একে এস্থানটী অত্যন্ত মনোহর, তাহাতে আবার বহুবিধ মধুরনিনাদী পক্ষীসমাকুল বৃক্ষপংক্তিগুলি গোদাবরীনদীর নির্ম্মল জলেতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। (চিন্তা করিয়া) এই খানেই সেই পঞ্চবটী, যাহার প্রদেশগুলি আমাদের চিরনিবাসপরিচিত স্থান সকলে স্বচ্ছন্দবিহারের যেন সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আবার প্রেয়সীর প্রিয়সখী বাসন্তীও এই স্থানেই আছেন। (সরোদনে) হায়! অভাগা রামের অদৃষ্টে আজি সহসা একি ঘটনা হইল? উঃ! এক্ষণে পূর্ব্বশোক যেন একত্রীভূত ও নূতন হইয়া আমাকে পুনর্ব্বার বিগতচেতন করিতেছে। যেন পূর্ব্বে আমার শোণিতপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত কোন তীব্র বিষরস নূতন বেগে পুনরায় দেহ মধ্যে ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে। যেন একটী তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের খণ্ড হৃদয়মধ্যে বিদ্ধ হইয়া বেগে ইতস্তত চালিত হইতেছে। যেন

আমার মর্ম্মস্থলীসঞ্জাত একটী ব্রণ এইমাত্র ফুটিয়া গিয়াছে। (ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) যাহা হউক. এক্ষণে পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। (দেখিয়া) উঃ! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! যেস্থান পূর্ব্বে নদী গর্ভে নিহিত ছিল, এক্ষণে সেই স্থানে নদীর তট হইয়া গিয়াছে এবং বৃক্ষসমূহেরও ঘন এবং বিরলভাবের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদিও পূর্ব্বে এ স্থানটী দেখিয়াছিলাম, তথাপি বহুকাল পরে আবার দেখিয়া যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তথাপি এটী যে সেই বন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ এই অপরিবর্ত্তিত পর্ব্বতগুলি দেখিয়াই ভ্রম দূর হইতেছে। হায়! এখন আমার এস্থান হইতে গমন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। যদিও যাই যাই মনে করিতেছি, তথাপি পঞ্চবটীস্নেহ যেন পশ্চাদ্ভাগ হইতে আকর্ষন করিয়া রাখিতেছে। (সরোদনে) হা প্রিয়ে! যে স্থানে পূর্ব্বে তোমার সহিত একত্র দিনযাপন করিয়াছি, এবং পরে অযোধ্যাতে গমন করিয়াও সর্ব্বদাই যাহার কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করিতাম এক্ষণে (পাপাত্মা) আমি, তোমাকে হারাইয়া, পুনর্ব্বার একাকী কি প্রকারে সেইপঞ্চ

কুটীতে যাইয়া প্রবেশ করিব? একেবারে তাঁহাকে না দেখিয়াই বা কি প্রকারে নিবৃত্ত হইব?

শম্বূকের পুনঃপ্রবেশ।

শম্বূক। মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! ভগবান অগস্ত্য আমার মুখ হইতে আপনার এ স্থানে আগমনবার্ত্তা শুনিয়া এই বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, স্নেহময়ী লোপামুদ্রা (১) আপনার রথাবতরণ-কালোচিত মাঙ্গল্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, এবং অগস্ত্যাশ্রমবাসী অপরাপর মুনিঋষিরাও আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত আছেন, অতএব এই স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাতের পর যেন দ্রুতগামী পুষ্পক রথারোহণে অযোধ্যায় গিয়া অশ্বমেধের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া হয়।

রাম। আচ্ছা, সকল কার্য্য মহর্ষির আজ্ঞানুসারেই করিব।

শম্বূক। তবে এই দিকে রথ ফিরাউন।

---

(১) অগস্ত্যের স্ত্রী।

রাম। ভগবতি পঞ্চবটি! গুরুজনের আজ্ঞাপালনানুরোধে আমি যে আপনাকে সমুচিত সম্ভাবনা না করিয়াই যাইতেছি সে অপরাধটী ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষমা করুন।

শম্বূক। মহারাজ! দেখুন্ দেখুন্, যে স্থানে কাকেরা শব্দায়মান কুঞ্জস্থপেচককুলের ঘুৎকারশব্দে ভীত হইয়া কীচকবংশসমূহের (১) ভিতরে ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে, এবং সর্পেরা, উড্ডীয়মান ময়ূরদিগের কেকারবে আকুল হইয়া, প্রাচীন বটবৃক্ষের স্কন্ধদেশে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সেই ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বত এইটী। আর এই গুলি দক্ষিণপর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ সেই পর্ব্বতশ্রেণী। দেখিয়াছেন,গোদাবরীপ্রবাহ ইহার গুহার ভিতর দিয়া যাইবার সময় ঝরঝরশব্দে স্থানটীকে কেমন প্রতিধ্বনিত করিতেছে? আবার ইহার শিখরগুলি মেঘাশ্লিষ্ট হওয়াতে কি সুন্দর নীলবর্ণ দেখাইতেছে দেখিয়াছেন? আর এই দেখুন্, এই গুলি সেই পবিত্র নদীসঙ্গম। দেখিয়াছেন এ গুলি কি গভীর? আর ঐ দেখুন্ বিপরীত-

(১) ইহা এক প্রকার বংশজাতীয় বৃক্ষ। বায়ু লাগিলে এ গুলি ঠিক্ বংশীর ন্যায় শব্দ করিতে থাকে।

দিকস্থ তরঙ্গগুলি পরস্পর প্রতিঘাতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মহাকলরবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে আর একএকবার তালবৃক্ষসদৃশ উন্নত হইয়া উঠিতেছে।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চবটীপ্রবেশনামক দ্বিতীয় অঙ্ক

সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

তমসা এবং মুরলা নামক নদীদ্বয়ের প্রবেশ।

তমসা। সখি! তোমায় এমন ব্যস্তসমস্ত বোধ হচ্যে কেন?

মুরলা। ভগবতি তমসে! ভগবান অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা, আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, "তুমি গিয়ে সরিৎশ্রেষ্ঠা গোদাবরী নদীকে এই কথা বল্‌বে, সীতাকে পরিত্যাগ করে অবধি রামচন্দ্রের কিরূপ ক্লেশ হয়েছে, তা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। অবিচলিত গাম্ভীর্য্য বশতঃ তাঁর অন্তরের ব্যথা সর্ব্বদা অন্তরেই থাকে, বাহিরে প্রকাশ কর্‌বার যো নাই। সেই জন্য তাঁর সেই শোকরাশি ক্রমে ক্রমে যেন ঘনীভূত হয়েপড়েছে। সুতরাং এখন আর তা কোন রূপেই বোঝ্‌বার যো নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বোধ হয় যে, কোন একটা পাত্রের মুখ বন্ধ করে যদি অগ্নিতে উত্তাপ দেওয়া যায়, তা হলে তার অভ্যন্তরস্থ বস্তু যেমন সিদ্ধ হতে থাকে,

অথচ বহির্ভাগ হতে তার কিছুই জানা যায় না, ঠিক্ সেইরূপ হয়েছে, সেই জন্য সীতাকে বনবাস দেওয়া ও তাঁর এই রূপ অনিষ্ট ঘট্‌বার দরুণ,তাঁর সেই ক্লেশ ও শোকাদি এতদূর বেড়ে উঠেছে যে তিনি ক্রমে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। আজ্ তাঁকে দেখে আমার সর্ব্ব শরীর যেন একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে যা হোক, এখন তিনি আবার পঞ্চবটীতে আস্‌বেন, কাজে কাজেই সীতার সঙ্গে তিনি যেখানে সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ কর্‌তেন, সেই সব স্থান তাঁকে অনবরত দেখ্‌তে হবে। সুতরাং স্বভাবত গম্ভীর হইলেও এ অবস্থায় তাঁর পদে পদে বিপদ্ ঘটবার সম্ভাবনা। কেন না, শোকটা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। তাতেই বলিতেছি যে আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে, আর যখন যখন তাঁর মূর্চ্ছা হবার সম্ভাবনা, সেই সময়ে সুশীতল জলকণাবিশিষ্ট এবং পদ্মগন্ধে সুবাসিত ও মন্দ মন্দ, সমীরণে তাঁর মূর্চ্ছা ভঙ্গ কর্‌বেন।

তমসা। প্রণয় স্নেহের উপযুক্ত কার্য্যই এই বটে। কিন্তু আজ্ রামচন্দ্রেরও জীবনরক্ষার প্রকৃত অসাধারণ উপায় এইখানেই উপস্থিত।

মুরলা। কিরূপ উপায় সখি?

তমসা। শোন; পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির তপোবনের কাছে পরিত্যাগ করে গেলে, তিনি ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন্, সেই সময়ে তাঁর প্রসববেদনা হয়েছিল। ঝাঁপ দিবামাত্র তিনি সেইখানেই দুইটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে ভগবতী পৃথিবী একটীকে ও ভাগীরথী দেবী অপরটীকে গ্রহণ করে কিছু দিন পাতালে রাখেন। তার পর তাঁরা স্তন দুগ্ধ ত্যাগ কর্‌লে পরে গঙ্গা দেবী স্বয়ংই সেই দুটী বালক মহর্ষি বাল্মীকিকে দিয়া যান্।

মুরলা। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! এ প্রকার লোকের বিপদাদি কিম্বা অবস্থার পরিবর্ত্তনও আশ্চর্য্য রূপেই হয়ে থাকে। কেননা গঙ্গা ও পৃথিবীর মত লোক সর্ব্বদা এঁদের সহায়।

তমসা। এক্ষণে ভগবতী ভাগীরথী সরযূনদীর মুখে শম্বুকবধের কথা শুনে, জনস্থানে রামের আস্‌বার সম্ভাবনা আছে বিবেচনা করে ভগবতী লোপামুদ্রা যে ভয় করেছিলেন স্নেহবশত মনে মনে তাই আশঙ্কা করে গৃহকর্ম্মচ্ছলে সীতাকে সঙ্গে লয়ে গোদাবরীকে দেখ্‌তে এসেছেন।

মুরলা। ভগবতী সেটী ভাল বিবেচনাই করেছেন। কেননা রামচন্দ্র যখন রাজধানীতে থাকেন তখন

জগতের মঙ্গলজনক অনেক বিষয় তাঁকে ভাব্‌তে হয়, সুতরাং নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হওয়ার দরুণ মনের কষ্ট মনেই নিবারিত থাকে। কিন্তু এখন এখানে কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় তাঁর সীতাশোক দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে। সুতরাং শোকমাত্রসহায় হইয়া পঞ্চবটীতে আসাতে তাঁর বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আচ্ছা যদিই তাঁর মূর্চ্ছা হয় তা, হলে সীতা তাঁকে কিরূপে সান্ত্বনা করবেন?

তমসা। দেবী ভাগীরথী এই কথা বলেছিলেন যে, "বাছা সীতে! আজকে দীর্ঘজীবী কুশ ও লবের দ্বাদশবার্ষিক জন্মতিথি উপস্থিত, সুতরাং (পূজাবন্দনাদি করবার পর) তাহাদিগের হস্তস্থ বয়ঃক্রমনির্ণয়সূত্রে এক একটী গ্রন্থি বন্ধন করতে(১) হবে। সেই জন্য তুমি তোমার শ্বশুরকুলের আদিপুরুষ এবং এই বিস্তৃত মনুবংশের স্রষ্টা, পাপঘ্ন সূর্য্যদেবকে স্বহস্তচিত পুষ্পাদির দ্বারা পূজা কর। আমাদের আশীর্ব্বাদে (প্রভাবে) বন

---

(১) জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকেই সতিল ও গুড়মিশ্র দুগ্ধ পান করিবার পর হস্তস্থ সূত্রে এক একটী গ্রন্থিবন্ধন করিতে হয়। এই গ্রন্থিবন্ধনকার্য্যটী মঙ্গলার্থ এবং সংখ্যা-বোধক। অর্থাৎ যে কয় বৎসর বয়ঃক্রম হয় সূত্রে ততগুলি গ্রন্থি বন্ধন করিতে হয়।

দেবতারাও তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন্‌না, মানুষের কথা আর কি বল্‌বো ”। আর আমাকেও এই আজ্ঞা করেছেন যে “ তমসে ! সীতা তোমাকে অত্যন্তই স্নেহ করেন, সুতরাং তুমিই আজ্‌ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক ! ” এক্ষণে আমি তাঁহার আজ্ঞামত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হই।

মুরলা। আমিও ভগবতী লোপামুদ্রাকে এই কথা বলিগে। আর রামচন্দ্রও এতক্ষণ এসেছেন যেন বোধ হচ্চ্যে।

তমসা। (দেখিয়া) ঐ যে! সীতাও গোদাবরীহ্রদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আস্‌ছেন দেখ্‌ছি। আহা! পতিবিরহে উঁহার গাল্‌দুটি শুকিয়ে যেন পাণ্ডাশবর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর চুলগুলি সব এলিয়ে পড়েছে। তথাচ মুখখানি কি সুন্দর দেখাচ্যে? দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমতী বিরহবেদনাই স্বয়ং, এই দিকে আস্‌ছেন, অথবা করুণরসই শরীর ধারণ করে আস্‌ছেন।

মুরলা। এই যে তিনি। আহা! শরৎকালের প্রচণ্ড আতপ যেমন কেতকীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ পত্রকেও শুকিয়ে ফেলে, সেইরূপ নিদারুণ বিরহব্যথা, ভগ্নবৃন্ত মনোহর নবপল্লবের ন্যায়, তাঁর সেই

পাণ্ডুবর্ণ এবং ক্ষীণ শরীরকে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত মলিন করে তুল্‌চে ও হৃদয়রূপ কুসুমকে শুষ্ক ও নীরস কর্‌চে।

উভয়ের পরিক্রমণ ও প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক।

নেপথ্যে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(শোক এবং ঔৎসুক্যের সহিত শুনিতে শুনিতে পুষ্পচয়নব্যগ্রা সীতার প্রবেশ)

সীতা। কী বুঝ্‌তে পেরেছি। এ, নিশ্চয়ই প্রিয়সখী বাসন্তীর কথা।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

স্বচিত্রশল্লকী (১) পত্রে, যে করিশাবকে।
পালিলা জানকী, নিজ তনয়ে যেমতি—

(সীতাদেবী স্বহস্তারচিত শল্লকীপল্লবের অগ্রভাগ দ্বারা সম্মুখস্থ চপলস্বভাব যে করিশাবক টীকে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন।)

সীতা। হাঁ তার কি হয়েছে?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

মত্ত এক যূথপতি দর্পভরে তাকে।
বধূসঙ্গে ক্রীড়াকালে পরাজিল অতি।

---

(১) বৃক্ষবিশেষ। ইহার পত্র হস্তীদিগের অত্যন্ত প্রিয়।

(সে অদ্য নিজবধূর সহিত জলবিহার করিতেছে এমত সময়ে অন্য একটা উদ্দাম গজপতি আসিয়া হঠাৎ উহাকে আক্রমণ করিয়াছে।)

সীতা। (দ্রুতবেগে কতিপয় পদ গমন করিয়া) নাথ! আমার পুত্রকে রক্ষা কর! রক্ষা কর! (স্মরণ করিয়া সখেদে) হায়! হায়! পঞ্চবটীদর্শনেতে সেই পূর্ব্বপরিচিত কথাগুলি আবার এ হতভাগিনীর মুখ দিয়ে বেরুচ্চে! হা নাথ! (এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছা ও পতন)

তমসার প্রবেশ।

তমসা। বাছা! স্থির হও, স্থির হও।

নেপথ্যে।

রথরাজ! এইস্থানেই দাঁড়াও।

সীতা। (উঠিয়া সভয়ে এবং সাহ্লাদে) এ কি! জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে, এ কে কথা কচ্চে? এযে দেখ্‌ছি কর্ণবিবরে প্রবেশ করে আমার মত হতভাগিনীকেও হঠাৎ আহ্লাদিত করে তুল্‌চে।

তমসা। (সস্নেহে ও সরোদনে) বাছা! ময়ূরী যেমন মেঘের শব্দে উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল হয়, সেই রূপ তুমিও অস্পষ্ট ও অপরিচিত কার এ স্বর শুনে এরূপ হচ্চ?

সীতা। ভগবতি! কি বল্‌চেন? অস্পষ্ট? কিন্তু আমি শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি, যে এ আর্য্যপুত্রেরই স্বর।

তমসা। আশ্চর্য্য নয়। শুনিলাম রামচন্দ্র নাকি শম্বূকের প্রতি দণ্ডবিধান কর্‌বার জন্যে জনস্থানেই এসেছেন।

সীতা। সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্ম্ম প্রতিপালনবিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র ক্রুটি হয় নাই।

নেপথ্যে।

যে স্থানে মৃগ এবং বৃক্ষ প্রভৃতি সকলেই আমার বন্ধু ছিল এবং সীতার সঙ্গে যথায় বহুকাল একত্র বাস করিয়াছিলাম, এই সেই সকল বহুসংখ্যক জলপ্রপাত এবং কন্দরাদিযুক্ত গোদাবরীনদীর অনতিদূরবর্ত্তী গিরিতটসমূহ।

সীতা। (দেখিয়া) হায়! এ যে আমারই প্রাণবল্লভ দেখ্‌ছি। উঃ এঁকি হয়েছে! শরীরে যে আর কিছুমাত্র নাই। হায়! হায়! মুখটী যেন প্রাতঃকালের চন্দ্রের মত মলিন ফ্যাঁকাসে ও দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছে। আর ত কোন রূপেই চিনিবার যো নাই। তবে গলার স্বর শুনে ও পূর্ব্বের প্রভাব দেখে যা কিছু চেনা গিয়াছে। ভগবতি তমসে!

আমায় রক্ষন্! (এই বলিয়া তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

তমসা। (ধারণ করিয়া) বৎসে! আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও।

নেপথ্যে।

এই পঞ্চবটী দেখিয়া সেই অন্তরস্থ দুঃখানল পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত হইবে বলিয়াই যেন মোহরূপ তাহার ধূমরাশি আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। হা প্রিয়ে জানকি!

তমসা। (স্বগত) গুরুজনেরা তখনই এই আশঙ্কা করেছিলেন।

সীতা। (আশ্বস্তা হইয়া) হায়! এ কি হ'লো। কেন নাথের এরূপ হলো!

নেপথ্যে।

হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সহচরি! হা প্রিয়ে জনকতনয়ে

(এই বলিয়াই মূর্চ্ছা।)

সীতা। হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রাণনাথ এই হতভাগিনীর নাম করেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন দেখ্‌চি। আহা! নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্ম-সদৃশ চক্ষুদুটী একেবারে মুদিত হয়ে গিয়েছে। হায়! হায়! উৎসাহভঙ্গেতে করে শরীর অবশ

হওয়াতেই ইনি এইরূপে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিপৃষ্ঠে পড়েছেন। ভগবতি তমসে! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! আমার প্রাণেশ্বরের প্রাণরক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করুন!। (এই বলিয়া পাদপতন)।

তমসা। কল্যাণি! জগৎপতিকে তুমিই বাঁচাইবার চেষ্টা কর। কেনন। তোমার স্পর্শই তাঁর অত্যন্ত প্রীতিজনক এবং পুনর্জ্জীবনের অব্যর্থ উপায় স্বরূপ।

সীতা। যা ইচ্ছা তাই হকুগে, কিন্তু এখন ভগবতীর কথাই শুনতে হবে। (এই বলিয়া দ্রুত প্রস্থান।)

(সজলনয়না সীতাকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়াতে আনন্দোদ্রেকের সহিত বর্ত্তমান ভূপতিত রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

সীতা। (সহর্ষে স্বগত) আ! এখন বোধ হচো যেন ত্রিলোকনাথ পুনর্জ্জীবিত হলেন।

রাম। হায়! একি হইল! কিছুই যে স্থির করিতে পারিতেছি না! কেহ কি আমার গাত্রে হরিচন্দনপত্র (১) অথবা চন্দ্রকিরণ নিষ্পীড়িত করিয়া তাহারই সেক করিতেছে? অথবা আমার শুষ্ক

---

(১) হরিচন্দন। ইহা দেবতরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবতরু সর্ব্বসমেত পাঁচটী। যথা মন্দার, পারিজাত, সন্তান কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন।

জীবনতরুকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্তই যেন সঞ্জীবনীনামক ওষধি বিশেষের রসে (১) হৃদয়কে আপ্লুত করিতেছে? যে স্পর্শ বিরহ তাপজনিত মূর্চ্ছার অপনোদন করিয়া পুনর্ব্বার হৃদয়কে আনন্দভরে জড়ীভূত করিয়া তুলিতেছে, এবং যেটী মনের পক্ষে সঞ্জীবন ঔষধ ও পারিমোহন স্বরূপ, উহাই যে সেই পূর্ব্বপরিচিত স্পর্শ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সীতা। (সভয়ে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) এই পর্যান্তই আমার পক্ষে এখন যথেষ্ট বল্‌তে হবে।

রাম। স্নেহময়ী সীতাদেবী কি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আশ্বাস দিতে আসিয়াছেন।

সীতা। হায়! হায়! প্রাণনাথ কি আমাকে খুঁজ্‌বেন বোধ হয়?

রাম। যাহা হউক, একবার অন্বেষণ করিয়া দেখি।

সীতা। ভগবতি তমসে! আসুন আমরা সরিয়া যাই। কেননা আমাকে দেখ্‌তে পেলে আমি

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে যে সঞ্জীবনীবৃক্ষের রসে মৃতদেহেও পুনর্ব্বার জীবনসঞ্চার হয়। কিন্তু ইহা সত্য কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ সঞ্জীবনীবৃক্ষ এক্ষণে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

ওঁর বিনা অনুমতিতে এসেছি বলে আরও রাগ কর্‌তে পারেন।

তমসা। বাছা! গঙ্গাদেবীর বরে বনদেবতারাও তোমাকে এখন দেখ্‌তে পাচ্যেন না।

সীতা। হাঁ তা বটে।

রাম। প্রিয়ে জানকি!

সীতা। (সশোকে এবং গদ্গদস্বরে) নাথ! এ অভাগিনীকে একথা বলে সম্বোধন করা এখন আর সাজেনা (১)। (সরোদনে) অথবা পাষাণী (২) আমি, জন্মান্তরেও তুল্লভদর্শন আমার প্রাণনাথ এ হতভাগিনীকে স্মরণ করে এইরূপ রোদন কচ্যেন দেখে, তাঁর উপরে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবনা? কেননা তাঁর মন আমি ভালরূপেই জানি। ইনি আমারই।

রাম। (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া সখেদে) হায় কাহাকেও যে দেখিতে পাইতেছি না।

---

(১) পূর্ব্বে আমি অগ্নিপ্রবেশদ্বারা আপনার পবিত্রতা সপ্রমাণ করিলেও, তুমি যখন কেবলমাত্র লোকনিন্দা শুনিয়া বিনাকারণে আমাকে পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আবার এ কথা বলা কোনরূপেই উচিত নহে।

(২) রামচন্দ্রের দারুণ বিরহেতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই বলিয়াই সীতা আপনাকে পাষাণী বলিতেছেন।

সীতা। ভগবতি তমসে! তখন অকারণে পরিত্যাগ কর্‌লেও, এখন এঁর এইরূপ অবস্থা দেখে আমার মন কেমন কেমন কচ্চো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না!

তমসা। জানি বাছা! জানি! আর কখন রামচন্দ্রের সহিত মিলন হইবে না মনে করিয়া তোমার মন একেবারে উদাসীন হইয়াছিল এবং অকারণে পরিত্যাগ করেছেন বলে অত্যন্ত রোষপরবশও হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে হঠাৎ এইরূপে মিলন হওয়াতে একেবারে স্তব্ধ ও তাঁর এইরূপ অনুরাগ দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে ইহাঁর এই করুণস্বরে ক্রন্দন দেখে, তোমার শরীর, যেন স্নেহরসে একেবারে গলিয়া গিয়াছে।

রাম। হা দেবি! হা হৃদয়ানন্দবিধায়িনি! মূর্ত্তিমান অনুগ্রহের ন্যায় তোমার এই স্নেহময় করস্পর্শ এখনও আমার হৃদয়কে শীতল করিতেছে (১) কিন্তু তুমি যে কোথায় আছ তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিতেছি না।

সীতা। এই যে আমি আর্য্যপুত্রের কথা শুন্‌তে পাচ্যি। আহা! উনিত একেবারে স্নেহের একশেষ দেখাচ্যেন। আবার কথাগুলিও এমনি

(১) অর্থাৎ তোমার শীতল করস্পর্শে, আমার মূর্চ্ছার অবসান হইয়া শরীরের জড়তা ও গ্লানি দূরীভূত হইতেছে।

মধুর যেন অনবরত আনন্দবর্ষণ কচ্চো। এই সব শুনে যদিও প্রাণনাথ অকারণেই পরিত্যাগ করে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করেছিলেন তথাপি আমার বেশ বিশ্বাস হচ্চো যে, এখন আমার জন্মলাভ প্রার্থনীয় বটে।

রাম। অথবা, প্রিয়তমা কি আর জীবিতা আছেন? কেবল সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে চিন্তা করাতেই আমার এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয়।

নেপথ্যে।

(কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!
"স্বচিতশল্লকীপত্রে যে করিশাবকে
পালিলা জানকী, নিজ তনয়ে যেমতি"
এই শ্লোকার্দ্ধের পাঠ।)

রাম। (ঔৎসুক্যের সহিত সদয়ভাবে) হাঁ হাঁ, তার কি হয়েছে?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

("মত্ত এক যূথপতি দর্পভরে তা'কে
বধূসঙ্গে ক্রীড়াকালে পরাজিল অতি"
এই শেষার্দ্ধের পাঠ।)

সীতা। হায়! হায়! কাকে এখন একথা বলি? আর কেবা আমার বাছাকে রক্ষা করবে?

রাম। কৈ? কোথায় সে দুরাত্মা? যে প্রেয়সীর সস্ত্রীক পুত্রকে পরাজয় করিতেছে? (উত্থান)

সম্ভ্রান্তা বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। কে, মহারাজ রামচন্দ্র?

সীতা। কে ও, আমার প্রিয়সখী বাসন্তী?

বাসন্তী। মহারাজের জয় হউক।

রাম। (দেখিয়া) দেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী কি?

বাসন্তী। মহারাজ! শীঘ্র যান্, শীঘ্র যান্। এই স্থান হইতে ঐ জটায়ুপর্ব্বতের দক্ষিণদিকস্থ সীতাতীর্থ দিয়া গোদাবরীতে নামিয়া দেবীর পুত্রটীকে রক্ষা করুন্।

সীতা। হা তাত (১) জটায়ো! আজ্ তোমাবিহনে জনস্থান যেন একেবারে শূন্য বোধ হচ্যে।

রাম। উঃ! ঐ কথাগুলি কি হৃদয়বিদারক!

বাসন্তী। মহারাজ! এই দিকে, এই দিকে।

সীতা। ভগবতি! সত্য সত্যই কি বনদেবতারাও আমাকে দেখ্‌তে পাচ্যেন্ না?

তমসা। বাছা! মন্দাকিনীদেবীর প্রভাব সকল দেবতা অপেক্ষাই অধিক, সুতরাং আর ভয় কর্‌চ্য কেন?

---

(১) তাতশব্দে পূজ্যব্যক্তি বুঝায়। সুতরাং তদ্রূপ ব্যক্তিমাত্রকেই এই শব্দে সম্বোধন করা যাইতে পারে।

সীতা। তবে আসুন এঁদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

রাম। (পরিক্রমণ করিয়া) ভগবতি গোদাবরি! নমস্কার।

বাসন্তী। (দেখিয়া) মহারাজ! দেখুন্ দেখুন্! ঐ সেই সীতার কৃত্রিমপুত্র শক্রকে পরাজয় করিয়া স্ত্রীর সহিত এই দিকেই আসিতেছে অতএব ইহার অভিনন্দন করুন।

রাম। বৎস! বিজয়ী হও।

সীতা! আঁঃ! বাছা আমার এমনটী হয়েছে!

রাম। দেবি! কি সৌভাগ্যের বিষয়! যে, মৃণালসদৃশ কোমল নূতন নূতন দন্তের দ্বারা সর্ব্বদাই তোমার কর্ণভূষণ হইতে লবলীপত্র (১) আকর্ষণ করিয়া লইত আজ্ তোমার সেই পুত্রেই যুদ্ধে, একটা প্রমত্ত দিগ্‌গজকে একেবারে পরাজয় করিয়াছে! সুতরাং তরুণবয়সে যে কল্যাণের আশা করা যায় তোমার পুত্র এই অল্পবয়সেই সেই কল্যাণের যথার্থ পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

সীতা। বাছাকে যেন কখনই স্ত্রীবিযুক্ত হতে না হয়।

রাম। সখি বাসন্তি! দেখ, দেখ, বৎস আবার, স্ত্রীর অনুরঞ্জনেও অত্যন্ত চতুর হয়েছে। দেখ! ক্রীড়া

---

(১) লবলী নোয়াড়।

করিতে করিতে ভূমধ্যহইতে মৃণালাদি উৎপাটিত করিয়া তাহার সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মের গন্ধবাসিত নির্ম্মল জল মিসাইয়া মধ্যে মধ্যে বধূকে দিতেছে, এবং শুণ্ডের দ্বারা শীতল জল লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিতেছে। সেই সময়ে আবার মধ্যে মধ্যে এক একবার সরলনালযুক্ত নলিনীপত্র ছত্ররূপে তাহার মস্তকে ধারণ করিতেছে।

সীতা। ভগবতি তমসে! এটী ত এইরূপ হয়েছে, কিন্তু আমার কুশ আর লব যে এতদিনে কিরূপ হয়েছে, তার ত কিছুই জানিতে পার্চি না।

তমসা। কেন? এটী যেমন, তারাও তেমনই হয়েছে।

সীতা। আমি এমনি হতভাগিনী, যে, স্বামীবিরহ ও পুত্রবিরহ দুই আমাকে সহ্য কর্তে হচ্যে।

তমসা। (কি কর্বে বল?) সংসারের কাণ্ডই এইরূপ, ভবিতব্যতাকে খণ্ডন করিতে কে পারে বল?

সীতা। হায়! আর্য্যপুত্রই যখন আমার সেই পুত্রদের অনতিনিবিড় এবং মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্তপংক্তিবিশিষ্ট ও উজ্জ্বলকপোলযুক্ত সর্ব্বদাই হাসি হাসি মধুরভাষী এবং কাকপক্ষযুক্ত নির্ম্মল মুখপদ্মদ্বয়কে চুম্বন কর্লেন না, তখন আর এ অভাগিনীর প্রসবের ফল কি?

তমসা। দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদে তাই হবে (১)।

সীতা। ভগবতি তমসে! এখন আমার কুশ আর লবকে স্মরণ করে আমার স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হচ্চে, আর স্তনদ্বয় একটু একটু কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে। এদিকে আবার তাহাদের পিতাও আমার নিকটে রহিয়াছেন সুতরাং আমি এখন ক্ষণকালের নিমিত্তেও পুনর্ব্বার সংসারিণী হয়েছি।

তমসা। কি বল্‌চ? সন্তান যে মাতাপিতার স্নেহের শেষ সীমা এবং পরস্পরের চিত্তের বন্ধনস্বরূপ। কারণ, সন্তান উভয়েরই অসাধারণ স্নেহের পাত্র হওয়াতে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই অন্তঃকরণরূপ সূত্রে, ক্রমে ক্রমে পুত্ররূপ একটী আনন্দগ্রন্থি বদ্ধ হইয়া যায়।

বাসন্তী। রাজন! এই এদিকে দেখুন, ঐ সেই নবোদ্গত চঞ্চল ও মনোহর পুচ্ছবিশিষ্ট সেই ময়ূরটী আনন্দাতিরেকবশত প্রিয়ার সঙ্গে কদম্বশিখরে নৃত্যোৎসব সমাপনের পর উদ্গতশিখ মণিময় মুকুটের ন্যায় (শাখায় উপবিষ্ট হইয়া) এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছে।

(১) অর্থাৎ দেবতাদিগের অনুগ্রহে, রাম তোমাকে পুনর্গ্রহণ করিয়া তোমার পুত্রদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিবেন।

সীতা। (সবাষ্পকৌতুকে) এই কি আমার সেই ময়ূরটী ?

রাম। বৎস! অবিরত আমোদ আহ্লাদেই যেন তোমার কাল কাটে।

সীতা। আহা! তাই হোক্ (১)

রাম। মুগ্ধা সীতা, করপল্লবের তালে তালে যে তোমাকে সর্ব্বদা নাচাইতেন, এবং যে তোমার নৃত্যকালীন আবর্ত্তনের সময় তাঁহার চক্ষুও ইতস্তত সঞ্চালিত চতুর ভ্রূদ্বয়যুগলের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুটমধ্যে (২) মণ্ডলাকারে ঘূর্ণিত হইতে থাকিত, সেই তোমাকে আজি আপনার পুত্রের মত, স্নেহপূর্ণ মনেতে স্মরণ করিতেছি। হায়! তির্য্যক্জাতিরাও (৩) ইনি আমার আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। ঐ কদম্ব বৃক্ষটী, যাহা প্রিয়তমা স্বয়ং (রোপণ করিয়া) বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে যাহার দুই একটী পুষ্পোদ্গম হইয়াছে—

---

(১) অর্থাৎ, বাছা আমার, যেন সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদেই থাকে।

(২) পুট অর্থাৎ চক্ষুর আবরণ। চক্ষুর পাতা।

(৩) পশুপক্ষ্যাদি নীচজাতীয় প্রাণীরাই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সীতা। (দেখিয়া সজলনেত্রে) আর্য্যপুত্র গাছটী ঠিক্ ঠাউরেছেন।

রাম। দেবীর এই গিরিময়ূরটী সেই বৃক্ষটীকে দেখিয়া যেন দেবীকেই স্মরণ করিতেছে। কেননা আত্মীয়ের নিকটে থাকিলে লোকে যেমন সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ ময়ূরটীও সর্ব্বদাই এই কদম্ববৃক্ষের নিকটে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে।

বাসন্তী। মহারাজ! এইখানে ক্ষণকাল উপবেশন করুন্। দেখুন! যেস্থানে আপনি সর্ব্বদা সীতার সঙ্গে একত্রে শয়ন কর্‌তেন, এইটীই সেই কদলী-বনমধ্যবর্ত্তী শিলাতল। এই স্থানে সীতা সর্ব্বদা এই হরিণশিশুগুলিকে তৃণ খাওয়াইতেন বলিয়া ইহারা অদ্যাপি এ স্থানটীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

রাম। উঃ! এসকল যে আমি আর দেখিতে পারি না! (এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে অন্যত্র উপবেশন)

সীতা। সখি বাসন্তি! আর্য্যপুত্রকে আর আমাকে এ সব দেখিয়ে এ কি কর্‌চ? হায়! হায়! সেই আর্য্যপুত্র, সেই পঞ্চবটীবন, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, বহুবিধ স্বচ্ছন্দবিহারের সাক্ষীস্বরূপ

গোদাবরীতীরস্থ এই সেই বনস্থলী, পুত্র নির্বিশেষ এই সেই মৃগ, পক্ষী, এবং পাদপাদিগুলি। কিন্তু হতভাগিনী আমি যদিও এই সব স্বচক্ষে দেখ্‌চি তথাপি আমার পক্ষে, যেন কিছুই নাই বলে বোধ হচ্চে। উঃ! জীবলোকের এইরূপই অদ্ভুত পরিবর্ত্ত!

বাসন্তী। সখি সীতে! রামচন্দ্রের (আধুনিক) অবস্থা কি দেখিতেছ না? পূর্ব্বে ইচ্ছামাত্রেই (১) যাঁহাকে দেখিতে পাইলেও, যাঁহার কুবলয় (কমল) দলসদৃশ অঙ্গাদিদর্শনে তোমার নয়নদ্বয় প্রতিবারেই যেন নূতন নূতন প্রীতি অনুভব করিতে থাকিত, এক্ষণে সেই রামচন্দ্র তোমার বিরহশোকে এরূপ বিবর্ণ, বিকলেন্দ্রিয়, এবং ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন, যে সম্মুখে রহিয়াছেন তথাপি তাঁহাকে আর তিনি বলে কোনরূপেই চিনিবার যো নাই। তথাপি দেখিবামাত্রেই তাঁর সৌন্দর্য্যে চক্ষু যেন একেবারে মোহিত হইয়া যাইতেছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের এইরূপই প্রভাব!

সীতা। দেখেছি, সখি! দেখেছি।

---

(১) অর্থাৎ সর্ব্বদা। পূর্ব্বে যাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিয়াও কিছুতেই নয়নের তৃপ্তি লাভ হইত না, বরঞ্চ দর্শনেচ্ছা আরও বৃদ্ধি হইত।

তমসা। আহা তাই হোক্, তোমার প্রাণনাথকে জন্ম জন্ম (১) দেখ।

সীতা। হা বিধে! আমি যে এঁর বিরহে চিরকাল এইরূপ জ্বল্‌বো, আর ইনিও যে সেইরূপ আমার বিরহে জ্বল্‌বেন এটী কে স্থির করেছিল? হায়! আমাদের উভয়ের যে বিচ্ছেদ হইবে ইহা কে মনে করিত? যা হোক্, এখন বহুকালের পর দর্শন পেয়ে রোদন কর্‌বার অবকাশে ক্ষণকাল ভাল করে দেখে নিই। (সতৃষ্ণাবলোকন)।

তমসা। (সরোদনে এবং সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া) পতিদর্শনে অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ বিস্ফারিতা, ও পতির অনুসরণহেতুক দীর্ঘবৎ প্রতীয়মানা এবং অশ্রুনাভাবে ধবলা অথচ মনোহারিণী তোমার এই স্নেহময়ী দৃষ্টি (প্রিয়পতি দর্শনজনিত) আনন্দ, এবং (তাঁহার বিরহজনিত) দুর্ব্বহ দুঃখ, হইতে উদ্ভূত হইয়া শোকের (প্রবলধারা) আতিশয্য বশতঃ (অবিশ্রান্ত) বিগলিত অশ্রুজল বর্ষণ করিতে করিতে দুগ্ধময়ী নদীর ন্যায় প্রিয় প্রাণপতিকে একেবারে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

---

(১) অর্থাৎ ইঁহার সহিত পুনঃসমাগম হউক। এবং জন্মান্তরেও যেন আর এরূপ বিচ্ছেদ না হয়।

বাসন্তী। হে অমৃতবর্ষিন্ বৃক্ষসমূহ! মহারাজ রামচন্দ্র পুনর্ব্বার স্বয়ং এই বনে এসেছেন, স্থতরাং তোমরা এক্ষণে ফলপুষ্প লইয়া উঁহাকে উপহার স্বরূপে অর্ঘ্য প্রদান কর। প্রস্ফুটিত কমলের সৌগন্ধ্যে আমোদিত বন্যবায়ুপ্রবাহ! তোমরাও (অনবরত) বহিতে থাক। পতত্রিকুল! তোমরাও স্ত্রীসংসর্গজনিত মহাসুখে গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া অনবরত মধুরস্বরে গান করিতে থাক।

রাম। সখি বাসন্তি! এস এস, এই স্থানে উপবেশনকর।

বাসন্তী। (বসিয়া সজলনয়নে) মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?

রাম। (না শুনিয়া) জানকী জলপ্রদান দ্বারা যে বৃক্ষগুলিকে স্বহস্তে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, নীবার (১) দিয়া যে পক্ষিগুলিকে পুষিয়াছিলেন, এবং যে হরিণগুলিকে আপনি নূতন নূতন তৃণ খাওয়াইয়া বড় করিয়াছিলেন, আজি সেইগুলিকে পুনর্ব্বার দেখিয়া আমার পাষাণহৃদয় একেবারে গলিয়া যাইতেছে, আর মনেও কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় বিকৃতির উদয় হইতেছে, এই বিকার

(১) নীবার। একপ্রকার ধান্য। ইহাকে উড়িধান্য কহে।

বশতঃ পাষাণদ্রবের ন্যায় হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে!

বাসন্তী। মহারাজ! বলি কি, জিজ্ঞাসা কচ্যি যে কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?

রাম। (স্বগত) এ কি! ইহাঁর মহারাজ বলে সম্বোধন করাটী ত নিশ্চয়ই প্রণয়শূন্য বোধ হইতেছে! আবার লক্ষ্মণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার সময়েতেই অশ্রুজল নির্গত হইয়া কণ্ঠরোধ করিতেছে দেখিতেছি, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে ইনি সীতার বৃত্তান্ত সমুদায়ই জানিতে পারিয়াছেন! (প্রকাশে) হাঁ তাঁহার মঙ্গল! (এই বলিয়া রোদন)।

বাসন্তী। মহারাজ! এত কঠিন হলেন কি করে?

সীতা। সখি! বাসন্তি! তুমি উঁহাকে এমন কথা বল্‌চ্য কি করে? আমার প্রাণবল্লভ সকলেরই প্রিয়সম্ভাষণের যোগ্য, বিশেষতঃ, আমার প্রিয়সখী বাসন্তীর পক্ষে ত বটেই।

বাসন্তী। মহারাজ! যাঁহাকে "তুমিই আমার জীবিত স্বরূপ, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার নয়নের (আনন্দদায়িনী) জ্যোৎস্নাস্বরূপ, এবং তুমিই আমার অঙ্গের অমৃতরসস্বরূপ," এবম্বিধ

শতশত চাটুবাদদ্বারা প্রীত ও প্রসন্ন করিতেন৹ এক্ষণে সেই সরলাকেই—! (১) অথবা এইপর্য্যন্তই ভাল, এর পরের কথায় আর কাজ নাই (মূর্চ্ছা)।

রাম। উপযুক্ত সময়েই বাগ্‌রোধ হইয়া মূর্চ্ছা হইয়াছে। সখি আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও।

বাসন্তী। (আশ্বস্তা হইয়া) মহারাজ! আপনি কেমন করে। আর কেনই বা এ দুষ্কর্ম্ম কর্‌লেন?

সীতা। সখি বাসন্তি! স্থির হও, স্থির হও।

রাম। লোকে বুঝে না বলে।

বাসন্তী। কেন? কি জন্যে?

রাম। তাহারাই জানে।

তমসা। তাহাদিগকে ভৎর্সনা করাই উচিত।

বাসন্তী। নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবলমাত্র যশই তোমার অত্যন্তপ্রিয়। কিন্তু (বিবেচনা করিয়া দেখিলে) ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অপযশ আর কি হইতে পারে? বনেতে যে সেই হরিণনয়নার কি হইল তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, আর আপনিই বা তাহার কি রূপ বিবেচনা করিয়াছেন বলুন্।

সীতা। সখি! তুমিই অত্যন্ত কঠিন, কেননা আর্য্যপুত্রকে, শোকের উপর আবার এইরূপে জ্বালাচ্য।

---

(১) "বিনাকারণে অক্লেশেই বনবাস দিয়াছেন" এইটুকু ইহার শেষ অংশ।

তমসা। এই কথাটী (রামচন্দ্রের প্রতি) অনুরাগ এবং (তাঁহার এই ক্লেশদর্শনে) শোক এই দুয়েরই কার্য্য।

তমসা। সখি! ইহাতে আর কি বলিব? ভয়বিহ্বলা একবর্ষীয়া হরিণীর ন্যায় চঞ্চলনয়না, এবং কম্পিত পূর্ণগর্ভভরে মন্থরগমনা সীতার মনোহারিণী এবং কোমলমৃণালসদৃশী ও জ্যোৎস্নানির্ম্মিতার ন্যায় প্রতীয়মানা সেই অঙ্গলতিকা নিশ্চয়ই কোন না কোন হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক কবলিতা হইয়াছে।

সীতা। না, না, প্রাণনাথ! হতভাগিনী এই যে বেঁচে রয়েছে।

রাম। হা প্রিয়ে জানকি! কোথায় রহিলে?

সীতা। হায়! হায়! আর্য্যপুত্রও যে মুক্তকণ্ঠে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন!

তমসা। বাছা! মনের দুঃখ প্রকাশ করে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা (সর্ব্বতোভাবেই) উচিত। দেখ, যেমন জলাশয় উথ্‌লে উঠ্‌লে, জল বহির্গত করে দেওয়াই তার উত্তম প্রতীকার, তেম্‌নি অত্যন্ত শোক ও ক্ষোভ হলে পরে প্রলাপাদির দ্বারাই হৃদয় কতকটা স্থির হয়। বিশেষত রামচন্দ্রের পক্ষে সংসার ত বহুবিধক্লেশের আকরস্বরূপ। তাঁকে সাবধান হয়ে অত্যন্ত মনঃ-সং-

যোগের সহিত এই বিশ্বসংসার যথাবিধি প্রতি-পালন কর্‌তে হয়। তাতে আবার এই নিদারুণ প্রিয়াশোক নিদাঘকাল যেমন পুষ্পকে ম্লান করে, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জীবনকুসুমকে অত্যন্ত ম্লান করে তুল্‌ছে, আমার আপনিই সীতাকে পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং বিলাপের দ্বারা যে মনের ক্লেশ নিবারণ কর্‌বেন তার ও যো নাই। আর যদিও রোদনের দ্বারা চিত্তের কিছুমাত্রও বিনোদন না হয় তথাপি যখন উহাদ্বারাই আজ্ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন তখন রোদনটা পরম লাভই বল্‌তে হবে।

রাম। হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! এই ভয়ঙ্কর শোকে আমার হৃদয় একেবারে দলিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি বিদীর্ণ হইবার নামমাত্রও নাই। এই অথর্ব্বশরীরে কত ক্লেশই নিয়ত সহ্য করিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতেছে, তথাপি চেতনা একেবারে যাইতে চাহেনা। অন্তরে অন্তরে হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই ত ভস্মসাৎ হয় না। আর বিধাতা দারুণপ্রহারে দিবারাত্রিই হৃদয়ের মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই একেবারে বধ করিতেছেন না।

সীতা। হাঁ, তাইত দেখ্‌চি।

রাম। হে পুরবাসিগণ! হে জানপদবর্গ! সীতার গৃহবাস আপনাদিগের অভিমত নহে দেখিয়াই আমি তাঁহাকে তৃণের ন্যায় জনমানবশূন্য বনে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এবং পরে কখন তাঁহার নিমিত্ত শোকপর্য্যন্তও করি নাই। কিন্তু এক্ষণে সেই পূর্ব্বপরিচিত দ্রব্যগুলি দর্শনে আমার শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া চৈতন্যের ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে, আমি এক্ষণে নিরাশ্রয় হইয়া এইরূপে রোদন করিয়া বেড়াইতেছি। (আর সহ্য হয় না) এক্ষণে আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (১)।

তমসা। উঃ! দেখিতেছি ইঁহার শোকসাগরের আবর্ত্তগুলি ভয়ানক গভীর (২)!

বাসন্তী। মহারাজ! যা হবার হয়েছে. এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করে স্থির হন্‌।

রাম। সখি! ধৈর্য্যের কথা আর বলিতেছ কেন? আজি প্রায় দ্বাদশবৎসর হইল আমি প্রিয়াকে হারাইয়াছি, এক্ষণে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত

---

(১) অর্থাৎ প্রসন্ন হইয়া সীতাকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিতে অনুমতি করুন।

(২) অর্থাৎ ইনি শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

প্রায় হইয়া আসিল, কিন্তু তথাপি আমি কি জীবিত রহিয়াছি না ? (১)

সীতা। উঃ! আর্য্যপুত্রের এই কথাগুলি শুনে আমার মূর্চ্ছা, হবার উপক্রম হয়ে আস্‌ছে।

তমসা। হাঁ বাছা, তা বটে। অত্যন্ত শোকেতে করে দুঃসহ এই কথাগুলি তোমার পক্ষে নিতান্ত স্নেহমাখা এবং মনোহারিণী নয়, কারণ এগুলি বিষমিশ্রিত মধুধারার ন্যায় তোমার হৃদয়ে পতিত হচ্চে।

রাম। সখি বাসন্তি! বক্রভাবে হৃদয়মধ্যে বিদ্ধ জ্বলন্ত অঙ্গারনির্ম্মিত শল্য, কিম্বা বিষাক্তদন্তের দ্বারা দংশন যেরূপ ক্লেশকর হইয়া উঠে, সেইরূপ গুরুতরযন্ত্রণাদায়ক এবং মর্ম্মভেদী হইলেও আমি কি হৃদয়নিহিত শোকশঙ্কুকে অনায়াসেই সহ্য করিতেছি না ?

সীতা। আর্য্যপুত্র কি এ হতভাগিনীর জন্যে আবার ক্লেশ পেতে লাগ্‌লেন ?

রাম। আমি পূর্ব্বে যদিও বহু আয়াসে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছিলাম তথাপি এক্ষণে পূর্ব্বলাল্লি-

(১) তাঁহার বিরহে যে আমি এই দ্বাদশবৎসর-পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতেছি ইহা অপেক্ষা আর কি ধৈর্য্য হইবে।

চিত্ত সেই সকল প্রিয়বস্তু পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিতেছে। যেহেতু, অতি প্রবলরূপে বিকৃতিপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়গণের আবেগ নিবারণের নিমিত্ত আমি মহাকষ্টে যে যে উপায় অবলম্বন করিতেছি, এক্ষণে যেন কোন নূতন চিত্তবিকৃতি, অপ্রতিহতবেগ জলপ্রবাহ যেমন বালুকানির্ম্মিত সেতুকে ভেদ করে, সেইরূপ আমার সেই সমুদায় উপায় ভেদ করিয়া মহাবেগে অন্তঃকরণে প্রসৃত হইতেছে।

সীতা। প্রাণনাথের এই দুর্ণিবার এবং দারুণ দুঃখ দেখে, নিজদুঃখে যেন আমার হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

বাসন্তী। (স্বগত) আঃহা মহারাজের অত্যন্ত কষ্ট হচ্যে। তা যা হোক্, এখন এঁর মন অন্য কোন দিকে নিবিষ্ট করি। (প্রকাশে) মহারাজ! এখন, জনস্থানের ঐ চিরপরিচিত প্রদেশগুলি দেখুন্!

রাম। আচ্ছা! তাহাই হউক। (উঠিয়া পরিভ্রমণ)

সীতা। যাতে করে দুঃখ আরও বেড়ে উঠ্‌বে, সেই গুলিকেই প্রিয়সখী বিনোদনের উপায় বলে মনে করেছেন।

বাসন্তী। (সদুঃখে) মহারাজ! মহারাজ! যখন সীতা গোদাবরীপুলিনে হংস লইয়া ক্রীড়া

করিতে করিতে অত্যন্ত বিলম্ব করিতেন এবং আপনি উৎকণ্ঠিতমনে তাঁহার আগমনপথের দিকে চাহিয়া এই লতাগৃহেই বসিয়া থাকিতেন, সেই সময়ে তিনি সহসা আসিয়া পড়িলে আপনাকে অত্যন্ত বিমনা দেখিয়া সকাতরে, দূর হইতে প্রণাম করিবার মানসে পদ্মকলিকাসদৃশ অঙ্গুলিদ্বারা কেমন সুন্দর অঞ্জলি করিতেন।

সীতা। সখি! বড় কঠিন, তুমি বড় কঠিন! যেহেতু তুমি মর্ম্মস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে (১) অবস্থিত শোক-শঙ্কুর চালনেরদ্বারা এ অভাগিনী এবং আর্য্যপুত্র উভয়কেই বার বার ক্লেশ দিচ্য। (২)।

রাম। হা কোপনে! ইতস্তত যেন তোমাকে দেখিতেছি বোধ হইতেছে কিন্তু তুমি এ অভাগার প্রতি দয়া করিতেছ না কেন? হা দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেহের বন্ধন সমুদায় যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, পৃথিবী শূন্য বোধ হইতেছে, দেহ অবিরত শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, অন্তরাত্মা শোকে অভিভূত হইয়া

---

(১) অর্থাৎ বহুদিবসাবধি ভোগ করাতে এক্ষণে আর তদুর ক্লেশকর নাই।

(২) পূর্ব্বের ঘটনাসকল বারম্বার উল্লেখ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরস্থ দুঃখানলকে পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছ।

গভীর অন্ধকারে (১) নিমগ্ন হইতেছে, মন ক্রমশ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং মোহ ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। হায়! হায়! এ অভাগার এখন কি করা উচিত। (মূর্চ্ছা)।

সীতা। হায়! হায়! প্রাণনাথ যে আবার মূর্চ্ছিত হলেন।

বাসন্তী। মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্ আশ্বস্ত হোন্।

সীতা। হা নাথ! এই হতভাগিনীকে উদ্দেশ করে তোমার বার বার মূর্চ্ছা হতে লাগলো! বার বার জীবনের প্রতি সংশয় হতে লাগলো। হায়! তুমি যে জীবলোকের মঙ্গলের নিদান! হায়! গেলাম রে!!! (মূর্চ্ছা)।

তমসা। বাছা! স্থির কও! স্থির কও! তোমার হস্তস্পর্শই এখন এঁকে বাঁচাইবার প্রধান উপায়।

বাসন্তী। কি এখনও মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলো না! হা প্রিয়সখি! হা সীতে! কোথায় রহিলে। এই বেলা এসে তোমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা কর।

(সীতার সত্বরগমন এবং রামচন্দ্রের হৃদয় এবং ললাটস্পর্শ)

বাসন্তী। যা হোক্, সৌভাগ্যক্রমে রামচন্দ্রের আবার জ্ঞান হয়েছে।

---

(১) অন্ধকার অর্থাৎ মোহ।

রাম। কে যেন আমার দেহের মাংস, মজ্জা, অস্থি, চর্ম্ম, এবং শোণিত প্রভৃতিকে ভিতরে বাহিরে অমৃতদ্বারা সেক করিতেছে। যদিও আমি ইহাতে অকস্মাৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছি তথাপি আনন্দবশত যেন আর এক প্রকার মোহ আমাকে আবরণ করিতেছে। (আনন্দেতে মুদ্রিতনয়ন হইয়াই) সখি বাসন্তি! আমাদের অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন বলিতে হইবেক।

বাসন্তী। কিসে মহারাজ?

রাম। সখি! আর কি? সীতাকে পুনর্ব্বার পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ মহারাজ! সীতা কোথায়?

রাম। (স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া) দেখ এই সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। মহারাজ! এই মর্ম্মভেদী নিদারুণ প্রলাপের দ্বারা এ হতভাগিনীকে কেন আর বার বার দগ্ধ করেন? একে ত আমি প্রিয়সখীর শোকে দিবারাত্রি জ্বলেই রয়েছি।

সীতা। এই বেলা পালাই। কেননা অবিচলিত অনুরাগবশতঃ সুখকর নাথের সন্তাপহর দেহস্পর্শ যদিও একেবারেই এই দারুণ দীর্ঘকালের শোক নিবারণ করেছে, তবুও হস্তকে খুব

কঠিন করে বেঁধে রাখলে যেমন ঝাম্ বেরুতে থাকে আর ক্রমে অত্যন্ত অবশ হয়ে পড়ে, তেমনি হয়ে কেবল কাঁপ্‌তে আরম্ভ হয়েছে!

রাম। সখি! প্রলাপ কোথায় দেখিলে? পূর্ব্বে পাণিগ্রহণকালে প্রিয়ার যে কঙ্কণভূষিত হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম, এবং ইচ্ছা হইলেই যাহাকে স্পর্শ করিতে পাইতাম, তথাপিও প্রতিক্ষণে যাহা অমৃতের ন্যায় শীতল বলিয়া বোধ হইত, ইহা যে প্রিয়ার সেই পরিচিত হস্তের—

সীতা। নাথ! এখনও ত তুমি সেইরূপই আছ দেখ্‌ছি! (১)।

রাম। স্পর্শ, এবং আজিও যে সেই হস্তই ধরিয়াছি তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ এ হস্ত ব্যতীত আর কাহারও হস্ত এরূপ হিমশিলার ন্যায় শীতল এবং লবলীঅঙ্কুরতুল্য কোমল হইতে পারে না। (হস্তধারণ)।

সীতা। হায়! হায়! জীবিতেশ্বরের স্পর্শে মোহিত হয়ে আমার বড় প্রমাদ উপস্থিত হলো। (২)।

---

(১) অর্থাৎ আমার প্রতি তোমার যে অনুরাগ আছে তাহার কিছুমাত্রই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তবে কি না আমার অদৃষ্টক্রমেই এরূপ ঘটিয়াছে মাত্র।

(২) বহুকালের পর রামচন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া আনন্দে

রাম। সখি বাসন্তি! আহ্লাদে আমার ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, এবং হর্ষাতিশয়সম্ভূত জড়তা আমাকে একেবারে পরবশ করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং তুমিই এক্ষণে সীতাকে ধারণ কর (১)।

বাসন্তী। হায়! হায়! ইনি যে উন্মত্ত হলেন্ দেখ্‌ছি।

(সীতার সম্ভ্রমের সহিত হস্ত আকর্ষণ এবং পলায়ন)।

রাম। হায় কি অনবধানতা! কি অনবধানতা! তাঁহার সেই করপল্লব স্বেদার্দ্র হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার ঘর্ম্মাক্ত এবং কম্পমান হস্ত হইতে সহসাই অপসারিত হইয়াছে।

সীতা। হায়! হায়! ইহাঁর চোক্‌দুটী যে দেখ্‌ছি অস্থির এবং স্পন্দরহিত হয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে

সীতার শরীর ক্রমে অবশ হইয়া আইসে, সুতরাং তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাম হঠাৎ তাঁহার হস্তধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাদ উপস্থিত হইল বলা হইয়াছে।

(১) বহুকালপরে প্রিয়াস্পর্শজনিত সুখে আমি প্রায় অবশ হইয়া পড়িয়াছি সুতরাং আর ইঁহাকে ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য নাই।

বেড়াচ্চে। তাদেরি যার কিছুতেই স্থির কর্‌তে পার্চেন্ না, তা আপনাকে প্রকৃতিস্থ কর্‌বেন কেমন করে?

তমসা। (স্নেহ, হাস্য এবং কৌতুকের সহিত দেখিয়া) প্রস্ফুটিতকলিকা কদম্বশাখা বায়ুসহযোগে ঈষৎকম্পিতা এবং নূতন জলে অভিষিক্তা হয়ে যেরূপ হয়ে থাকে, সীতা প্রিয়স্পর্শসুখে পুলকিতা হয়ে আজ্ ঠিক্ সেইরূপ হয়েছেন। আহা! বাছার শরীর ঘামে যেন একেবারে নেয়ে উঠেছে আর কেবল কাঁপ্‌চে।

সীতা। (স্বগত) হায়! আমার শরীর এইরূপ অবশ হওয়াতে ভগবতী তমসার কাছে বড়ই লজ্জা পেলাম। ইনি কি মনে কর্‌বেন? বল্‌বেন যে ইনি তোমাকে (অকারণে) পরিত্যাগ করেছেন! তথাপি মনে মনে তোমার এইরূপ অনুরাগ!

রাম। (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ তিনি কি এখানে নাই? হা সীতে! হা অকরুণহৃদয়ে!

সীতা। তোমার এইরূপ অবস্থা দেখে আমি যখন এখনও বেঁচে রয়েছি তখন সত্যসত্যই আমি পাষাণী বৈ কি!

রাম। হা প্রিয়ে! কোথায় আছ প্রসন্ন হও! আ-

মাকে এরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করা তোমার কোনরূপেই উচিত নহে।

সীতা। প্রাণনাথ! এ যে ঠিক্ বিপরীত হচ্চে (১)।

বাসন্তী। মহারাজ! প্রসন্ন হোন্ প্রসন্ন হোন্! আপনারই অসাধারণ ধৈর্য্যের দ্বারা আপনাকে প্রকৃতিস্থ কোরে এই ভয়ানক (২) প্রিয়াশোকের নিবারণ করুন। কৈ আমার প্রিয়সখী সীতা আবার কোথায়?

রাম। বাস্তবিকই নাই বটে। কেমনা তাহা হইলে কি বাসন্তীও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন্ না? ইহা কি স্বপ্ন বোধ হয়? তাহাই বা কিরূপে হইবে? আমি ত আর নিদ্রিত হই নাই! অথবা অভাগা রামের আর নিদ্রা কোথায়? এটী নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে মনঃকল্পিত সীতাসমাগম-সম্ভূতা ভগবতী প্রতারণাদেবীরই কার্য্য, তিনিই বারম্বার আমার অনুসরণ করিতেছেন।

সীতা। কঠিন! আমিই তোমাকে প্রতারণা কর্‌চি!

বাসন্তী। মহারাজ! দেখুন্! দেখুন্! গৃধ্রাজ

(১) অর্থাৎ তুমিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। আমি ত আর তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, সুতরাং ইহা ঠিক্ বিপরীতই হইল বলিতে হইবে।

(২) অতিভূমিগত—অর্থাৎ যেটী বৃদ্ধির শেষ সীমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

জটায়ুকর্ত্তৃক ভগ্ন ঐ সেই, রাবণের কৃষ্ণবর্ণলৌহ-নির্ম্মিত রথ সম্মুখে রহিয়াছে। আর ঐ দেখুন! পিশাচসদৃশভয়ঙ্করবদনবিশিষ্ট ঐ গুলি সেই পাপাত্মার অশ্বগণের কঙ্কালাবশেষ। দুরাত্মা রাবণ এইস্থানে খড়্গদ্বারা জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করিবার পর তেজোরাশিতে দেদীপ্যমানা সীতাকে ধারণ করে, চঞ্চলবিদ্যুৎবিশিষ্ট মেঘের ন্যায় আকাশ-মার্গে উঠিয়াছিল।

সীতা। (সভয়ে) পূজ্যতম জটায়ুকে বধ করিল. তবু আমাকেও হরণ করিতেছে। হা আর্য্যপুত্র! রক্ষা কর! রক্ষা কর!

রাম। অরে পাপাত্মা জটায়ুহন্তা! অরে সীতাচোর! দাঁড়া, দাঁড়া কোথায় যাবি?

বাসন্তী। মহারাজ! আপনি রাক্ষসকুলসমূলোচ্ছেদক!(১) তবু আজও কি আপনার ক্রোধেরবিষয় আছে? (২)

সীতা। হায়! আমি যে পাগল হলাম।

---

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে যে ধূমকেতু উঠিলে বংশ একেবারে সমূলে উৎপাটিত হয়। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে রামচন্দ্র রাক্ষসকুলের পক্ষে ধূমকেতুস্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন।

(২) অর্থাৎ রাক্ষসকুল একেবারে নির্ব্বংশ হওয়াতে আপনার ক্রোধপ্রকাশের আর স্থল নাই।

রাম। আমার এই বিলাপ এক্ষণে যথার্থই অপরিহার্য্য হয়েছে। তখন সীতাকে উদ্ধার করিবার উপায় ছিল বলিয়া, সে বিলাপ নিবারণ করিবারও উপায় ছিল। কারণ, তখন তাঁহার জন্য কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহা মহা বীরগণকে বধ করিয়া জগৎকে বিস্ময়রসে প্লাবিত করিয়াছিলাম। আর দুরাত্মা রাবণকে বধ করিতে পারিলেই বিরহের অবসান হইবে ইহাও জানিতাম; সুতরাং তাহাতেই সুলোচনার বিরহজনিত ক্লেশের শেষ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এ বিরহের প্রতিকারের আর কিছুমাত্র উপায়ও নাই এবং কখনই আর ইহার শেষও হইবে না। সুতরাং বিলাপ না করিয়া আর কিরূপে এই অশেষ বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিব? এবং কিরূপেই বা স্থির হইয়া থাকিব?

সীতা। আঁ্যা! শেষ হবেনা! হায় আমি কি হতভাগিনী! (রোদন)

রাম। হায়! কি কষ্ট! প্রিয়ে! যে স্থানে কপিরাজ সুগ্রীবের সহায়তা, কপিসৈন্যদিগের পরাক্রম, এবং ঋক্ষরাজ জাম্বুবানের ধীশক্তিপ্রভৃতি সমুদায়ই বিফল হইয়া যাইতেছে, যথায় পবনপুত্র হনুমানপর্য্যন্ত কোন রূপে প্রবেশ করিতে পারেন না, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল ও যেখানে পথ প্রস্তুত

করিতে সমর্থ নহে, এবং লক্ষ্মণের বাণও যে স্থানপ্রবেশে অসমর্থ(১) এমত স্থান তুমি জগতের মধ্যে কোথায় পাইলে যে সেই স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছ ?

সীতা। আর্য্যপুত্রের কথা শুনে আমি পূর্ব্ববিরহ এখন প্রার্থনীয় বলে বোধ কর্‌ছি। (২)

রাম। সখি বাসন্তি! এখন বন্ধুবর্গের সহিত রামের দেখাসাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হন্‌। তা আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব, আমাকে যাইতে অনুমতি কর।

সীতা। (উদ্বেগ এবং মোহের সহিত তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া) ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র চলে যান্‌ যে!

তমসা। বাছা! শান্ত হও শান্ত হও! এস আমরাও দীর্ঘায়ু কুশলবের বয়ঃক্রমনির্ণয়সূত্রে সাম্বৎসরিক শুভ গ্রন্থি বন্ধন করতে ভাগীরথীদেবীর কাছে যাই।

---

(১) পূর্ব্বে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লুকাইয়া রাখিলে পর রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহায়তায় তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। কিন্তু একণে সে সমুদায় সাহায্যই একেবারে নিষ্ফল হইতেছে।

(২) অর্থাৎ সে বিরহ আমার পক্ষে উপকারী বোধ হইতেছে।

সীতা। ভগবতি! প্রসন্ন হোন্। (একটু দাঁড়াও) আমি এই দুল্লভজনকে একটুমাত্র ভাল করে দেখে নিই।

রাম। অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত এখন পর্য্যন্তও আমার সহধর্ম্মিণী আছেন—

সীতা। (সকম্পে) আর্য্যপুত্র! সে কে?

রাম। সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

সীতা। (সাহ্লাদে এবং সজলনয়নে) নাথ! তুমি এখনও আমার সেই আর্য্যপুত্রই আছ! আজ্ তুমি আমার পরিত্যাগজনিত লজ্জাশল্যের উদ্ধার কল্যে।

রাম। তাতেই অশ্রুপ্লাবিত চক্ষুর কতকটা বিনোদন করে থাকি।

সীতা। আমার আর্য্যপুত্র যে প্রতিমূর্ত্তিকে বড় করে মানেন্ সেই ধন্যা, আর যে আর্য্যপুত্রের বিনোদন কোরে জীবলোকের আশাবন্ধনস্বরূপা হয়েছে তাকেই ধন্য।

তমসা। (হাস্য স্নেহ এবং অশ্রুর সহিত আলিঙ্গন করিয়া) বাছা! এম্‌নি করে আপনাকে আপনি প্রশংসা কর্‌চ?

সীতা। (লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্বগত) এঃ! ভগবতী আমায় পরিহাস কর্চেন যে।

'বাসন্তী। এই আগমনটী আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুগ্রহস্বরূপ বল্‌তে হবে। গমনের কথা যা বল্‌ছিলেন সে বিষয়ে, যাহাতে কার্য্যের হানি না হয় তাই করুন। (১)

সীতা। সখী বাসন্তী এখন আমার প্রতি প্রতিকূল হলেন যে দেখ্‌ছি। (২)

তমসা। এস বাছা! যাই এস।

সীতা। (বহুকষ্টে) আচ্ছা যাচ্যি।

তমসা। কেমন করেই বা যাবে? গুরুতর দর্শনেচ্ছায় রামচন্দ্রের প্রতি প্রোথিতপ্রায় তোমার দৃষ্টি, মর্ম্মভেদী যত্ন দ্বারা পুনর্ব্বার আকর্ষণ করে না লইতে পারিলেত আর হইবে না?

সীতা। অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁর দর্শনলাভ করেছি, সেই আর্য্যপুত্রের চরণকমলে এই নমস্কার! (মূর্চ্ছা)

তমসা। বৎসে! আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও।

সীতা। (আশ্বস্তা হইয়া) মেঘের ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ সম্ভবে?

---

(১) আপনার আগমনে আমরা অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। সুতরাং কোনমতেই যাইতে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।

(২) বাসন্তী রামচন্দ্রকে গমন করিতে বলিতেছেন বলিয়া সীতা তাঁহাকে প্রতিকূল বলিতেছেন।

তমসা। উঃ! কার্য্যকারণভাবের কি বিচিত্রগতি!
এক করুণরসই কার্য্যকারণের বিচিত্রতাবশতঃ কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপই ধারণ করিতেছে। জলের আবর্ত্ত, যেমন বুদ্বুদ এবং তরঙ্গাদি বিবিধ রূপান্তর গ্রহণ করে, অথচ সকল অবস্থাতেই সে-গুলির জলত্বই থাকে, করুণরসের পরিবর্ত্তনও ঠিক্ সেইরূপ বলিতে হইবে।

রাম। রথরাজ! এই দিকে, এই দিকে।

সকলের উত্থান।

তমসা এবং বাসন্তী উভয়ে সীতা এবং রামের প্রতি।

ভগবতী পৃথিবী এবং গঙ্গাদেবী ইঁহারা সকলে, আমাদিগের সদৃশ তপস্বিনী এবং নদী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, তোমার (আপনার) মঙ্গল করুন। আর অনুষ্টুপ্ছন্দের প্রথম প্রণেতা কুলপতি মহর্ষি বাল্মীকী এবং বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতী ইঁহারাও তোমার (আপনার) মঙ্গল করুন।

সকলের প্রস্থান।

ছায়া নামে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

তাপসদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রথম। সৌধাতকি! দেখ! দেখ! আজ বাল্মীকীর আশ্রমের কেমন অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! চারিদিক্ অতিথিতে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের আহারাদির নিমিত্ত আবার নানাবিধ আয়োজন হচ্চে; সুতরাং কি রমণীয়ই হয়েছে। তপোবনস্থ হরিণেরা আজ সদ্যঃপ্রসূতা মৃগীর পানাবশিষ্ট নীবারভক্তের মধুর ঈষদুষ্ণ মণ্ড (১) উদর পুরে পান কচ্চে। এবং কর্কন্ধু (২) ফলমিশ্রিত শাকের সৌগন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃতপক্ক অন্নের (৩) মনোহর সৌরভ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে;

সৌধাতকি। আজকে সিতশ্মশ্রুদিগের (৪) পাঠবন্ধের, অনতিক্রমণীয় একটী বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়েছে।

---

(১) মণ্ড অর্থাৎ মাড়। ফ্যান।

(২) কর্কন্ধু অর্থাৎ বদরী। কুল।

(৩) ভক্ত অর্থাৎ ভাত।

(৪) অর্থাৎ "পাকাদেড়ে" মহর্ষিপ্রভৃতি অধ্যাপকবর্গ।

প্রথম। (হাস্য করিয়া) সৌধাতকি! গুরুদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান কর্‌বার কোন অসাধারণ কারণ আছে তবে তুমি এরূপ কর কেন? । (১)

সৌধাতকি। অহে ভাণ্ডায়ন! যিনি এই কপ্নি পরে রয়েছেন (২) আর যাঁকে বুড়দের পালের গোদা বোধ হচ্চে, এঁর নামটা কি বল্‌তে পার?

ভাণ্ডায়ন। তোমার উপহাস করাকে ধিক্! ইনি যে বশিষ্ঠদেব। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হতে অরুন্ধতীদেবীকে এবং মহারাজ দশরথের পরিবারদের সঙ্গে করে লয়ে এসেছেন। তবে কেন এমন এলো মেলো বক্‌চ?

সৌধাতকি। অ্যাঁ বশিষ্ঠ?

ভাণ্ডায়ন। হাঁ।

সৌধাতকি। আমি মনে করেছিলাম যে হয় বাঘ, নয় নেক্‌ড়ে।

ভাণ্ডায়ন। আঃ! কি ক্যাচ্ ক্যাচ্ করচ?

---

(১) গুরুদিগের সঙ্গে তাঁহাদের এমন কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে, যাহাতে তাঁহারা এতদূর মান্যের উপযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি তোমার এরূপ পরিহাস করা কোন মতেই উচিত নহে।

(২) চীর—ছিন্ন বসন, ন্যাকড়া।

সৌধাতকি। ইনি এসেই আমাদের সেই গরিব বক্‌নাটীকে মড়মড়ধ্বনিতে উদরসাৎ করেছেন।

ভাণ্ডায়ন। বেদে এই বলে, যে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ কর্‌লে তাঁকে মধুপর্ক মাংসের সহিত মিশ্রিত করে দিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সেই বেদকে মান্য করেন। সুতরাং তাঁরাও বলেন যে গৃহস্থ্ব্যক্তি অভ্যাগত শ্রোত্রিয় অতিথিকে বৎসতরী, বৃষভ, কিংবা ছাগ দিবেক।

সৌধাতকি। না ভাই; ঠকেছ ঠকেছ। (১)

ভাণ্ডায়ন। কিসে?

সৌধাতকি। কেন বশিষ্ঠ এলে পরে বাছুরটীকে মারা হয়েছে বটে, কিন্তু রাজর্ষি জনক ফিরে এলে মহর্ষি তাঁকে কেবল মাত্র দধি আর মধু মিশ্রিত মধুপর্ক দিয়েই সেরেছেন। কৈ বাছুরত দেন্ নাই!

ভাণ্ডায়ন। যাঁরা মাংস ভক্ষণ করে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধেই মহর্ষিরা এই রূপ নিয়ম করেছেন। কিন্তু মহাত্মা জনক ত মাংস খান্না। তিনি যে নিবৃত্তমাংস।

সৌধাতকি। কেন খান্না?

---

(১) অর্থাৎ যদি এইরূপ নিয়ম হইত তাহা হইলে সকল স্থলেই এইরূপ করা হইত। কিন্তু তাহা যখন দেখিতেছি না, তখন একথা বলিয়া তোমাকে ঠকিতে হইয়াছে।

ভাণ্ডায়ন। তিনি সীতার সেই ভয়ানক আকস্মিক দুর্ঘটনা শুনে অবধি বনচারী হয়েছেন। আর, আজ্ এই কয় বৎসর হলো তিনি চন্দ্রদ্বীপের তপোবনে তপস্যা কর্‌ছেন।

সৌধাতকি। তবে এখানে এসেছেন কি মনে করে?

ভাণ্ডায়ন। অনেক দিনের প্রিয়বন্ধু বাল্মীকিকে দেখ্‌তে।

সৌধাতকি। কৌশল্যাপ্রভৃতি কুটুম্বপত্নীদের সঙ্গে তাঁর আজ্ ই না দেখা হয়েছে?

ভাণ্ডায়ন। ভগবান বশিষ্ঠদেব এইমাত্র ভগবতী অরুন্ধতীকে এই কথা বলে কৌশল্যার নিকটে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে স্বয়ং এসে যেন জনকের সঙ্গে দেখা করা হয়।

সৌধাতকি। এই সব বুড়রা যেমন এক সঙ্গে মিসেছে, আমরাও তেম্‌নি যত বটুদের (১) সঙ্গে মিলে খেলা করে ছুটীর দিনটা কাটিয়ে দিইগে চল। (উভয়ের পরিক্রমণ)

ভাণ্ডায়ন। ঐ সেই ব্রহ্মবাদী পুরাতন রাজর্ষি জনক বাল্মীকী এবং বশিষ্ঠদেবকে প্রণামাদি করে এখন আশ্রমের বহির্ভাগে ঐ গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছেন। আহা! গাছের ভিতরে

(১) বটু—ব্রাহ্মণবালক।

ভিতরে আগুণ জ্বল্‌তে থাক্‌লে যেরূপ হয় ইনিও হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সীতাশোকে দিবারাত্রি সেইরূপ জ্বল্‌ছেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক।

জনকের প্রবেশ।

জনক। বাছাকে আমার, সহসা সেই অবস্থায় বনবাস দেওয়াতে (আমার যে কি হয়েছে তা বল্‌তে পারি না) সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অনিষ্টাপাতে শোকশল্য আমার মর্ম্মস্থলীকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। যন্ত্রণার ত শেষ নাই। আর এরূপ দুর্নিবার শোকও আমি কখন দেখি নাই। কিছুতেই যে ইহার আর অবসান হয় না। জলধারার ন্যায় দিবারাত্রিই আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। আর এ শোকের যে নিবারণ হবে, তাও ত বোধ হয় না। কারণ প্রতিদিন যেন নূতন হইয়া করপত্রের ন্যায় অনবরত আমার মর্ম্মস্থলীকে বিদ্ধ করিতেছে। উঃ কি কষ্ট! একেত এই দুঃসহ সীতাশোক, তাহাতে আবার বৃদ্ধাবস্থা, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরাক (১) এবং

---

(১) পরাক—ইহা একপ্রকার ব্রত। এই ব্রত করিতে হইলে দ্বাদশদিবস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে হয়। আহার

সান্তপন (১) প্রভৃতি কঠোর তপস্যা, সুতরাং শরীর একেবারে জীর্ণ ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তথাপি আমার এ পোড়া প্রাণ আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। আত্মঘাতী যে হব তারও যো নাই। কারণ মুনিরা বলেছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত পাপক্ষয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত আত্মঘাতীদের, নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং সূর্য্যকিরণের সম্পর্করহিত অসূর্য্য নামক নরকে গিয়ে বাস করতে হয়। যদিও এইরূপে অনেক দিবস গত হল, তথাপি দণ্ডে দণ্ডে ভাবনা উপস্থিত হয়ে শোকটাকে যেন নূতনের ন্যায় কষ্টকর করে তোলে। সুতরাং সে দুঃখ আর কিছুতেই নিবারণ হয় না। (সরোদনে) হা মা সীতে! পবিত্র যজ্ঞভূমি থেকে জন্মগ্রহণ করেও শেষে তোমার অদৃষ্টে এরূপ ঘটলো যে আমি লজ্জায় আর মুখফুটে কাঁদতেও পেলাম না !!! হা বাছা! বাল্যাবস্থায় বিনাকারণে কাঁদবার

প্রায় সমুদায় প্রকারই নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র গোমূত্র, গোময় ক্ষীর, দধি, ঘৃত অথবা কুশোদক, প্রতিদিন ইহারই একটী একটী পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়।

(১) সান্তপন—ইহাও একপ্রকার ব্রত। এটীও পূর্ব্বটীর ন্যায় কষ্টসাধ্য। ইহার ফলে মানুষের সকল পাপ নষ্ট হয়।

এবং হাঁস্‌বার সময় তোমার সেই ছোট ছোট কোমল দন্তের অগ্রভাগগুলি বাহির হয়ে মুখটীকে যখন অত্যন্ত সুশোভিত কর্‌ত, আর তুমি মনোহর অসম্পূর্ণ বাক্যগুলি আধ আধ স্বরে বলিতে থাকিতে, তোমার সেই সময়ের সেই সুশোভিত বদনকমল এক্ষণে অনবরত আমার মনে পড়িতেছে। হা ভগবতি পৃথিবি! আপনি সত্য সত্যই অত্যন্ত কঠিন! কেননা আপনি, স্বয়ং অগ্নি, বশিষ্ঠের গৃহিণী অরুন্ধতী, এবং রঘুকুলগুরু ভগবান্ সূর্য্যদেব, যাঁহার মহিমা জানিতেন এবং যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় দেবতামধ্যে গণ্যা এবং মাননীয়া, সেই সীতাকে স্বয়ং প্রসব করিয়া শেষে পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁহার সেই বনবাস এবং ভাগীরথী জলে আত্মসমর্পণ কিরূপে সহ্য কর্‌লেন?

নেপথ্যে।

এই দিকে আসুন ভগবতি! মহাদেবীও! এই দিকে আসুন্।

জনক। (দেখিয়া) এ কি! গৃষ্টি কঞ্চুকী যে ভগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখাইয়া আনিতেছেন (উঠিয়া) মহাদেবী বলে সম্বোধন কচ্চেন কাকে? (দেখিয়া) হায় একি! মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী প্রিয়সখী

কৌশল্যা-যে! একি! ইঁহাকে আর সেই কৌশল্যা বলে এখন কে বিশ্বাস কর্‌বে? হায়! ইনিই যে এককালে মহারাজ দশরথের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপ ছিলেন। অথবা লক্ষ্মীস্বরূপ বলে আর উপমা দিবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক লক্ষ্মী ছিলেন বলিলেই হয়। কিন্তু এক্ষণে ইনি দৈববশে, যেন কেবল দুঃখ-দ্বারা গঠিত অন্য কোন প্রাণীর ন্যায় একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়ে পড়েছেন। উঃ মনুষ্যের অবস্থার, কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই হতে পারে! অবস্থার আর একটী ক্লেশকর পরিবর্ত্তন এই যে, যিনি পূর্ব্বে আমার নয়নের পক্ষে সাক্ষাৎ মহোৎসবস্বরূপ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই দর্শন আমার পক্ষে "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত" অসহ্য হয়ে উঠেছে।

(অরুন্ধতী, কৌশল্যা এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

অরুন্ধতী। শুন্‌ছেন? বল্‌ছি, কুলগুরুর এই আদেশ যে, আপনি স্বয়ং গিয়ে জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন। আর সেই জন্যে তিনি আমাকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন তবে পদে পদে এরূপ না যাবার চেষ্টা কচ্যেন কেন?

কঞ্চুকী। দেবি! নিবেদন কচ্যি যে, মনকে স্থির করে ভগবান বশিষ্ঠের আদেশ রক্ষা করুন।

কৌশল্যা। এই দুঃসময়ে আবার, মহারাজ জনককে দেখ্‌তে হবে এই মনে করে আমার সকল দুঃখের কথা একেবারে মনে পড়্‌চে। দুঃসহ দুঃখেতে মনের বাঁধন যেন একেবারে ছিঁড়ে পড়্‌চে। সুতরাং হৃদয়কে আমি আর কিছুতেই স্থির কর্‌তে পাচ্চি না।

অরুন্ধতী। এতে আর সন্দেহ কি? স্নেহাস্পদ বন্ধুর বিচ্ছেদে মানুষের যে দুঃসহ ধারাবাহী শোক হয়, প্রিয়জনকে দেখ্‌লে সেটী যেন সহস্র সহস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠে। (১)

কৌশল্যা। আহা! বৌমার আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে জেনে, মহারাজকে আমি আর কি বলে মুখ দেখাব?

অরুন্ধতী। যাঁর সহিত সম্বন্ধ থাকা আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং যাঁকে সমগ্র বেদশাস্ত্র পড়িয়েছিলেন, ইনিই সেই জনককুলধুরন্ধর মহারাজ সীরধ্বজ।

---

(১) ঠিক এই ভাবের আর একটী কবিতা কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গে আছে। যথা—"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে" অর্থাৎ আত্মীয়ের সম্মুখে দুঃখের কপাট যেন উন্মুক্ত হইয়া যায়।

কৌশল্যা। ইনিই সেই বাছা বৌমার বাপ্! আহা! এঁকে দেখে মহারাজের কি আনন্দই হতো। হায় হায়! সীতার বনবাস ঘটাতে আমাদের ত আমোদ আহ্লাদ একেবারেই চুকে গিয়েছে। কিন্তু আমার আবার এমনি অদৃষ্ট, যে এই সময়েই এঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হলো! হা বিধাতঃ! একি! সে সকল যে আর কিছুই নাই দেখ্‌ছি!

জনক। (অগ্রসর হইয়া) ভগবতি অরুন্ধতি! সীরধ্বজ (১) জনক আপনাকে এই প্রণাম কর্চ্চে। পবিত্র তেজোরাশির আশ্রয়স্বরূপ এবং পুরাতন গুরুগণের পূজনীয়, কুলপতি বশিষ্ঠদেবও যাঁর সংস্রবে আপনাকে পবিত্র বলে বোধ করেন, এবং যিনি ত্রিভুবনের মঙ্গলদাত্রী ও জগতের পূজনীয়া সেই আপনাকে, প্রাতঃকালকে লোকে যেমন প্রণাম করে, আমিও সেইরূপ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌ছি।

(১) পূর্ব্বে মহৎপরিবারমাত্রেরই এক একটী বিশেষ চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্নগুলি তাঁহারা রথের চূড়ায়, বাটীর সিংহদ্বারে এবং আপনাদিগের মুকুটে ধারণ করিতেন। সেইটী দেখিয়াই লোকে জানিতে পারিত, যে ইনি অমুক পরিবারের অন্তর্গত। সেই নিয়মানুসারে একটী লাঙ্গলের আকৃতি রাজা জনকের পরিবারের চিহ্নের স্বরূপ ছিল।

অরুন্ধতী। আপনার হৃদয় পবিত্র ব্রহ্মালোকে পরিপূর্ণ হোক এবং যিনি পৃথিবীতে উত্তাপ প্রদান করেন ও যিনি রজোগুণের অতীত সেই ভগবান সূর্য্যদেব আপনাকে পবিত্র করুন।

জনক। আর্য্য গৃষ্টে! বলি প্রজাপালক রামচন্দ্রের মাতা ভাল আছেন ত? (১)

কঞ্চুকী। (স্বগত) ইনি ত আমাদিগকে আচ্ছা উপহাস কর্‌চেন দেখ্‌ছি (প্রকাশে) মহারাজ! সেই দুঃখেতে ইনি রামচন্দ্রের চাঁদমুখের দর্শন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেছেন, তবুও এই চিরদুঃখিনীকে আর কেন ক্লেশ দেন? আর রামচন্দ্রও যে বিবেচনা না করেই হঠাৎ এই কাজ করেছেন তাও নয়। নীচ লোকে সীতার সেই অগ্নিপরীক্ষা কিছুতেই বিশ্বাস করে না! তাহারা কেবল সর্ব্বত্র তাঁহার অপবাদঘোষণাই করিতে থাকে; সুতরাং সেইজন্যই রামচন্দ্রকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে।

---

(১) রাজা রামচন্দ্র প্রজাপালনানুরোধেই সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বলিয়া, জনক রামমাতা কৌশল্যাকে প্রজাপালকমাতা বলিয়া উপহাস করিতেছেন।

জনক। কি? অগ্নির কি ক্ষমতা, যে আমার কন্যাকে পরিশুদ্ধ করে? (১) হায়! হায়! রামচন্দ্র ত লোকের কাছে একবার এইরূপে ঠকেছেন; আবার আমরাও যে এখন ঠকুতে বসেছি দেখি।

অরুন্ধতী। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ তা বটেই ত। পবিত্রতাবিষয়ে অগ্নির সহিত সীতার তুলনা কর্‌লে, অগ্নিই তাঁর কাছে পরাজিত হন। "সীতা" এইমাত্র বল্যেই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হলো। (২) হা বাছা! তুমি বালিকাই হও, আর আমার ছাত্রীই হও, যাই হোক্, কিন্তু অপার পবিত্রতা দেখে তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত ভক্তি হচ্যে। যদিও তুমি স্ত্রীলোক এবং বালিকা, তথাপি তুমি যে প্রাণীমাত্রেরই পূজনীয়া তাহাতে আর কিছু-

---

(১) অর্থাৎ আমার কন্যা স্বভাবতই পবিত্রা। সুতরাং শুদ্ধ:শোধন করিতে অগ্নির কি সামর্থ্য আছে? তিনি কেবল অশুদ্ধেরই শোধন করিতে পারেন এই পর্য্যন্ত।

(২) অর্থাৎ সীতার পবিত্রতা অগ্নি অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাঁহার পবিত্রতাসাধন করিতে অগ্নির কিছুমাত্রও সামর্থ্য নাই। সীতা এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়, অর্থাৎ সীতা মূর্ত্তিমতী শুদ্ধিস্বরূপ। সুতরাং অন্য কোন পাবনবস্তুর দ্বারা সীতার পবিত্রতা চেষ্টা করাতে কেবল ক্ষিপ্ততা প্রকাশ হয় মাত্র।

মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, গুণ থাকিলেই লোকে পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং তখন ইনি স্ত্রীলোক, ইনি পুরুষ, এটী নিতান্ত শিশু, ইনি অধিকবয়স্ক এরূপ বিবেচনা কেহই করেনা, যেহেতু, লিঙ্গ কিম্বা বয়সকে ত পূজা করিতে হয় না।

কৌশল্যা। উঃ! মনের বেদনাগুলো যেন আবার চেগে চেগে উঠ্‌ছে। (মূর্চ্ছা)

জনক। হায় কি কষ্ট! একি হলো!

অরুন্ধতী। মহারাজ! আর কি দেখ্‌ছেন! আপনাকে দেখে, মহারাজ দশরথকে, তবে আপনার সহিত তাঁর সেই অকৃত্রিম বন্ধুতা, রামচন্দ্র ও সীতার সেই বাল্যাবস্থা, এবং সেই সকল সুখের দিন সমুদায়ই একেবারে এঁর মনে উদয় হওয়াতেই হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন। তাতেই সহসা অবস্থার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? কুলকামিনীদিগের মন যে কুসুমের ন্যায় নিতান্ত কোমল।

জনক। হায়! হায়! বহুকালের পর, প্রিয়বন্ধু মহারাজ দশরথের প্রিয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, ভালরূপ ব্যবহার না করে, আমি আজ্‌ অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত কি কুকর্ম্মই

কর্‌লাম। তিনি আমার শ্লাঘ্য কুটুম্ব এবং প্রিয়-বন্ধু ছিলেন। এবং তাঁহার সহিত আমার এরূপ প্রণয় ছিল যে, তিনি আমার প্রাণতুল্য প্রিয় এবং নয়নের আনন্দস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে আমি জীবনধারণের সমগ্র ফল বিবেচনা করিতাম। বাস্তবিক বলিতে গেলে তিনিই আমার দেহ এবং প্রাণের স্বরূপ ছিলেন, কিম্বা প্রাণ এবং দেহ অপেক্ষা যদি আরও কিছু প্রিয়বস্তু থাকে, তাহা হইলে তিনি আমার সেই সমুদায়েরই স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং তিনি যে কি না ছিলেন তাহা বলিতে পারিনা। আর ইনিও ত সেই কৌশল্যা। যাঁর স্বামীর সহিত সামান্যমাত্র প্রণয়কলহ হইলেই আমি মধ্যস্থ হইয়া উভয়েরই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতাম এবং মাঝে মাঝে অপরাধী-স্বরূপ উভয়েরই নিকটে গালি খাইতাম। তাহার পরে তাঁহাদিগের ক্রোধের নিবারণ কিম্বা বৃদ্ধি, এ সমুদায় আমার মতেই হইত। (সনিশ্বাসে) উঃ! এখন আর সে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করে কাজ নাই, যেহেতু তাহাতে কেবল অত্যন্ত ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়া হৃদয়কে যেন আক্রমণ করিতে থাকে।

অরুন্ধতী। হায়! কি কষ্ট! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস না পড়াতে এঁর শরীর যে ক্রমে আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি।

জনক। হা প্রিয়সখি! (এই বলিয়া গাত্রে কমণ্ডলু-জলসিঞ্চন)

কঞ্চুকী। হায়! নিষ্ঠুর বিধাতা, প্রথমে সুখপ্রদ বন্ধুর ন্যায়, অপরিবর্ত্তনশীলবৎ (১) প্রতীয়মান অনুকূলতা দেখাইয়া এক্ষণে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা মনের বেদনাকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে।

কৌশল্যা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা বাছা জানকি! কোথায় রহিলে? তোমার মুখটী যে আমি আর কিছুতেই ভুল্‌তে পার্চ্চিনা। বাছা! বিবাহের সময়ে তোমার মুখটীকে কি সুন্দরই দেখেছিলাম, আহা! তখন বোধ হচ্ছিল যেন মুখের শ্রীটীই তোমার একমাত্র গহনা। আবার মুখটী হাঁসি-হাঁসি হওয়াতে যেন ফুটন্ত পদ্মের মত হয়েছিল। আহা বাছা! সে মুখটী যে দিবারাত্রিই আমার মনে পড়চে। মা! একবার এস! এস আমার

(১) "একরসাং" অর্থাৎ যাহার রস সর্ব্বতোভাবে অবিমিশ্র এবং নির্দ্দোষ। অর্থাৎ কখন যাহার পরিবর্ত্তন হইবেনা বোধ হয়।

কোলের ধন কোলে এস! তোমার সেই জ্যোৎস্নাতুল্য অঙ্গেতে আমার কোল্ আলো করসে। আহা! মহারাজ সর্ব্বদা বল্তেন, যে, ইনি যদিও এই রঘুকুলের বধূ, তথাপি জনকের সম্পর্কে আমি ঠিক আপনার মেয়ের মত ভাবি।

কঞ্চুকী। মহারাণী যা বল্ছেন সেটী যথার্থ কথা। কেননা মহারাজের যদিও পাঁচটী (১) সন্তান ছিল, তথাপি সুবাহুহন্তা (২) রামই যেমন তাঁর অধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন, সেই রূপ চার্টী বৌয়ের মধ্যে, তিনি প্রিয়দুহিতা শান্তাকে যেমন ভাল বাস্তেন, সীতাকেও ঠিক তেম্নি ভাল বাস্তেন।

জনক। হা মহারাজ দশরথ! হা প্রিয়বন্ধো! তুমি এইরূপে সকলপ্রকারেই মনের মত ছিলে, সুতরাং কি করে তোমাকে বিস্মৃত হইব? কি আশ্চর্য্য! কন্যার পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনেরাই জামাতার আত্মীয়স্বজনকে মান্য এবং পূজা করে থাকেন্। কিন্তু তোমাতে সেটী ঠিক্ বিপরীত দৃষ্ট হইত। কারণ তুমিই সর্ব্বদা

(১) রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং শান্তা। সর্ব্ব সমেত এই পাঁচটী সন্তান।

(২) সুবাহু—রাবণের অনুচর। একটা বিকটাকার রাক্ষস। রামচন্দ্র ইহাকে যুদ্ধে বধ করেন।

আমাকে আরাধনা এবং পূজা কর্‌তে। হায়! দুরাত্মা যম সেই তোমাকে এবং সম্বন্ধের বীজ-স্বরূপ সীতাকে একেবারেই অপহরণ করেছে। সুতরাং সংসার আমার পক্ষে নিতান্ত নরকভোগ হয়ে উঠেছে। আর কেন! এক্ষণে এ পাপাত্মার জীবনে ধিক্।

কৌশল্যা। বাছা সীতে! এখন কি করি! আমার প্রাণ যেন বজ্রনির্ম্মিতের মত কঠিন হয়ে পড়েছে। হায়! আর যে আমায় এখন কিছু-তেই পরিত্যাগ কর্‌তে চায় না।

অরুন্ধতী। রাজপুত্রি! এখন স্থির হও, এর পরে চক্ষের জল ফেলো এখন্। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব কি বলে দিয়েছিলেন তা কি মনে নাই? এখন এই ত, তাই ঘটলো দেখ্‌ছি। এর পরে এতেই আবার ভাল ফল ফল্‌বে।

কৌশল্যা। ভগবতি আর কেন? আমার আশা ভরসা সবই শেষ হয়েছে।

অরুন্ধতী। তবে কি তুমি মনে কর যে বশিষ্ঠের কথা মিথ্যা হবে? সুক্ষত্রিয়ে! এতে অন্যথা ভেবনা। সেটী নিশ্চয় ফল্‌বেই ফল্‌বে। স্বয়ং ব্রহ্মের তেজ যাঁদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাঁদের কথায় কখনই অবিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ

সিদ্ধি স্বয়ং, সততই তাঁদের কথার অনুগত থাকেন। এবং তাঁহারা কখনই বিফল বাক্য প্রয়োগ করেন্ না।

নেপথ্যে কল কল শব্দ এবং সকলের শ্রবণ।

জনক। আজ্ সাধুদিগের অনধ্যায় হওয়াতে ক্রীড়াসক্ত বালকেরা উৎকট চীৎকার করিতেছে।

কৌশল্যা। আহা! ছেলেবেলায় কি সুখেই কাল কাটান যায়। এ কি! এঁদের মধ্যে এটী কে! আহা! ঠিক যেন আমার রামের মত গড়ন! বাছার সৌন্দর্য্যও ঠিক্ তাঁরি মত। মনোহর গোলাল গড়নটী দেখে, আমার চক্ষু যেন শীতল হয়ে যাচ্চে।

অরুন্ধতী। (হর্ষ এবং বাষ্পের সহিত অন্তরালে) ভাগীরথী দেবী যাদের গুপ্তকথা বলে, আমার কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ করেছিলেন এটী নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু এটী কুশ কি লব তার কিছুই স্থির কর্‌তে পার্চ্চিনা।

জনক। আহা! এ বালকটী কে? এটীকে দেখিবামাত্রই, আমার নয়নদ্বয় অমৃতময় অঞ্জনের প্রলেপ দিলে যেরূপ শীতল হয় সেই রূপ শীতল হয়ে যাচ্চে। দেখে বোধ হচ্চে যেন আমার রামচন্দ্র

পুনর্ব্বার শিশুরূপ ধারণ করেছেন। বর্ণ টী যেন নীলপদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং শ্যাম। মস্তকে কাকপক্ষ থাকাতে যেন একটী নূতন রকমের অলঙ্কার বোধ হচো। কান্তিটী কি নির্ম্মল! দেহের শোভাতে শিশুসমাজকে যেন একেবারে অলঙ্কৃত করে তুল্‌চে।

কঞ্চুকী। আমার বিবেচনা হয় যে এটী ক্ষত্রিয়সন্তান, কিন্তু ব্রহ্মচারী হয়েছে।

জনক। তাই হবে, যেহেতু পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুটী তূণীর (১) রয়েছে, এবং দুটীই শরপূর্ণ দেখ্‌ছি। পুঙ্খগুলি কঙ্কপত্রনির্ম্মিত। সে গুলি আবার উন্নত হয়ে চূড়াতে লেগেছে। বক্ষঃস্থলটী ভস্মলিপ্ত, এবং অতি পবিত্র একখানি রুরুমৃগের চর্ম্মে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। পরিধান একখানি মঞ্জিষ্ঠা রসরঞ্জিত বস্ত্র। সে বস্ত্র মুর্ব্বালতার তন্তু দ্বারা কটিদেশে নিবিড়নিবদ্ধ। হস্তে ধনু এবং একগাছী অশ্বত্থ নির্ম্মিত যষ্টি। দুই গাছী জপমালা হস্তদুইটীকে বলয়াকারে বেষ্টন করে রয়েছে। ভগবতি অরুন্ধতি! এটী কে, কোথা হইতে

(১) তূণীর-অর্থাৎ বাণ রাখিবার পাত্র। এগুলি বংশ নির্ম্মিত, কিন্তু উপরে চর্ম্মে আবৃত।

আসিল, এবং কাহার সন্তান, আপনি এসকল জানেন কি?

অরুন্ধতী। আমরাও যে আজকেই এখানে এসেছি। (১)

জনক। আর্য্য গৃষ্টে! এটীকে জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল হচ্যে। তা আপনি গিয়ে ভগবান বাল্মীকীকে জিজ্ঞাসা করুন আর এই বালকটীকেও বলুন যে, এই কয়টী প্রাচীনেরা তোমাকে দেখ্‌তে চাচ্যেন।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

কৌশল্যা। কি বল্‌চ? এ বল্যে কি আস্‌বে?

অরুন্ধতী। বিধাতা যাকে এরূপ গড়েছেন তার সাধুব্যবহারের কি অন্যথা হয়?

কৌশল্যা। (দেখিয়া) ঐ যে বাছা আমার গৃষ্টির সবিনয় বাক্য শুনে ঋষিবালকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এই দিকেই আস্‌ছে।

জনক। (অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া) উঃ! একি! এ বালকটীর কি অদ্ভুত মহিমা! কি অনির্ব্বচনীয় বিনয়! কি সরলতা! মহিমাটী যেন বিনয় শিশুতা এবং ঋজুতাতে কোমল হইয়া গিয়াছে।

---

(১). অদ্যই এস্থানে আসিয়াছি, সুতরাং এস্থানের বৃত্তান্ত বলিতে আপনিও যে রূপ আমরাও সেই রূপ।

যথার্থ সামাজিকেরাই এ মহিমার ভাবগ্রহণে সমর্থ; অসামাজিকদিগের কর্ম্ম নহে; অয়স্কান্ত মণির খণ্ড স্বল্পপ্রমাণ হইলেও যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে সেই রূপ প্রবল আহ্লাদ আমার নিশ্চল মনকে অনায়াসেই হরণ করিতেছে। (১)

লবের প্রবেশ।

লব। ইঁহাদিগের নামাবলী, কাহাঁর পর কাহাঁকে প্রণাম করিতে হইবে, এবং কে কোন্ কুলসম্ভূত তাহারও কিছুই জানি না। আবার ইঁহারাও ত আমার পূজনীয় দেখিতেছি। সুতরাং আপনা-আপনিই বা কি করে প্রণাম করি: (চিন্তা করিয়া) অথবা এইপ্রকারই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ প্রাচীনেরা এই কথা বলে থাকেন। (নিকটে গিয়া সবিনয়ে) এই, লব আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে।

অরুন্ধতী এবং জনক। বৎস! দীর্ঘায়ু হও।

কৌশল্যা। বাছা! চিরজীবী হও।

---

(১) অর্থাৎ এই শিশুকে দর্শন করিয়া আমার মন এতদূর আহ্লাদিত হইয়াছে, যে আমি আর কোন রূপেই তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

অরুন্ধতী। এস বাছা এস! (লবকে ক্রোড়ে করিয়া অন্তরালে) অনেক দিনের পর আজ্ আমার ক্রোড় এবং মনোরথ দুইই পূর্ণ হলো।

কৌশল্যা। বাছা! এদিকেও একবার এস। (ক্রোড়ে করিয়া) আহা! আমার রামের যেমন তেমনি বাছার শরীরটিই কেবল যে নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মালার মত উজ্জ্বল, তা নয়, পদ্মের পরাগ খেলে হংসের স্বর যেমন মিষ্ট হয়, কথাবার্ত্তাগুলি ঠিক সেইরূপ মিষ্ট হওয়াতে অবিকল আমার রামচন্দ্রের মত হয়েছে। শরীরটী স্পর্শ কর্‌লেও ঠিক্ তাঁরি মত বোধ হয়। যেন প্রস্ফুটিত কমলের গর্ভের মত কোমল। বাছা প্রাণধন! তুমি চিরজীবি হও! দেখি তোমার চাঁদ মুখখানি দেখি (চিবুক উন্নত করিয়া দেখিয়া সহর্ষে এবং সজল নেত্রে) রাজর্ষে! দেখ্‌চেন্‌না কি? ভাল করে দেখে বোধ হচ্চে, যে মুখটী ঠিক আমার বৌমার মত।

জনক। দেখি সখি!

কৌশল্যা। উঃ! আমার হৃদয় যে পাগলের মত হয়ে গ্যালো! এ কি! আমার মনে যে কতখানা

হচ্চে তা আর কি বল্‌ব! হায়! আমার কি প্রলাপ হলো নাকি। (১)

জনক। বৎসা সীতা এবং বৎস রামচন্দ্রের আকৃতির সম্পূর্ণ প্রতিরূপ এই বালকে প্রতিবিম্বিতের ন্যায় অবিকল প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। আহা! সকলই ত সেই রূপ দেখিতেছি। সেই বাক্য, সেই স্বাভাবিক বিনয়, সেই পবিত্র প্রভাব। অথবা, এ সকলি ভ্রম। হা বিধাতঃ! (আমি ভ্রান্ত হইয়াছি) আমার মন চঞ্চল হইয়া কেন এরূপ অপথে পদার্পণ করিতেছে? (২)

কৌশল্যা। বাছা! তোমার মা আছেন কি? তোমার বাপ কে মনে পড়ে?

লব। না।

কৌশল্যা। তবে তুমি কাদের?

লব। ভগবান্‌ বাল্মীকীর।

কৌশল্যা। বাছা! যা জিজ্ঞাসা কচ্চি তারই উত্তর দেও।

লব। আমি এই পর্য্যন্তই জানি।

---

(১) অর্থাৎ আমার বোধ হইতেছে যে, এটী নিশ্চয়ই সীতার গর্ভে জন্মিয়াছে।

(২) অথবা এ সমুদায়ই আমার ভ্রম হইয়াছে। কেননা এ হতভাগ্যের পোড়া অদৃষ্টে কি সীতার গর্ভজাত পুত্রের দর্শন ঘটিবে?

নেপথ্যে।

অহে সেনাগণ! কুমার চন্দ্রকেতু এই আদেশ কর্চ্যেন, যে কেহ যেন আশ্রমের সন্নিহিত ভূমির উপর অত্যাচার না করে।

অরুন্ধতী এবং জনক। কুমার চন্দ্রকেতু যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে রক্ষা কর্‌বার জন্য এই স্থানে এসেছেন দেখ্‌ছি। তা ভালই হয়েছে, আজ্ তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে এখন। হায়! আজ্ কি সুখের দিন!

কৌশল্যা। আহা! "বৎস লক্ষ্মণের পুত্র আজ্ঞা কর্‌ছেন," এই কথাগুলি যেন অমৃতবিন্দুর মত মধুর।

লব। মহাশয়! চন্দ্রকেতুটী কে?

জনক। মহারাজ দশরথের পুত্র রাম আর লক্ষ্মণকে জান কি?

লব। রামায়ণে যাঁদের কথা শুনেছিলাম, তাঁরাই ত?

জনক। হাঁ তবে আর জানবে না কেন? ইনি সেই লক্ষ্মণের পুত্র, নাম চন্দ্রকেতু।

লব। ঊর্ম্মিলার পুত্র? তবে ইনি মহারাজ মিথিলাধিপতির দৌহিত্র?

অরুন্ধতী। (হাঁসিয়া) কুমার ত কথাবার্ত্তায় খুব নিপুণ (প্রবীণ) দেখ্‌ছি।

জনক। যদি তুমি এত কথা জান, আচ্ছা তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই দশরথের পুত্রগণের মধ্যে কার কি সন্তান হয়েছে? তাদের নামই বা কি? আর কার স্ত্রীর কি সন্তান?

লব। কৈ একথা ত আমরা কিম্বা অন্য কেহই শুনে নাই।

জনক। কেন? কবি কি লেখেন নাই?

লব। লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই। তারই একটী স্থান তিনি নাটকাকারে রচনা করেছেন সেটী খুব মধুর হয়েছে বলে তিনি অভিনয় কর্‌বার উদ্দেশে সেই হস্তলিপি খানি তৌর্য্যত্রিকসূত্রকার (১) ভরত মুনিকে দিয়েছেন।

জনক। তাঁকে দিয়েছেন কি জন্য?

লব। তিনি সেই খানি অপ্‌সরাদের দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে।

---

(১) তৌর্য্যত্রিক—নৃত্য, গীত এবং বাদ্যাত্মক নাট্য শাস্ত্র। ভরতমুনি সেই শাস্ত্রের প্রথমপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত আছেন।

জনক। এ সকল গুলিই আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

লব। সে খানিতে ভগবান বাল্মীকির বড় যত্ন। গুটিকত ছাত্রের হাতে দিয়ে তিনি সেই খানি ভরত মুনির আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর কোন বিপদ্ ঘটলে তাহা নিবারণ কর্‌বার উদ্দেশে, আমার ভ্রাতাকে ধনুর্হস্তে তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

কৌশল্যা। তোমার কি আরও ভাই আছে?

লব। আছেন। তাঁর নাম কুশ।

কৌশল্যা। তোমার কথাতে বোধ হচ্যে যে তিনি তোমার চেয়ে বড়?

লব। হাঁ তাই বটে। প্রসবক্রমেতে তিনিই বড়।

জনক। তবে তোমরা দুটী ভাই কি যমজ?

লব। আজ্ঞা হাঁ।

জনক। রামচরিতের যে পর্য্যন্ত জান, সব বল দেখি?

লব। রাজা রামচন্দ্র মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হয়ে সেই দেবভূমিদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করেন। পরে লক্ষ্মণ পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁহাকে একাকিনী বনে পরিত্যাগ করিয়া আসেন।

কৌশল্যা। হা বাছা! হা চন্দ্রমুখি! দৈবনিগ্রহে

বনে যে তোমার একাকিনী কি দুর্দ্দশা ঘট্‌লো তাহার কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্যি না।

জনক। হা বৎসে! তুমি সেই নিদারুণ এবং অভূত-পূর্ব্ব অবমাননা প্রাপ্ত হয়ে প্রসববেদনার সময় আপনাকে চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত দেখে সন্ত্রস্তমনে কতবার যে "হা তাত! রক্ষা কর রক্ষা কর" বলে আমাকে স্মরণ করেছ তার স্থিরতা নাই।

লব। (অরুন্ধতীর প্রতি) পূজ্যতমে। এঁরা দুজন কে?

অরুন্ধতী। ইনি কৌশল্যা আর ইনি জনক।

(সম্মান, খেদ এবং কৌতুকের সহিত উভয়কে লবের দর্শন)

জনক। উঃ! পুরবাসীদিগের কি অনধিকারচর্চ্চা! এবং রাজা রামচন্দ্রেরি বা কি অবিমৃষ্যকারিতা! সীতার বনবাসরূপ দারুণ বজ্রাঘাতের বিষয় অনবরত চিন্তা করতে করতে আমার ক্রোধানল আজ্‌ ধগ্‌ করে জ্বলে উঠবার অবকাশ পেয়েছে। আজ্‌ আমি হয় অভিশাপ নতুবা এই ধনুর দ্বারা অপরাধীদিগকে নিপাত করে এই দারুণ ক্রোধানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ করব।

কৌশল্যা। ভগবতি রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! কুপিত রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন! নতুবা সর্ব্বনাশ হয়।

অরুন্ধতী। বড়লোক অবমানিত হলে তাঁদের চিত্ত প্রায় এইরূপি হয়ে পড়ে। মহারাজ! রাম যে আপনার সন্তানের মধ্যে গণ্য, এবং দরিদ্র প্রজাদের ত কথাই নাই, কেননা তারা আপনার প্রতিপাল্য।

জনক। অথবা আমার রামের প্রতি শাপ কিম্বা চাপ (১) এর কিছুই প্রয়োগ করা হতে পারেনা, কারণ, তিনি আমার পুত্রস্থানীয়! এবং পুরবাসীরাও আমার অবধ্য, কেননা তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ, বিকলেন্দ্রিয় অথবা স্ত্রীজাতি।

বটুগণের প্রবেশ।

বটুগণ। (সসম্ভ্রমে) কুমার! সহরে ঘোড়া বলে যে এক রকম আশ্চর্য্য জন্তুর নাম শোনা যায়, আজ্ আমরা স্বচক্ষে তাই দেখেছি।

লব। হাঁ পশুশাস্ত্রে এবং যুদ্ধশাস্ত্রে অশ্বের নাম ত প্রায়ই পড়া যায় বটে। আচ্ছা দেখ্‌তে কেমন ধারা বল দেখি।

বটুগণ। শুনুন্। পেছুন্ দিকে একটা মস্ত ল্যাজ

(১) ধনুকের অগ্রভাগ।

আছে, সেইটে আবার অনবরত নাড়্‌তে থাকে। গলাটা ভারি লম্বা। চারখানা খুর। কচি কচি ঘাস খায়, আর আমের মত বড় বড় পিণ্ডাকৃতি বিষ্ঠা ত্যাগ করে। আর বলে কাজ নাই? ঐ চলে যাচ্চে। আসুন্! আসুন্! শীঘ্র যাই। (ইহা বলিয়া নিকটে গিয়া মৃগচর্ম্ম এবং হস্ত ধরিয়া সকলের আকর্ষণ)

লব। (কৌতুক উপরোধ, ও বিনয়ের সহিত) মহাশয়েরা দেখুন্! দেখুন্! এরা আমায় ধরে নিয়ে যাচ্চে (শীঘ্র শীঘ্র গমন)

অরুন্ধতী এবং জনক। আহা! বাছা দর্শনেচ্ছাটী পূর্ণ করুক্।

কৌশল্যা। আমি যে একে না দেখে আর প্রাণে বাঁচিনা। তা যা হোক্, অন্য দিক দিয়া বাছাকে দেখিগে চলুন্।

অরুন্ধতী। সে চঞ্চল এতক্ষণ অনেক দূর গিয়েছে, তবে আর কি করে দেখ্‌বেন বলুন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। ভগবান্ বাল্মীকী বল্যেন, যে আপনারা সময়ে এ সকলি জান্‌তে পার্‌বেন।

জনক। বোধ হয় এর ভিতরে একটা গুরুতর কাণ্ড

আছে। ভগবতি অরুন্ধতি! সখি কৌশল্যে! আর্য্য গৃষ্টে! তবে আসুন আমরা স্বয়ং গিয়ে ভগবান্ বাল্মীকীকে দেখিগে।

বৃদ্ধবর্গের প্রস্থান।

বটুগণ। কুমার! এই সেই আশ্চর্য্য জন্তু দেখুন!

লব। দেখেছি। আর বুঝ্‌তেও পেরেছি যে এটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব।

বটুগণ। কি করে বুঝ্‌লেন?

লব। মূঢ়! অশ্বমেধপ্রকরণে তোমরা ত এর সমুদায় বৃত্তান্তই পড়েছ। আর দেখ্‌তেও ত পাচ্য, যে শত শত বর্ম্মধারী, দণ্ডহস্ত এবং তূণীরধারী পুরুষেরা এর রক্ষা কর্‌চে। সৈন্যদের মধ্যে ত অধিকাংশই এইরূপ দেখ্‌ছি যদি এতেও বিশ্বাস না হয় তবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

বটুগণ। আচ্ছা একে বেষ্টন করে নিয়ে বেড়াচো কেন বল দেখি?

লব। (সস্পৃহও স্বগত) আহে কি জান? দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয়েরা অপরাপর সমুদায় ক্ষত্রিয়কে পরাজিত কর্‌বার পর মহাসমারোহে এইরূপেই আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করে থাকেন।

নেপথ্যে।

"সপ্তলোক মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় বীর।
নির্ব্বংশ রাবণবংশ যাঁ। হতে (সুধীর)॥
এ জয়পতাকা অশ্ব সকলি তাঁহার।
অথবা এদুটী তাঁর বীরত্ব প্রচার।"

লব। (মহাকষ্টে) উঃ! কথাগুলি শুন্‌লে যেন গা জ্বলে উঠে।

বটুগণ। (পরস্পরের প্রতি) কি বলচ তোমরা? কুমার যে খুব বুদ্ধিমান। সকলই বুঝ্‌তে পারেন।

লব। অরে! পৃথিবীতে কি ক্ষত্রিয় নাই, যে তোরা এমন কথা বল্‌চিস্‌?

নেপথ্যে।

মহারাজের কাছে আবার ক্ষত্রিয় কেরে?

লব। ধিক্‌ মূর্খ! যদি তোর রামাদি বড় বীর হয় হলই, তা এরূপ ভয় দেখাচ্চিস্‌ কি? আর ঝগড়া করে কি হবে। এই দেখ্‌ আমিই তোদের প-তাকা কেড়ে নিই। (বটুগণের প্রতি) অহে অপদার্থটাকে ঢিল মার্‌তে মার্‌তে তোমরা তাড়িয়ে নিয়ে যাওত। আর সেই রোহিত হরি-ণদের মাঝে চর্‌তে দেওগে যাও।

একজন ক্রুদ্ধ পুরুষের সদর্পে প্রবেশ।

পুরুষ। তোদের চাঞ্চল্যকে ধিক্! তোরা কি বল্‌ছিলি? জানিস্ না যে সৈনিক পুরুষেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এবং সামান্য কারণেই ক্রূরের মত কাজ করে। এরা শিশুদেরও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করে না। শুনচিস? শত্রুহন্তা রাজপুত্র চন্দ্রকেতু পূর্ব্বদিকের ঐ মনোহর বনটী দেখ্‌তে গিয়েছেন। এই বেলা প্রাণ নিয়ে তোরা এই বনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যা।

বটুগণ। কুমার! আমাদের এ ঘোড়ায় কি হবে? ঐ দেখুন্ সৈনিক পুরুষেরা আপনাকে বক্‌ছে। আর দেখেছেন ওদের অস্ত্রগুলো কেমন ঝক্‌মক করে উঠ্‌ছে আবার আমাদের আশ্রমও এখান থেকে অনেক দূর। আসুন আমরা এই বেলা হরিণের মত দৌড়ে দৌড়ে পালয়ে যাই।

লব। কি? অস্ত্র গুলো ঝক্‌মক্ কর্‌ছে? আচ্ছা (এই বলিয়া ধনুতে জ্যারোপণ) যম যেমন জগৎ গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হয়ে মুখব্যাদান করে, আমার এ ধনুকের উদরও আজ্‌কে ঠিক্ সেইরূপ বিস্ফারিত হবে। এবং ইহার বৃহৎ কোটিদ্বয় (১)

---

(১) জ্যা—ছিলা।

জ্যা রূপ জিহ্বার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, অনবরত মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ঘোর শব্দ কর্‌তে থাক্‌বে।

(এইরূপে সকলের যথোচিত পরিক্রমণ

এবং প্রস্থান)

কৌশল্যা এবং জনকের পরস্পর সাক্ষাৎকার

নামে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

নেপথ্যে।

ওহে সৈন্যগণ! আর ভয় কি! আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এসেছেন। ঐ দেখ কুমার চন্দ্রকেতু আমাদের যুদ্ধের কথা শুনে সুমন্ত্রসারথিকর্ত্তৃক চালিত রথে আরোহণ করে এই দিকেই আস্‌ছেন। উঃ! সুমন্ত্র সারথি শীঘ্র শীঘ্র আস্‌বার জন্য ঘোড়াগুলোকে কি বেগেই চালিয়েছেন! ঘোড়াগুলো ভারি বেগগামী বলে যেন উড়ে আস্‌ছে বোধ হয়। পথটী আবার উঁচু নিচু হওয়াতে রথখানি প্রতিপদেই ঠোক্কোর খাচ্যে, সুতরাং কোবিদারের (১) ধ্বজাটী অনবরত নড়্‌তে লেগেছে।

(সহর্ষ এবং বিস্মিত চন্দ্রকেতুর ধনুক হস্তে করিয়া সুমন্ত্র সারথিকর্ত্তৃক নুদ্যমান রথারোহণে প্রবেশ)

চন্দ্রকেতু। আর্য্য সুমন্ত্র! দেখুন্! দেখুন! এই বীর বালকটীর মুখখানি ঈষৎ কোপে যেন একেবারে

---

(১) কোবিদার—বৃক্ষবিশেষ। পূর্ব্বে লোকে ইহারই কাষ্ঠে ধ্বজাদণ্ড নির্ম্মাণ করিত।

রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে, চূড়া পাঁচটী আবার অনবরত কাঁপ্‌তে লেগেছে (১)। আর রণভূমিতে সৈন্য-দিগের উপরে যেরূপ বাণবর্ষণ কর্‌চেন তাতে ত এঁকে সামান্য বীর বলে বোধ হয় না। অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ করাতে এঁর ধনুকের অগ্রভাগ দুটী অনবরত শব্দ কর্‌তে লেগেছে। উঃ! কি আশ্চর্য্য! এঁকে দেখে আমার মনে কেমন এক প্রকার ভাবের উদয় হচ্যে। উঃ একি! শরের দ্বারা হস্তিদিগের কপোলদেশ ভেদ করাতে ঘোর টঙ্কার শব্দে দিক্‌ সকল একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর অনবরত এত বাণ ছুড়্‌ছেন, যে আমাদের সৈন্যব্যূহের মধ্যে যেন আগুন জ্বল্‌চে বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য! ইনি দেখ্‌ছি মুনিবালক, তাতে আবার একাকী, সুতরাং এইরূপ কাণ্ড করাতে আমার বোধ হচ্যে যে, ইনি নিশ্চয়ই কোন রঘুবংশীয়ের পুত্র, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহাঁর ক্ষমতার সম্যক্‌ বৃদ্ধি হয় নাই।

সুমন্ত্র। আয়ুষ্মন্‌! দেব ও অসুর অপেক্ষাও অধিকতর বীর্য্যশালী এবং ত্বৎসদৃশ রূপবান এই শিশুটীকে দেখে, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালে যে

(১) পূর্ব্বে চূড়াকরণের পরে পাঁচটী শিখা ধারণ করা রঘুবংশীয়দিগের কুলপ্রথা ছিল।

সকল রাক্ষস তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট কর্‌তে এসেছিল, তাদের বিনাশ করবার নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারী শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে পড়্‌ছে।

চন্দ্রকেতু। কেবল এঁকেই হারাবার জন্য এত আড়ম্বর দেখে আমি বড়ই লজ্জিত হয়েছি। কি আশ্চর্য্য! রণভূমিতে সৈন্যেরা নানাপ্রকার দেদীপ্যমান অস্ত্রসমূহ করতলের দ্বারা ধারণ করত, চতুর্দ্দিকে শব্দায়মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনকঘণ্টাযুক্ত রথে আরোহণ করে, অল্প অল্প মদস্রাবী সুতরাং মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান গজযূথের সহিত মিলিত হয়ে, অসহায় এই শিশুটীকে মহাযত্নে ঘিরে রেখেছে!!

সুমন্ত্র। বৎস! এরা সবগুলোতেই বা এঁর কি কর্‌তে পারে? তাতে আবার বিভক্ত হয়েছে?

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! শীঘ্র চলুন! শীঘ্র চলুন! ইনি যে, আমাদের সমুদায় আশ্রিত লোক্‌কে মেরে ফেল্‌লেন দেখ্‌ছি। একে ত গিরিকুঞ্জরদিগের বৃংহিত ধ্বনিতে কর্ণরন্ধ্র ব্যথিত হচ্চে। তাতে আবার চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর দুন্দুভিধ্বনি সুতরাং ইঁহার ছিলার শব্দে গগনমণ্ডল একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইনি কবন্ধদের ভয়ঙ্কর ছিন্নমুণ্ডে রণভূমি একেবারে আচ্ছন্ন করে তুলেছেন। উঃ! এই সব দেখে বোধ হচ্চে যেন ভোজন

কর্‌তে কর্‌তে ক্রুদ্ধ হয়ে অবশেষে গ্রন্থ মুণ্ডগুলি উদ্ধার করে ফেল্‌তেছেন।

সুমন্ত্র। (স্বগত) এই প্রকার অদ্ভুতপরাক্রমীর সহিত বৎস চন্দ্রকেতু কিরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন? (চিন্তা করিয়া) অথবা আমরা ইক্ষ্বাকু-গৃহেই চিরকাল প্রতিপালিত হয়েছি (১) সুতরাং যা উপস্থিত হয়েছে, তাতে যুদ্ধ করা ভিন্ন আর কি গতি আছে।

চন্দ্রকেতু। (সম্ভ্রম লজ্জা এবং বিস্ময়ের সহিত) কি! আমার সৈন্যেরা এদিকে ওদিকে পালাচ্যে। ধিক্! তাদের ধিক্!

সুমন্ত্র। (রথবেগের অভিনয় করিয়া) আয়ুষ্মন্! আমরা এতক্ষণ এঁরই কথা কহিতেছিলাম।

চন্দ্রকেতু। (বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া) আর্য্য! আখ্যায়কেরা এঁর কি নাম বল্যে? (২)

সুমন্ত্র। লব এই নামটী বল্যে।

চন্দ্রকেতু। ওহে মহাবাহু লব! সৈন্যদের সঙ্গে তোমার ও কি হচ্যে? এই যে আমি রয়েছি; এই

---

(১) সুতরাং তাঁহারা কোন ক্রমেই সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন না তাহাও বিশেষ জানি।

(২) আখ্যায়ক—যাহারা রণভূমিতে উভয় পক্ষের নামকীর্ত্তন করে তাহারাই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দিকেই এস যে তেজের দ্বারাই তেজ নিবারণ হবে এখন।

সুমন্ত্র। কুমার! দেখুন! দেখুন! এই বীর শিশুটী আপনাকর্ত্তৃক আহূত হয়ে দর্পিত সিংহশাবক যেমন মেঘগর্জ্জন শুনে গজশ্রেণীর সংহারকার্য্য হতে নিবৃত্ত হয় সেই রূপ আমাদের সৈন্যগণের বিনাশ হতে নিবৃত্ত হয়ে এই দিকে আস্‌ছে।

(সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে লবের সত্বর প্রবেশ।)

লব। সাবাস! রাজকুমার! সাবাস! তুমিই যথার্থ ইক্ষাকুবংশীয়! এই যে আমিও এসেছি।

নেপথ্যে অত্যন্ত কোলাহল।

লব। (সবেগে ঘুরিয়া) আঃ! সৈন্য বেটারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিবার পরে, পুনর্ব্বার ফিরে এসে, সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক আবার যে "যুদ্ধ দেও" "যুদ্ধ দেও" বলে আমায় বিরক্ত কর্‌তে লাগ্‌লো দেখ্‌ছি। এরূপ মূর্খ সেনাপতিদিগকে ধিক্! প্রলয়কালীন ঝটিকাবেগে আন্দোলিত সমুদ্র প্রবাহের ন্যায় ইতস্তত চালিত সৈন্যদিগের এই তুমুল কোলাহল, বাড়বাগ্নি সমুদ্রগর্ভস্থ পর্ব্বতের আঘাতে যেমন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমার এই প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নির শিখাতে সব বে-

টাদের পুড়িয়ে মার্‌ছি, রঃ। (ইতস্তত পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু। ওহে কুমার! তোমার গুণসমূহেতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। সেই জন্য তুমি এখন আমার সখা হলে। অতএব এই সমুদায় পরিজন এখন তোমারি দিগাকে এত ভৎর্সনা কর্‌ছ কেন? এস এই চন্দ্রকেতুই তোমার দর্পের উপযুক্ত পরীক্ষাস্থল।

লব। (সহর্ষে সত্বর ফিরিয়া) উঃ! মহানুভব সূর্য্যবংশতনয়ের বীরবাক্যগুলি কি প্রসন্ন (১) এবং কর্কশ (২) তবে আর এ বেটাদের কাজ কি? এখন এঁরই মান রক্ষা করি (৩)।

নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল।

লব। (ক্রোধ এবং বিরক্তির সহিত) আঃ! এ বেটারা যে রণভূমিতে এই বীরটীর সহিত যুদ্ধে বাধা দিয়ে আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে লাগ্‌লো দেখ্‌ছি। (এই বলিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে গমন)

চন্দ্রকেতু। (সুমন্ত্রের প্রতি) আর্য্য! যথার্থ যা দেখবার উপযুক্ত তাই দেখুন। এই দেখুন এই বীরটী

---

(১) সৌজন্যপূর্ণ এবং মধুর।

(২) বীররসপূর্ণ এবং তীক্ষ্ণ।

(৩) অর্থাৎ এঁর সহিতই যুদ্ধ করি।

কৌতুকজনক দর্পের পরবশ হয়ে আমার প্রতি লক্ষ্য করত ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক এই দিকেই আসছেন। আবার সৈন্যেরা ওঁর পাছে লাগাতে দুই দিক হতে চলিত বায়ুভরে বিচলিত এবং ইন্দ্রধনুলাঞ্ছিত মেঘের শোভার ন্যায় শোভা হয়েছে।

সুমন্ত্র। কুমার চন্দ্রকেতুই যথার্থ এঁকে দেখতে জানেন। আমরা কেবল বিস্ময়েই মরি বৈ ত না!

চন্দ্রকেতু। ওহে রাজগণ! তোমরা অসংখ্য হস্তী অশ্ব এবং রথ প্রভৃতিতে আরোহণ এবং সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মের দ্বারা আবৃত করে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও, পাদচারী, সহায়হীন ও পবিত্র চর্ম্মমাত্রের দ্বারা আবৃতদেহ, এবং শৈশব প্রযুক্ত কোমলকলেবর এই বালকটীর সঙ্গে যে যুদ্ধ করবার জন্য যে বদ্ধপরিকর হয়েছ তাহাতেই তোমাদের সকলকে ধিক্। (১)

লব। (সদুঃখে) কি! ইনি আবার আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করছেন যে! (চিন্তা করিয়া) যা হোক্ এখন সৈন্যগুলোকে ততক্ষণ জৃম্ভকাস্ত্রের দ্বারা স্তব্ধ করে রাখি, তা না হলে অনেক সময় নষ্ট হতে পারে (ধ্যানারম্ভ)।

---

(১) অর্থাৎ তোমরা একটী বালককে মারিতে এতদূর আড়ম্বর করিয়াছ দেখিয়া আমি বড় লজ্জিত হইলাম।

সুমন্ত্র। একি! অকস্মাৎ আমাদের সৈন্যদের গোলমাল শব্দ থেমে গেল কেন?

লব। এঁকে যে এখনও খুব গর্ব্বিত দেখ্‌ছি?

সুমন্ত্র। বৎস! বোধ হয় ঐ বালকটী জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করেছে।

চন্দ্রকেতু। এতে আর সন্দেহ কি? তমোরাশি এবং বিদ্যুৎপুঞ্জের একত্রসন্নিবেশের ন্যায় প্রথমে নিমীলিত এবং পরক্ষণেই উন্মীলিত চক্ষু, বিষয়গ্রহের নিমিত্ত প্রযুক্ত হলেও তাদের অত্যন্ত ক্লেশ হচ্চে। আর সৈন্যেরাও ত চিত্রলিখিতের ন্যায় স্পন্দহীন হয়ে রয়েছে দেখছি। সুতরাং এ যে অপ্রহতবল জৃম্ভাস্ত্রই স্ফূর্ত্তি পাচ্চে তার আর সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আকাশটী পাতালের অভ্যন্তরবর্ত্তী লতাকুঞ্জেতে উপচিত অন্ধকাররাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, এবং উত্তপ্ত ও জাজ্জ্বল্যমান পিত্তলের পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতির ন্যায়, দেদীপ্যমান জ্যোতির্বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলি, প্রলয়কালে উদিত ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার বায়ুকর্ত্তৃক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং মেঘাশ্লিষ্ট বিদ্যুতের দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ, ওগুহাযুক্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরেরদ্বারাই যেন ব্যাপ্ত হচ্চে।

সুমন্ত্র। আচ্ছা ইনি জৃম্ভকাস্ত্র পেলেন কোথা থেকে ?

চন্দ্রকেতু। বোধ হয় ভগবান্ বাল্মীকীর কাছে থেকে।

সুমন্ত্র। বৎস! কৈ তিনি ত অস্ত্র ব্যবহার করেন না, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্র ত নয়ই। যেহেতু এগুলি কৃশাশ্বেরই তনয়ের স্বরূপ (১) কিন্তু পরে কৌশিক ঋষি তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত হন। অবশেষে তিনি রামচন্দ্রকে আপনার শিষ্য বলেই দিয়াছিলেন এই পর্য্যন্ত।

চন্দ্রকেতু। কৃশাশ্ব ব্যতিরিক্ত, যাঁদের বল ক্রমশই বর্দ্ধিত হচ্চে এমন দুটী একটী মন্ত্রনির্ম্মাতারা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও আপনারা দিব্যাস্ত্র লাভ করেন।

সুমন্ত্র। বৎস। সাবধান হও, বীর প্রায় নিকটে এসেছেন।

কুমারদ্বয়। (পরস্পরের প্রতি) আহা! ইনি কি সুন্দর! (স্নেহ এবং অনুরাগের সহিত দেখিয়া) হঠাৎমিলনই হোক্, কিম্বা গুণের আতিশয্যই হোক্ অথবা জন্মান্তরের কোন পুরাতন নিকট-সম্বন্ধই হোক্ অথবা দৈববশে অজ্ঞাত কোন নিজ আত্মীয়তাই হোক্ এর মধ্যে যা হোক্

(১) অর্থাৎ কৃশাশ্বই এগুলির প্রথম সৃষ্টি করেন।

একটী হবেই। কেননা, এঁকে দেখে অবধি আমার হৃদয়ে যেন কেমন একপ্রকার আনন্দের উদয় হচ্যে।

সুমন্ত্র। প্রাণীদিগের ধর্ম্মই প্রায় এই যে একজনের প্রতি অপরের হঠাৎ কেমন একটী প্রণয়ভাবের উদয় হয়ে পড়ে। যাকে লোকে "তারামৈত্রক"। (১) কিম্বা "চক্ষূরাগ" (২) বলে নির্দ্দেশ করে থাকে। এইরূপ প্রণয়কেই লোকে অকৃত্রিম প্রণয় বলে। যেহেতু, যে প্রণয় কোন কারণ না থাকিলেও আপনাপনিই হয়, সে প্রণয়ের আর কিছুমাত্র নিবারণের উপায় থাকে না। এবং সেই স্নেহাত্মক প্রণয়সূত্রে উভয়ের অন্তঃকরণবৃত্তিকে যুড়িয়া যেন এক করিয়া ফ্যালে।

কুমারদ্বয়। (পরস্পরের প্রতি) রাজপট্ট মণিসদৃশ মসৃণ ইঁহার এই শরীর কিপ্রকারে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করি? আলিঙ্গন করিবার অভিলাষবশতঃ

---

(১) চক্ষুর কণীনিকার সহিত প্রণয়কে তারামৈত্রক বলে।

(২) চক্ষুর রাগ অর্থাৎ অনুরাগ। অকৃত্রিম প্রেম কিছুরই অপেক্ষা করেনা। অবলোকন মাত্রেই দুই জনের হৃদয়ে সেই রূপ প্রেমের আবির্ভাব হয়। এবং সেই প্রেমকেই তারামৈত্রক এবং চক্ষুরাগ বলে।

যে শরীরের সমাগম লাভের আশায় আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইনি ত দেখিতেছি যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়েছেন, সুতরাং এখন আর অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতিরেকে কি গতি আছে? আবার ইহাও বটে, যে যে অস্ত্র এরূপ বীরের প্রতি প্রয়োগ করা না গেল সে অস্ত্রও বৃথা। আবার ইনি অস্ত্রপ্রয়োগ করতে চেষ্টা কর্‌লে আমি যদি স্নেহবশতঃ যুদ্ধ না করি, তা হলেই বা ইনি কি বল্‌বেন? অথবা বীরদিগের নিষ্ঠুর নিয়ম এইরূপেই স্নেহপ্রসরের প্রতিবন্ধকতাচরণ করে থাকে।

সুমন্ত্র। (লবকে দেখিয়া সজলনয়নে স্বগত) হৃদয়! কেন অন্যপ্রকার ভাবছ? (১) যিনি আমাদের আশার বীজস্বরূপা ছিলেন, পোড়া বিধাতা সেই সীতাকে অগ্রেই মারিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এখন আর বৃথা আশা কেন? পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বেই লতাকে কাটিয়া ফেলিলে তাহাতে কি আর পুষ্পোদ্গম সম্ভবে?

চন্দ্রকেতু। আর্য্য সুমন্ত্র! আমি রথ থেকে নেমে যাই।

---

(১) ইনি রামের পুত্র হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে আর কেন এঁকে তাই ভেবে আকুল হচ্ছ।

সুমন্ত্র। কেন? কি জন্যে?

চন্দ্রকেতু। যেহেতু এই পূজনীয় বীরপুরুষ ভূতলে রয়েছেন, আর তা হলে ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মেরও অনুসরণ করা হলো, কেননা শাস্ত্রজ্ঞেরা বলে থাকেন যে রথারোহিদিগের পাদচারীর সহিত কখনই যুদ্ধ করা উচিত নহে।

সুমন্ত্র। (স্বগত) এঃ! এযে বড় বিপদে পড়্‌লাম দেখ্‌ছি। আমার মত লোকে কি করেই বা ন্যায্য আচরণের প্রতিষেধ কর্‌বে? অথবা সাহসপূর্ণ এই কাজ্‌টীতে সম্মতিই বা কিরূপে দিবেক?

লব। যখন পিত্রাদি গুরুজনেরাও ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পিতার পরম বন্ধু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন তখন আর আপনি কেন বিমর্ষান্বিত হচ্যেন?

সুমন্ত্র। আয়ুষ্মন্! আপনার এটী ধর্ম্মানুরূপই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কারণ, এইটীই যুদ্ধাদি-বিষয়ে যথার্থ ধর্ম্ম। এবং ইহাকেই লোকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলে। আর রঘুশ্রেষ্ঠদিগের বীরচর্য্যারও নিয়মই এই।

চন্দ্রকেতু। আপনার এ কথা সপ্রমাণ বটে। যে হেতু ইতিহাস, পুরাতন কথা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং রঘু-

দিগের কুলমর্য্যাদা, এ সকল বিষয়েতেই আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ।

সুমন্ত্র। (সস্নেহ ও সজলনয়নে আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! তোমার পিতার বয়ঃক্রম কতই বা হলো? কিন্তু তিনি এরই মধ্যে ইন্দ্রজিৎকেও জয় করেছেন! আবার সেই পিতার পুত্র তুমিও এক্ষণে বীরচর্য্যা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছ। সৌভাগ্যক্রমে রাজা দশরথের কুল যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

চন্দ্রকেতু। (সকষ্টে) যখন রঘুজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রেরই তনয়াদি হলো না, তখন আর আমাদের কুলের প্রতিষ্ঠা কি বলুন। আহা! সেই দুঃখে আমার পিতৃবেরা সর্ব্বদাই অত্যন্ত দুঃখিত থাকেন।

সুমন্ত্র। উঃ! চন্দ্রকেতুর এই কথাগুলি কি হৃদয়বিদারক!

লব। রসটী মিশ্রিত হয়ে গ্যালো দেখ্‌ছি। কেননা চন্দ্রকে দেখে কুমুদিনী যেমন প্রীতি অনুভব করে এঁকে দেখে আমার চক্ষুরও ঠিক সেইরূপ ঘটেছে বটে, কিন্তু আমার হস্ত ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্যে উদ্যত হয়েছে। কারণ এই কর্কশ এবং ঝনঝনায়মান ছিলাযুক্ত ভয়ঙ্কর ধনু ধারণ করে

আপনার বিশাল বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক এঁর সঙ্গে বিবাদ করতে প্রবৃত্ত হতে হলো।

চন্দ্রকেতু। (নামিয়া) আর্য্য! সূর্য্যসন্তান চন্দ্রকেতু আপনাকে এই প্রণাম কর্চ্চো।

সুমন্ত্র। শাশ্বত (১) বরাহদেব জয়লাভের নিমিত্ত ককুৎস্থের (২) ন্যায় তোমার শরীরে উর্জ্জিত এবং পবিত্র অপ্রতিহত তেজের বিধান করুন। এবং তোমাদের আদিপুরুষ সূর্য্যদেব যুদ্ধসময়ে তোমাকে প্রীত রাখুন। আর যিনি তোমার গুরুগণেরও গুরু সেই বশিষ্ঠদেব স্বয়ং তোমাকে বিজয়ী করুন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, গরুড় অগ্নি এবং বায়ু সম্বন্ধীয় বল এক্ষণে তোমাতে আশ্রিত হোক, আর রাম এবং লক্ষ্মণের ছিলাধ্বনিরূপ মন্ত্রই তোমাকে বিজয়ী করুক।

লব। কুমার! রথে থাকাতে আপনার বড় শোভা হয়েছে। আমায় আর এত আদর করে কাজ নাই।

চন্দ্রকেতু। তবে আপনি আর একখানি রথে উঠুন।

---

(১) শাশ্বত—নিত্য।

(২) ককুৎস্থ—ইনি ইক্ষাকুবংশীয় এক জন প্রসিদ্ধ রাজা। বৃষভের ককুদে আরোহণ করিতেন বলিয়া ইঁহার এই নাম হইয়াছে।

লব। আর্য্য! এঁকে পুনর্ব্বার রথে আরোহণ করান্।
সুমন্ত্র। তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধ রাখ।
লব। আপনার উপকরণে আর বিচার কি? তবে কি না আমরা বনচারী, সুতরাং রথে আরোহণ কর্‌তে বড় ভাল জানিনা।
সুমন্ত্র। বৎস! সময়ানুসারে দর্প এবং সুজনতা প্রকাশ কর্‌তে তোমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে দেখ্‌ছি। যদি ইক্ষাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্র এ সময়ে তোমাকে দেখ্‌তে পেতেন তা হলে স্নেহেতে তাঁর শরীর একেবারে আর্দ্র হয়ে যেত।
লব। আর্য্য! শোনা যায় যে তিনি অত্যন্ত ভদ্র-লোক। (লজ্জাভিভূতের ন্যায়) আমরা যজ্ঞের বাস্তবিক এরূপ বিঘ্নকারী নয়; আর ইহলোকে কোন ব্যক্তিই বা এইরূপ গুণের নিমিত্ত তাঁকে প্রশংসা না করেন? (১) তথাপি আমার যে হঠাৎ এরূপ বিকৃতি হয়েছে তার কারণ এই যে অশ্বরক্ষিগণের সেই বাক্যগুলি ক্ষত্রিয়মাত্রকেই তিরস্কার করার দরুণ অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়েছিল।

---

(১) অর্থাৎ আমি আশ্বমেধিক অশ্বের অবরোধ করিয়াছি বলিয়া যজ্ঞের বিঘ্নকারীও নয় কিম্বা একজন্য রামের বিদ্বেষীও নয়।

চন্দ্রকেতু। (সহাস্যে) জ্যেষ্ঠতাতের প্রতাপের আতিশয্যেতে আপনার এইরূপ অসহিষ্ণুতার কারণ কি?

লব। এতে কারণ কিছু থাক্ আর নাই থাক্ কিন্তু তথাপি আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, যে আমরা শুনেছি রামচন্দ্রের অহঙ্কারের লেশমাত্রও নাই। তিনি স্বয়ং কখনো অহঙ্কার প্রকাশ করেন্ না কিম্বা তাঁহার প্রজারাও কখন গর্ব্বিত হন্ না। তবে এই ভৃত্যগুলো তাঁর হয়ে এমন রাক্ষসী কথা বল্‌ছে কেন? ঋষিরা বলেন যে উন্মত্ত এবং দৃপ্ত ব্যক্তির বাক্যকেই রাক্ষসী বাক্য বলে; কারণ তাহাই সকল শত্রুতার মুল এবং লোকের পক্ষে অলক্ষ্মীস্বরূপ। এই জন্য এরূপ বাক্যকে লোকে নিন্দা করে থাকে। কিন্তু অন্যটীকে লোকে আবার এই বলে প্রশংসা করে থাকে যে, যে বাক্য অভি-লাষ পূর্ণ করে, গৃহের অলক্ষ্মীদূর করে, সুখ্যা-তির উৎপাদন করে এবং পাপ নষ্ট করে, সেই বাক্যকেই কামধেনুর স্বরূপ সকল মঙ্গলের নিদান এবং যথার্থ সভ্য ও প্রিয় বাক্য বলা যায়।

সুমন্ত্র। ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধস্বভাব দেখ্‌ছি। আর যা বল্‌ছেন, এতে ওঁকে ঋষিতুল্য জ্ঞানালোকসম্পন্ন বলে বোধ হচ্চে।

লব। (চন্দ্রকেতুর প্রতি) আপনি যে জিজ্ঞাসা কর্চেন যে আপনার জ্যেষ্ঠতাতের প্রভাপাতিশয্যেতে আমার এত অসহিষ্ণুতা কেন? ভাল আমি জিজ্ঞাসা কর্চি বলুন দেখি যে ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্যাদি বিষয় কি নিয়মিত হয়ে থাকে। (১)

চন্দ্রকেতু। রাজা রামচন্দ্রকে জানেন্ না তা কি হবে? (ঈষৎ ক্রোধসহকারে) থাম, থাম, আর বাড়াবাড়িতে কাজ্ নাই। সামান্য সৈন্য কটাকে মেরে বড় বীরত্বই দেখিয়েছ আর কি! আর তাই বলে পরশুরামকে যিনি জয় করেছেন তাঁকে আর তোমার যাচ্ছে তাই বল্‌তে হবেনা।

লব। (হাস্য করিয়া) আর্য্য! তিনি জামদগ্ন্যকে জয় করেছেন এ আর বড় বেশী কথা কি হলো? ব্রাহ্মণদের বল যে কেবল কথায়, এ সকলেই জানে। যথার্থ বাহুবল বল্‌তে গেলে সে কেবল ক্ষত্রিয়দেরই আছে। সুতরাং সে ব্রাহ্মণকে মারা হয়েছে এ একটা কি রাজার পক্ষে বড় প্রশংসার বিষয় নাকি?

---

(১) অর্থাৎ শৌর্য্যাদি বিষয় কখনই একজন ক্ষত্রিয়েতে নিয়মিত হইতে পারে না। সুতরাং রামচন্দ্রই যে কেবল এই গুণের একমাত্র আধার, আর কেহই নাই ইহা কখনই সম্ভব নহে।

চন্দ্রকেতু। (সোত্মাথের ন্যায়) আর্য্য! আর্য্য! আর উত্তরোত্তর বাগ্‌যুদ্ধেতে কাজ্ নাই। ইনি যে পুরুষদের মধ্যে একটী নূতন রকমের অবতার তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কেননা ভগবান্ পরশুরাম এঁর কাছে প্রশংসার পাত্র নয়। আর সপ্ত-ভুবনের অভয়দাতা আর্য্য জ্যেষ্ঠতাতের পবিত্র চরিত্ত ইনি জ্ঞান নন্।

লব। মহাত্মা রামচন্দ্রের চরিত্র এবং মহিমা কে না জানে বলুন? যদিও তাঁর বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে—অথবা থাক্ আর কিছু বল্‌বার দরকার নাই। কারণ তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং তাঁদের চরিত্রবিষয়ে আমাদের মত লোকের বিচার করা উচিত নয়। তাঁরা যেমন আছেন তেমনিই থাকুন, মিছা আর বর্ণনা করে কি হবে? কেননা তাড়কা বধ করেও স্ত্রীহত্যা হেতুক অপযশভাগী না হয়ে পৃথিবীতে তাঁরা মহামান্য এবং প্রথিতযশা হয়েছেন। আবার খরের সহিত যুদ্ধকালে যে পশ্চাদ্ভাগে তিন চারি পদ সরে গিয়েছিলেন এবং যে অদ্ভুত উপায়ে বালিকে বধ করেছিলেন তাও সকলেই জানে। (১)

---

(১) অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা জানে। সুতরাং এর আর বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। লবের এই বাক্য দ্বারা রামচন্দ্রকে উপহাস করা হইয়াছে।

চন্দ্রকেতু। অরে তাতনিন্দক! সদাচারভ্রষ্ট! বড় গর্ব্ব হয়েছে যে দেখ্‌ছি!

লব। ইস্‌, আম্মাকেই যে ভ্রুকুটী কত্তে লাগ্‌লেন দেখ্‌ছি।

সুমন্ত্র। এঁদের দুজনেরই ত খুব রাগারাগী হলো দেখ্‌ছি। বিপক্ষদমন নিবন্ধন কোপাবেশজনিত কম্প দুজনেরি শিখাবন্ধনকে কম্পিত কর্চ্চে। আর স্বভাবত রক্তপদ্মসদৃশ রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ক্রমশই অধিকতর লোহিত হয়ে আস্‌ছে। এবং মুখ-দ্বয় হঠাৎ পরিচালিত ভ্রুগুলির চলনপ্রযুক্ত কলঙ্ক-যুক্ত চন্দ্র এবং উপরিগতভৃঙ্গ পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করেছে।

কুমারদ্বয়। তবে এখন এখান থেকে যুদ্ধের উপযুক্ত ভূমিতেই নামি।

সকলের প্রস্থান।

কুমারবিক্রম নামে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

উজ্জ্বল বিমানারোহণে বিদ্যাধরযুগলের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। উঃ! সহসা এই দুটী সূর্য্যবংশীয় বালকের পরস্পর কি প্রচণ্ড যুদ্ধই বেধেছে! ক্ষাত্রতেজ উভয়ের শরীরেই যেন জ্বল্‌তে লেগেছে। এঁদের কি ভয়ানক পরাক্রম! উভয়ের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখে দেবাসুরেরাও বিস্ময়ে যেন একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন। প্রিয়ে! দেখ! দেখ! উঃ! এঁদের দুজনের যুদ্ধ উত্তরোত্তর কি বেড়েই উঠ্‌ছে। যেরূপ ভয়ানক ব্যাপার এতে ত্রিভুবনের লোকেরা ভয়ে আকুল হয়ে উঠেছে। উভয়েই ধনুর ছিলা বিস্তৃত করে অনবরতই বাণবর্ষণ কর্‌চেন। সুতরাং তাহার কিঙ্কিনীগুলি (১) অনবরতই কঙ্কণের ন্যায় ঝণ ঝণ কর্চে এবং ধনুর শব্দে পৃথিবী একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। ছিলা এবং ধনু উভয়ের শব্দই ভয়ানক। আবার এঁদের দুজনের শিখাগুলি ক্রমশই কাঁপ্‌তে

---

(১) কিঙ্কিণী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা অর্থাৎ ঘুঙুর।

আরম্ভ হয়েছে। আর এঁদের হিতের নিমিত্ত স্বর্গহতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভিধ্বনি হতে আরম্ভ হয়েছে। প্রিয়ে তবে অবিরল, মনোহর, এবং প্রস্ফুটিত কাঞ্চনপদ্মের দ্বারা সুশোভিত, মন্দারাদি দেববৃক্ষের নবপ্রস্ফুটিত মণিময় কলিকা সমূহের মধুগন্ধেতে সুবাসিত পুষ্প উভয়েরি উপরে বর্ষণ করিতে আরম্ভ কর।

বিদ্যাধরী। নাথ! ও কি বল দেখি! হঠাৎ আকাশ এমন পিঙ্গল বর্ণ হলো কেন? উঃ! বোধ হচ্চে যেন চারিদিকে বিদ্যুৎ ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌ছে।

বিদ্যাধর। উঃ! তাইত! আজ্ এ, কি হলো? এ, কি! মহাদেব কি আজ্‌কে ললাটস্থ তৃতীয় চক্ষু উন্মীলন কর্‌লেন? উঃ! বিশ্বকর্ম্মা শানযন্ত্রেতে ঘর্ষণ কর্‌লে পরে সূর্য্যের তেজ যেমন উজ্জ্বল হয়েছিল, এও যে ঠিক্ সেই রূপ হয়েছে। (চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি। বৎস চন্দ্রকেতু যে আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করেছেন এ তারই অগ্নিচ্ছটা। (দেখিয়া) এই যে বিমানগুলি সব পালিয়ে গিয়েছে! আহা! ও গুলির ধ্বজা, চামর সব পুড়ে গিয়ে বর্ণটা নানা প্রকারের হয়ে পড়েছে। আর অগ্নির শিখাগুলি ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগস্থ বস্ত্রগুলিতে লাগাতে বোধ হচ্চে যেন কুঙ্কুমের দ্বারায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

উঃ! ভগবান অগ্নি কি ভয়ানক রূপেই জ্বলে উঠেছেন! বজ্রপাত হবার সময় বিদ্যুতের শিখা যেমন প্রচণ্ডরূপে বহির্গত হতে থাকে, এও ঠিক্ সেই রূপ বোধ হচ্চে! আবার শিখাগুলি জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে এক একবার তালবৃক্ষের সমান উচ্চ হওয়াতে দেখ্‌তে আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আর চতুর্দ্দিকেই ত ভয়ানক উত্তাপ করেছে দেখ্‌ছি। তবে এই বেলা প্রিয়াকে অঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদন করে পলায়ন করি। (ইহা বলিয়া তদ্রূপকরণ।

বিদ্যাধরী। আহা! প্রাণনাথের এই বিমল মুক্তা-মালা সদৃশ শীতল, স্নিগ্ধ এবং হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গের স্পর্শে আহ্লাদেতে আমার চক্ষু মুদিত হয়ে আস্‌ছে আর একটু একটু ঘুর্‌তে আরম্ভ হয়েছে। সন্তাপ ত একেবারেই নাই বল্‌লে হয়।

বিদ্যাধর। প্রিয়ে! আমা হতে আর কি হয়েছে? অথবা যিনি যাঁহার প্রিয়, তিনি যদি তাহার কিছু মাত্রও উপকার না করে কেবল সর্ব্বদা নিকটে থাকেন তা হলেও সুখের উদয় হয়ে তাঁর সমুদায় দুঃখ নিবারণ হয়। কেননা আপনার আপনার প্রিয় বস্তুকে সকলেই একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ-দায়ক বস্তু বলে মনে করেন।

বিদ্যাধরী। এ কি! আকাশ মণ্ডল এমন ময়ূরের কণ্ঠ সদৃশ মেঘে হঠাৎ ঢেকে গ্যালো কেন? উঃ! কি ভয়ানক! বিদ্যুৎ যে ঘন ঘন চারিদিক হতে একেবারে চঞ্চল হয়ে ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ করে উঠ্‌ছে! আর মেঘগুলি যেন এতে একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাধর। প্রিয়ে! এটী কি জান? কুমার লব যে বরুণবাণ ত্যাগ করেছেন, তারই প্রভাব। (দেখিয়া) এ কি! অনবরত বারিধারা হয়ে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যে সব নির্ব্বাণ হয়ে গ্যালো!

বিদ্যাধরী। উটী আমার মনের মতই হয়েছে।

বিদ্যাধর। হায়! হায়! সকল বস্তুরি অতিশয়টা দোষের হয়ে পড়ে। যেহেতু প্রাণিবর্গ যেন প্রবল বায়ুবেগ জনিত বিকারে অতিগম্ভীররূপে গর্জ্জমান ঘনঘটার দ্বারা ঘনীভুত, অন্ধকারে নিবিড়রূপে আচ্ছন্ন এবং একেবারেই বিশ্বসংসারকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বিবৃত, নীলকণ্ঠের মুখরূপ গহ্বরে বিবর্ত্তমান ও প্রলয় কালে যোগনিদ্রা বশতঃ রুদ্ধ দ্বার নারায়ণের উদরে প্রবিষ্ট হয়েই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সাবাস্‌! বৎস চন্দ্রকেতু সাবাস! উপযুক্ত সময়েই বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছ! যেহেতু মায়াপ্রপঞ্চ যেমন তত্ত্বজ্ঞানের

ছায়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ত্বৎপ্রযুক্ত এই বায়ব্যাস্ত্র লবের অস্ত্রসম্ভূত মেঘরাশিকে একেবারে কোথায় উড়াইয়া ফেলিল!

বিদ্যাধরী। নাথ! যিনি বেগে হাত তুলে বস্ত্র ঘুরাতে ঘুরাতে মধুর বাক্যে এঁদের দুজনকেই যুদ্ধ কর্‌তে নিষেধ কর্চেন, আর ক্রমে ওঁদের মাঝখানে রথ নামাচ্যেন, উনি কে?

বিদ্যাধর। ইনি রামচন্দ্র। শম্বূককে বধ করে ফিরে আস্‌ছেন। দেখ্‌ছনা? চন্দ্রকেতু ঐ মহাপুরুষের শব্দ শুনে ওঁর প্রতি গৌরব কর্‌বার জন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন। আর লবও ঐ যে প্রণাম কর্চেন। আহা! এখন পুত্রের সঙ্গে মিলন হয়ে রামচন্দ্রের মঙ্গল হোক্‌। তা এস আমরা এখান থেকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

বিস্কম্ভক।

(তাহার পর রাম, লব এবং প্রণত চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

রাম। (পুষ্পক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া) বৎস সূর্য্যকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো! শীঘ্র আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমার হিমরাশিসদৃশ শীতল অঙ্গের স্পর্শে আমার চিত্তের সন্তাপ দূর হোক্‌।

(উঠিয়া সস্নেহে এবং সজলনয়নে আলিঙ্গন করিয়া) দিব্যাস্ত্র পাইয়া অবধি ত তোমার মঙ্গল ?

চন্দ্রকেতু। আজ্ঞে হাঁ। বিপুলবিক্রম এবং প্রিয়দর্শন লবের সহিত আলাপ হওয়ায় যার পর নাই মঙ্গল হয়েছে। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, আমার মত, অথবা আমার প্রতি যেরূপ প্রসন্ন আছেন তা অপেক্ষাও অধিক প্রসন্নভাবে এই মহাবীরকে দেখুন।

রাম। (লবকে দেখিয়া) আহা! বৎস চন্দ্রকেতুর বন্ধুটীর আকার যে বিলক্ষণ গম্ভীর দেখিতেছি। এ কি! ধনুর্ব্বেদ কি জগৎকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান হইয়াছেন! অথবা ক্ষাত্রধর্ম্ম বেদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! কিম্বা শৌর্য্যবীর্য্যাদি সামর্থ্যরাশি অথবা দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণসমষ্টিরূপ পৃথিবীস্থ যাবতীয় পুণ্যরাশি এই রূপ নরদেহ ধারণ করিয়াছেন!

লব। আহা! এই মহাপুরুষের প্রভাবটী কি পবিত্র! এবং দর্শনটী পবিত্রভাজনক, ইনি যেন আশ্বাস, স্নেহ, এবং ভক্তির একমাত্র আধার, ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান প্রসাদের স্বরূপ! কি

আশ্চর্য্য! এঁকে দেখে অবধি বিদ্বেষ ত একেবারেই দূর হয়েছে। আর মনে মনে কেমন এক প্রকার প্রীতিরসের আবির্ভাব হচ্চে। সেই পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য ত একেবারেই কোথায় গিয়াছে। এবং বিনয় যেন আমাকে ক্রমে অবনত করে আস্‌ছে। আর যেন আপনাকে কেমন পরাধীন পরাধীন বোধ হচ্চে। (চিন্তা করিয়া) অথবা তীর্থতুল্য পুণ্যদর্শন মহাত্মাগণের কেমন একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমা আছে! (১)

রাম। কি আশ্চর্য্য! ঐ বালকটীকে দেখিয়া যে এককালেই আমার হৃদগত দুঃখের অবসান হইতেছে; এবং অন্তরাত্মা যেন কোন বিশেষ কারণে স্নেহ রসে আর্দ্র হইতেছে। অথবা স্নেহ ত কখন কোন কারণের অপেক্ষা করে না (২) যেহেতু অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন হেতু সচরাচর পদার্থসমূহকে স্নেহসূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখে। এবং বাহ্য ধর্ম্ম দেখিয়া কখনই স্নেহরসের আবির্ভাবও হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে সূর্য্যকে

---

(১) অর্থাৎ এই রূপ মহাপুরুষকে দেখিলে মনে ভক্তি রসের আবির্ভাব হইয়া এইরূপই হইয়া থাকে।

(২) অর্থাৎ যাহাকে দেখিলে স্নেহ হয়, তাহার প্রতি স্নেহ হইবার কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও আপনা আপনিই হইয়া পড়ে।

দেখিয়া পদ্মই বা প্রস্ফুটিত হইবে কেন! আর চন্দ্রোদয় হইলেই বা চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জলক্ষরণ হইবে কেন?

লব। চন্দ্রকেতু! ইনি কে?

চন্দ্রকেতু। সখে! ইনিই আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত।

লব। তবে ধর্ম্মানুসারে আমারও তাহাই হলেন। কেননা আপনি আমাকে প্রিয়বয়স্য বল্‌ছেন। আচ্ছা রামায়ণে ত চারজন মহাত্মার কথা লেখা আছে, তাঁরাই ত আপনার তাতশব্দবাচ্য। তবে বিশেষ করে বলুন দেখি ইনি কে?।

চন্দ্রকেতু। ইনিই আমার জ্যেষ্ঠতাত।

লব। (উল্লাসের সহিত) কি রঘুনাথ? আজ সৌভাগ্যক্রমে আমার সুপ্রভাত হয়েছিল, তাই এঁকে দেখ্‌তে পেলাম (বিস্ময় এবং কৌতুকের সহিত দেখিয়া) তাত! বাল্মীকিশিষ্য লব আপনাকে এই প্রণাম কর্‌ছে।

রাম। আয়ুষ্মন্! এস এস (সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! অত বিনয়েতে আবশ্যক নাই। তুমি আমাকে গাঢ়রূপে ক্ষণকাল আলিঙ্গন কর। কেননা, প্রস্ফুটিত এবং সুপুষ্ট কমলের গর্ভস্থ দলের ন্যায় স্থূল, স্নিগ্ধ এবং সুকোমল ও চন্দ্রদ্রব

এবং চন্দনদ্রবের ন্যায় শীতল তোমার এই অঙ্গের স্পর্শে আমি অত্যন্ত প্রীত হইতেছি।

লব। (স্বগত) কোন কারন নাই তথাপি আমার প্রতি এঁদের এইরূপ স্নেহ! আর এই মূর্খেরা আমার সঙ্গে এতদূর শত্রুতাচরণ করেছে যে অবশেষে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করে এইরূপ ঘোরতর কলহ উপস্থিত করে তুলেছে (প্রকাশে) তাত! এখন লবের এই অজ্ঞতা (১) ক্ষমা করুন।

চন্দ্রকেতু। অশ্বরক্ষিদের মুখে আপনার এইরূপ প্রতাপের কথা শুনে নিজের অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেছেন।

রাম। ক্ষত্রিয়ের ত অলঙ্কারই এই, কেননা যিনি যথার্থই তেজস্বী তিনি কখনই অপরের প্রদীপ্ত তেজ সহ্য করেন না। এটী তেজস্বী মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ভাব। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও নাই। সূর্য্যদেব যখন অগ্নিতুল্য কিরণের দ্বারা অনবরত দগ্ধ করিতে থাকেন তখন সূর্য্যকান্ত মণি যেন পরাভূত হইয়াই অগ্ন্যুদ্গার করে? (২)

---

(১) অজ্ঞতা—অবিমৃষ্যকারিতা।

(২) অর্থাৎ কিছুতেই পরাভব স্বীকার করেনা। এবং পরাভূতের ন্যায় অগ্ন্যুদ্গার করিতেও ক্ষান্ত হয়না।

চন্দ্রকেতু। আর ক্রোধও যথার্থ এঁর পক্ষেই শোভা পায়। (রামের প্রতি) আর্য্য! দেখুন! দেখুন! সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে প্রিয়বন্ধুকর্ত্তৃক প্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্রেতে একেবারে নিষ্কম্প এবং স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে।

রাম। (দেখিয়া) বৎস লব! তুমি অস্ত্রগুলি সংহরণ করে লও, চন্দ্রকেতু! তুমিও নিশ্চেষ্টতাপ্রযুক্ত লজ্জিত সৈন্যদিগকে একবার সান্ত্বনা করে এস।

লব। যে আজ্ঞা। (প্রণিধান)

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

লব। অস্ত্রপ্রভাব শান্ত হয়েছে।

রাম। বৎস! জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার মন্ত্রাধীন এবং গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে ইহা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে। ব্রহ্মা আদি পুরাণ গুরুরা বেদকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে আপনাদিগের তপোময় তেজোরাশির স্বরূপ এই অস্ত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ভগবান কৃশাশ্ব, সহস্রাধিক বৎসরের শিষ্য, কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রকে এই মন্ত্রের সমগ্র উপদেশ রূপ গুহ্যবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। পরে তিনিই আবার আমাকে

দেন; এই ত ইহার গুরু শিষ্যের ক্রম। কিন্তু বৎস! তুমি ইহা কোন্ সম্প্রদায় হইতে পাইলে?

লব। আমাদের দুজনের এটী স্বতঃসিদ্ধ।

রাম। (চিন্তা করিয়া) কোন বিশিষ্ট পুণ্যরাশির সফলতাই, বোধ হয়, এরূপ মহিমার কারণ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা "আমাদের দুজনের" একথা বলিতেছ কেন?

লব। আমরা দুই যমজ ভ্রাতা।

রাম। তবে সেটীর নাম কি?

নেপথ্যে।

অহে ভাণ্ডায়ন! ভাণ্ডায়ন! বলি কি বলছ ভাই? কি হয়েছে? আয়ুষ্মান্ লবের আজ রাজসৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে উঠেছে বলছ? আহা! তা যদি হয়ে থাকে, তা হলে আজ পৃথিবী হতে সম্রাট নামেরও লোপ করবো, আর ক্ষত্রিয় অস্ত্ররূপ অগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হয়ে যাবে। (১)

রাম। এটী কে? আহা! কি সুন্দর গঠন! বর্ণটী ইন্দ্রমণির ন্যায় নীল! স্বরই বা কি মধুর! নূতন মেঘের গভীর গর্জ্জনে কদম্বমুকুলের যেরূপ

---

(১) অর্থাৎ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলকেই এক্ষণে পরাজিত হইতে হইবে।

অবস্থা হয়, ইহাঁর মধুর কণ্ঠরবে আমারও শরীরে, ঠিক্ সেই রূপ রোমাঞ্চ হইয়াছে দেখিতেছি!

লব। ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ, আর্য্য কুশ। এক্ষণে ইনি ভরত মুনির আশ্রম থেকে ফিরে এলেন।

রাম। (সকৌতুকে) বৎস! আয়ুষ্মানকে এই দিকে ডাক।

লব। যে আজ্ঞা। (পরিক্রমণ)

কুশের প্রবেশ।

কুশ। (আশ্চর্য্য, আহ্লাদ এবং ধৈর্য্যের সহিত ধনু আস্ফালন করিয়া) যাঁহারা সপ্তম মনু বৈবস্বত হইতে আরম্ভ করিয়া চিরকাল দেবরাজ ইন্দ্রকেও অভয় দান করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা বলগর্ব্বিতদিগের শাসনের নিমিত্ত আপনাদিগের ক্ষত্রিয় তেজকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, সেই সূর্য্যবংশীয়দিগের সহিত যদি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমার এই অস্ত্রের উজ্জ্বল এবং ভয়াবহ কিরণরাজিতে রঞ্জিত ধনুর সার্থকতা হইল। (উদ্ধতভাবে ভ্রমণ)

রাম। আহা! এই ক্ষত্রিয়শিশুর কি অদ্ভুত এবং অপরিমিত পরাক্রম! ইহাঁর দৃষ্টিপাতের ভাবে বোধ হইতেছে যেন ত্রিভুবনের বলরাশিকেও ইনি

তৃণজ্ঞান করেন। আর গমনটী এমনি উদ্ধত এবং এত ধীর যে যেন পৃথিবী ভারে নমিত হইয়া পড়িতেছেন। আর যদিও ইনি বালক তথাপি পর্ব্বতের ন্যায় সারবান। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সাক্ষাৎ বীররস, অথবা দর্প স্বয়ং মানব দেহ ধারণ করিয়া এই দিকে আসিতেছেন।

লব। (নিকটে গিয়া) জয় হউক! আর্য্যের জয় হউক।

কুশ। আয়ুষ্মন্! ব্যাপারটা কি? যুদ্ধ নাকি?

লব। সে সামান্যমাত্র। যা হোক্ কিন্তু আপনি গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগ করে এঁর কাছে বিনয়াবলম্বন করুন।

কুশ। কেন?

লব। এখানে রাজা রামচন্দ্র এসেছেন। তিনি আমাদের প্রতি বড় স্নেহ করেন। আর আপনাকে দেখ্‌বেন বলে বড় উৎকণ্ঠিত হয়েছেন।

কুশ। (সতর্কে) কি! যিনি ? রাবণের নায়ক। এবং বেদরূপ রত্নাগারের রক্ষাকর্ত্তা? (১)

লব। হাঁ।

কুশ। তিনি যথার্থই পুণ্যদর্শন। এবং তাঁর দর্শনও প্রশংসনীয় বটে। আচ্ছা। কিন্তু আমরা তাঁর

(১) অর্থাৎ যিনি বেদবিদ্বেষী রাক্ষসগণকে বধ করিয়া বেদ রূপ রত্নাগারের রক্ষা করিয়াছেন।

কাছে কিরূপ ভাবে যাব কিছুই যে বুঝ্তে পাচ্চি না।

লব। লোকে গুরুর কাছে যে ভাবে যায়, সেই ভাবে।

কুশ। কেন ভাই?

লব। উর্ম্মিলার পুত্র চন্দ্রকেতু অত্যন্ত ভদ্র। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে প্রিয়বয়স্য বলেছেন। সুতরাং সেই সম্বন্ধে রাজর্ষি রামচন্দ্র আমাদের ধর্ম্মতাত হলেন।

কুশ। ক্ষত্রিয় হলেও সম্প্রতি এঁর কাছে বিনয় কোন দোষের নয়।

লব। এই দেখুন সেই মহাপুরুষ। আহা! এঁর মনোহর আকৃতি, অমিত প্রভাব, এবং গভীর গাম্ভীর্য্য দেখ্‌লেই বোধ হয় যে এঁর চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট এবং অলোকসামান্য।

কুশ। (দেখিয়া) আহা! এঁর আকারটীই বা কি অনুগ্রহপ্রবণ! প্রভাবই বা কি পবিত্র! রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকী, বাগ্দেবীকে উপযুক্তরূপেই পরিণত করেছেন! (১) (নিকটে গিয়া) আর্য্য! বাল্মীকীশিষ্য কুশ আপনাকে অভিবাদন কর্‌চে।

---

(১) অর্থাৎ ইহঁাদিগের ব্যবহারাদি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে ইহঁারা পরে নিশ্চয়ই সম্রাট্ হইবেন।

রাম। এস বৎস! আমি স্নেহবশতঃ সজল জলদ কোটি তোমার দেহকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। (আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) এটী কি আমার পুত্র! হায় কি আশ্চর্য্য! বোধ হইতেছে যেন আমার দেহবর্ত্তী সমুদায় স্নেহের সারটুকু সকল অঙ্গ হইতে ক্ষরিত হইয়া তদ্দ্বারা এ বালকটীর সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা আমার চৈতন্য শরীর হইতে বহির্গত হইয়া মানবদেহ ধারণ করিয়াছে। কিম্বা এ শিশুটী প্রগাঢ় আনন্দে দ্রবীভূত আমার শরীরের দ্রবের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে, নতুবা ইহাকে স্পর্শ করিয়া আমার শরীর যেন পীযূষধারায় অভিষিক্ত হইতেছে কেন?

লব। তাত! সূর্য্যদেব অত্যন্ত প্রদীপ্ত হয়েছেন, তা আপনি এই শালগাছের ছায়াতে ক্ষণকাল বসুন।

রাম। আচ্ছা বৎস যাহা বলিতেছ তাহাই করি। (সকলের পরিক্রমণ এবং উপবেশন)

রাম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এতদূর বিনীত হইলেও কুশ ও লবের অবস্থান ইহাঁদের সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সূচনা করিয়া দিতেছে। (১) মনোহর

---

(১) অর্থাৎ তাঁহার রামায়ণ প্রণয়নের ক্লেশ সার্থক হইয়াছে।

জ্যোতি যেমন নির্ম্মল রত্নকে, এবং মধুবিন্দু যেমন বিকসিত পদ্মকে সুশোভিত করে, সেইরূপ ইহা-দিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসম্পত্তি সর্ব্বজন-মনোহারী কান্তিপূর্ণ দেহকে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে (১) আর রঘুবংশীয় বালকদিগের স-ঙ্গেও ইহাদিগের অনেক সাদৃশ্য আছে দেখি-তেছি। শরীর যুবা পারাবতের কণ্ঠের সদৃশ শ্যামল, স্কন্ধটী বৃষের স্কন্ধের ন্যায়, অবয়বগুলি সৌষ্ঠবপূর্ণ, দৃষ্টি প্রসন্নসিংহের ন্যায় নিশ্চল, এবং কণ্ঠরব মাঙ্গল্য মৃদঙ্গের ন্যায় গম্ভীর (মনঃসংযো-গের সহিত দেখিয়া) কেবল যে আমারি শরীরের সৌসাদৃশ্য আছে এমত নহে, ভাল করিয়া দেখিলে ইহাদিগের আকৃতিতে জানকীর অবয়বেরও অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন আমি প্রিয়ার সেই নবপ্রস্ফু-টিত শতদলপদ্মসদৃশ মনোহর মুখ পুনর্ব্বার দেখি-তেছি। মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল দন্তপংক্তির শোভায় ওষ্ঠমুদ্রা ঠিক্ সেইরূপ মনোহারিণী হইয়াছে কর্ণ-পাশ এবং নেত্রদুটী যদিও রক্ত এবং নীলবর্ণ তথা-পি সৌন্দর্য্য, এবং গুণ ঠিক্ তদ্রূপই দেখিতেছি।

---

(১) অর্থাৎ ইহাও একটী সাম্রাজ্যসূচক।

আর এই ত সেই বাল্মীকীর তপোবন, এবং সীতাকে লক্ষ্মণ এই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়া যান্; ইহাদিগের আকৃতিও ঠিক্ সেইরূপই দেখিতেছি। আবার জৃম্ভক অস্ত্রও এদের স্বতঃসিদ্ধ। কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। চিত্রদর্শনের সময়ে আমিই ত অস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ হইবে বলিয়াছিলাম, তাহাই বা হইবে? কেননা এ অস্ত্র ত কখনই গুরুর উপদেশ ব্যতীত হইতে পারেনা। এই ত প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি। আর কুশ ও লবকে দেখিয়া অবধি মনে কেমন এক প্রকার সুখের উদয় হইয়া আমার এই ব্যাকুল আত্মাকে আশ্বাসিত করিতেছে। আর তখন দেবীর গর্ভও দ্বিধাবিভক্ত বলিয়া বেশ বোধ হইত(১) বহুদিবস একত্র সহবাসে সেইপূর্ব্বসঞ্জাত প্রণয় ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইলে, নির্জ্জন স্থানে থাকিয়াও স্বাভাবিক লজ্জায় তাঁহার চক্ষু অত্যন্ত জড়সড় হইত, সুতরাং আমিই প্রথমে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার গর্ভ দ্বিধাভিন্ন বোধ করিয়াছিলাম, এবং তাহার অনেক দিবস পরে তিনি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (সরোদনে) তবে

(১) অর্থাৎ তাহাতেই যমজ সন্তান হইবে বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইত।

এখন কোন কৌশলে কি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব?

লব। তাত একি! জগতের মঙ্গলের নিদানস্বরূপ আপনার এই বদনমণ্ডলকে নীহারসিক্ত পদ্মের ন্যায় অশ্রুবারিতে অভিষিক্ত করিতেছেন কেন?

কুশ। বৎস! সীতাদেবীর বিরহে রঘুপতির কি আর দুঃখের শেষ আছে? প্রিয়ার কোন অমঙ্গল হইলে পৃথিবীস্থ প্রাণিমাত্রেই একেবারে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, এবং পৃথিবী তাহাদিগের পক্ষে অরণ্য প্রায় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে সেইরূপ স্নেহ ছিল, আর এক্ষণে এই ভয়ানক বিরহ উপস্থিত হইয়াছে, (সুতরাং এরূপ যে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?) তুমি রামায়ণ জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞের ন্যায় এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

রাম। (স্বগত) আহা! ইহাদিগের উভয়ের আলাপ ত উদাসীনের মত দেখিতেছি (১) তবে আর প্রশ্ন

---

(১) অর্থাৎ ইহাদিগের আলাপে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ইহারা কখনই সীতার সন্তান নহে, কেননা তাহা হইলে "সীতাদেবীর সহিত বিরহ" একথা বলিবে কেন।

করিয়া কি হইবে? অরে দগ্ধ হৃদয়! অকস্মাৎ তোর অধীরতাপূর্ণ এরূপ বিকার হইল কেন? হায়! আমার মনের এই আবেগ দেখিয়া শিশু-জনেরাও আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে এ মনের দুঃখ মনেতেই রাখি, আর প্রকাশ করিবনা। (প্রকাশে) বৎসেরা! শুনিয়াছি যে ভগবান বাল্মীকী স্বকৃত রামায়ণে যৎপরোনাস্তি কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাতে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই জন্য তাহার কিঞ্চিৎ শুনিতে মনে মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মাইতেছে।

কুশ। আমরা তাহার সমুদায়ই পাঠ করিয়াছি। প্রথম কাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে বালচরিত বর্ণনার সময়ের এই দুটী কবিতা মনে আছে—

রাম। বল বৎস! বল।

কুশ।

"প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীৎ মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ সতু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ॥
তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরং॥"
স্বভাবতঃ পতিপ্রিয়া ছিলেন সে সতী।
নিজগুণে ভালবাসা বাড়াইলা অতি॥

সীতারও প্রাণের বড় ছিলেন সে পতি।
উভয়ে জানিতেন্ কেবল উভয়ের্ সে প্রীতি॥

রাম। উঃ! কি নিদারুণ হৃদয়মর্ম্মোদ্‌ঘাত! হা দেবি! তখন আমাদের বাস্তবিকই এই রূপ ছিল। হায়! হায়! অকস্মাৎ দুর্ঘটনাযোগে বিরসভাবাপন্ন এবং শোকময় এই সংসার অনবরত কেবল দগ্ধ করিতেছে মাত্র! হায়! নিরতিশয় প্রণয়পূর্ণ সেই আনন্দই বা এখন কোথায়? পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই যত্ন, সেই প্রগাঢ় আমোদ প্রমোদ এবং কৌতুক এ সকল এখন কোথায় রহিল? হা প্রিয়ে! এখন কে আর আমার দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ বোধ করিবে? উঃ! এখন পর্য্যন্তও প্রাণবায়ু আমার দেহে রহিয়াছে! এ পাপ প্রাণের কি আর অবসান হইবে না? হায় কি কষ্ট! প্রিয়ার বহুবিধ সম্ভাষণসৌগন্ধে যে সময়টী সুবাসিত হইয়াছিল এক্ষণে এই বালকেরা সেই সকল অতীত সময়ের কথার উল্লেখ করিয়া সেই সময়টীকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার স্মরণ পর্য্যন্তও নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে, তখন কুরঙ্গনয়নার স্তনযুগল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই অল্প অল্প বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং বোধ

হইত যে হৃদ্গত স্নেহ, যৌবন, এবং মানসিক অভিলাষ ইত্যাদির একত্রসন্নিবেশবশতঃ মদন ক্রমশ ঘনীভূত এবং প্রগল্‌ভবিকার হইয়া মৃদুভাবে শরীর হইতে যেন বাহির হইতেছে।

কুশ। মন্দাকিনী নদী এবং চিত্রকূট পর্ব্বতের বনে বিহারের সময় সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া রঘুপতি এই শ্লোক বলিয়াছিলেন।

"ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ।
যস্যায়মভিতঃ পুষ্পৈঃ প্রবৃষ্ট ইব কেসরঃ॥"

"তোমারি জন্যেতে প্রিয়ে! তোমারি জন্যেতে
শিলাতল, অনুমানি সম্মুখে বিস্তৃত
রহিয়াছে, ঐ দেখ যার চারিভিতে
বর্ষিছে বকুলকুল ফুল অবিরত।"

রাম। (লজ্জা, হাস্য, স্নেহ এবং করুণার সহিত) শিশুটী দেখিতেছি অত্যন্ত মুগ্ধস্বভাব, বিশেষতঃ এটী অরণ্যচর! হা প্রিয়ে! তৎকালে সেই অরণ্য-মধ্যে স্বচ্ছন্দবিহারের সাক্ষী পদার্থগুলিকে (১) কি মনে পড়ে? শ্রমজনিত ঘর্ম্মজলের দ্বারা শীতল এবং মন্দাকিনীর মন্দমন্দ সমীরণে তরলিত অলকজালে সমাকুল সুতরাং তিরোহিতকান্তি

---

(১) সাক্ষী অর্থাৎ বৃক্ষ এবং ময়ূরাদি যে সব পদার্থ তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিল।

চন্দ্রের ন্যায় ললাট বিশিষ্ট এবং কুঙ্কুমলিপ্ত না হইয়াও অত্যন্ত উজ্জ্বল কপোলে সুশোভিত এবং নিরাভরণ তথাপি সুন্দর শ্রবণপাশে রমণীয় মুখখানি অনবরতই মনে পড়িতেছে। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সরোদনে) প্রিয়ব্যক্তি দূরদেশে থাকিয়াও প্রণয়ীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া থাকে, কেননা একতান মনে তাঁহাকে অবিরত চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রলিখিতের ন্যায় সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে বোধ হয় কিন্তু ক্রমে সেই ভ্রমের নিরাকরণ হইলে পৃথিবী জীর্ণারণ্যের ন্যায় বোধ হয় এবং হৃদয় ক্রমে যেন তুষানলেতে দগ্ধ হইতে থাকে।

নেপথ্যে।

বশিষ্ঠদেব, বাল্মীকি, দশরথমহিষী কৌশল্যাদেবী এবং মহারাজ জনক ইহাঁরা সকলে শিশুদিগের কলহবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া দেবী অরুন্ধতীর সহিত এই দিকে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা যে শীঘ্র আইসেন, কিন্তু আশ্রম অনেক দূরবর্ত্তী এবং তাঁহারাও বার্দ্ধক্যবশত পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন বলিয়াই এত বিলম্ব হইতেছে।

রাম। কি? ভগবান বশিষ্ঠদেব, দেবী অরুন্ধতী, আমার মাতৃদেবী এবং রাজর্ষি জনক ইহাঁরা আসিতেছেন? উঃ! কি রূপে ইঁহাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিব!! (করুণভাবে দেখিয়া) উহুহুঁ! তাত জনকও এই দিকে আসিতেছেন শুনিয়া এ হতভাগার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইতেছে। সীতার বিবাহোৎসবকালে উপযুক্ত শ্লাঘ্য কুটুম্বিতায় বৎপরোনাস্তি আনন্দিত বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত মঙ্গলসভায় পিতা এবং রাজর্ষি জনক ইঁহাদের সেই সৌহার্দ্য এবং আমোদ প্রমোদ দেখিয়া, এক্ষণে এই রূপ অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা হওয়াতে পিতার সেই প্রিয়বন্ধু রাজর্ষিকে ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়াও আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? (১) অথবা রাম কোন্ দুষ্কর কর্ম্মই করিতে না পারে? (২)

---

(১) অর্থাৎ আমার হৃদয় এত কঠিন যে পূর্ণগর্ভাবস্থায় সীতাকে বনবাস দিয়াছি. সুতরাং আমার পক্ষে কোন কর্ম্মই দুষ্কর বোধ হয় না। তবে আর ইঁহার এই কষ্ট দেখিয়া বিদীর্ণ হইবে কেন।

(২) অর্থাৎ পূর্ণগর্ভ অবস্থায় বিনাদোষে তাঁহাকে বনবাস দিয়াছি।

নেপথ্যে।

হায় কি কষ্ট! সীতাশোকে নিতান্ত শীর্ণকায় এবং প্রভাবমাত্রাবশেষ রামচন্দ্রকে সহসা দেখিতে পাইয়া রাজর্ষি জনক প্রথমেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে বহুকষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিবা মাত্র মাতৃগণও আবার শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

রাম। হা তাত! হা মাতঃ! হা জনক! যিনি জনক-কুল এবং রঘুকুল উভয়েরই মঙ্গলের নিদানস্বরূপ সেই সীতার প্রতি আমি নৃশংসাচরণের একশেষ করিয়াছি, সুতরাং আপনারা আর আমার প্রতি বৃথা কেন করুণা প্রকাশ করিতেছেন? (১) যাহা হউক, এক্ষণে ইহাঁদিগকে অভ্যর্থনা করি। (উত্থান)

কুশ এবং লব। এই দিকে, তাত! এই দিকে। (এই বলিয়া করুণভাবে এবং আকুলতার সহিত সকলের পরিক্রমণ ও প্রস্থান)

কুমার প্রত্যভিজ্ঞাননামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

---

(১) অর্থাৎ যখন আমি তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করি নাই তখন আমিও কোন রূপেই আপনাদিগের করুণার পাত্র নহি।

সপ্তম অঙ্ক।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। অহে! আজ ভগবান্ বাল্মীকী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, পুরবাসী এবং জনপদবাসী প্রভৃতি সমুদয় প্রজাবর্গ এবং আমাদিগকে আহ্বান করে নিজপ্রভাবে দেবতা, অসুর পশুপক্ষ্যাদি-ইতর প্রাণী এবং সর্প জাতির অধিপতি সমূহ-কেও নিমন্ত্রণ করে স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণি-বর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আর্য্য (১) ও আমাকে এই আজ্ঞা করেছেন যে "বৎস লক্ষ্মণ ভগবান্ বাল্মীকী অপ্সরাদিগের দ্বারা স্বকৃত নাটকের অভিনয় করাইবেন স্থির করিয়া আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভাগীরথীতীরস্থ একটী মনো-হর স্থান রঙ্গভূমির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া সভা সজ্জা কর"। আমিও তাঁহার আদেশ মত সমস্ত পার্থিব এবং স্বর্গীয় প্রাণিদিগের নিমিত্ত যথোপযুক্ত

---

(১) আর্য্য শব্দে এখানে রামচন্দ্রকে বুঝাইতেছে।

আসন সংগ্রহ করিয়া স্থাপন করিয়াছি। আর এই যে, আর্য্যও বাল্মীকীর গৌরবরক্ষার্থে এই দিকেই আসিতেছেন, আহা! যদিও ইনি এক্ষণে রাজ্যাশ্রমে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন তথাপি মুনিব্রত (১) ধারণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

রামের প্রবেশ।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! দর্শকেরা ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছেন?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা হাঁ।

রাম। বৎস কুশ আর লবকে চন্দ্রকেতুর সদৃশ গৌরবযুক্ত স্থানে উপবেশন করাও।

লক্ষ্মণ। তাহাদিগের প্রতি আপনার স্নেহ দেখিয়া আমরা পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছি. আর এই রাজাসন আপনার নিমিত্ত বিস্তৃত রহিয়াছে অতএব আপনি উপবেশন করুন।

রাম। (উপবেশন)।

লক্ষ্মণ। আরম্ভ কর। (প্রস্তাবনা কর।)

---

(১) পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন নাই বলিয়াই লক্ষ্মণ তাঁহাকে মুনিব্রতধারী বলিতেছেন।

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার। ভগবান্ ভূতার্থবাদী (১) বাল্মীকী জগতীতলস্থ যাবতীয় স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিদিগ এই আদেশ করিতেছেন যে, আমি যোগবলে সমুদয় ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যে অদ্ভুত করুণরসপূর্ণ পবিত্র সন্দর্ভটী রচনা করিয়াছি আপনারা তাহার অভিনয়দর্শনে মনোনিবেশ করিয়া তাহার গৌরব রক্ষা করুন্।

রাম। ইহাতে এই বলা হইতেছে. যে সে সকল মহর্ষিরা তপঃপ্রভাবে পদার্থমাত্রেরই, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের অমৃতময় এবং রজোগুণাতীত প্রজ্ঞাশক্তি কখনই মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং আপনারা কেহই ইহা মিথ্যা বোধ করিবেন না।

নেপথ্যে।

হা আর্য্যপুত্র! হা দেবর লক্ষ্মণ! এই ঘোর অরণ্যমধ্যে পূর্ণগর্ভা এই হতভাগিনীকে একাকিনী এবং নিরাশ্রয়া দেখিয়া হিংস্র জন্তুরা ঐ দেখ গ্রাস করিতে আসিতেছে! উঃ হু হু! এর উপর

---

(১) ভূত—অবিপ্লুত। অর্থ—ইতিবৃত্ত। ভূতার্থবাদী অর্থাৎ সত্য ইতিবৃত্তের বক্তা।

আবার এই দারুণ প্রসববেদনা! হায় এখন আর কি করি? এ পাপজীবনকে ভাগীরথীজলে বিসর্জ্জন করিগে যাই।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) উঃ! না জানি আরও কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে!

সূত্রধার। ভগবতী পৃথিবীর পুত্রী সীতা দেবীকে রামচন্দ্র মহাবনে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তিনি দারুণ প্রসববেদনায় অস্থির হইয়া গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জ্জন করিতেছেন? (প্রস্থান)

রাম। হা দেবি! হা লক্ষ্মণ! দেখ! দেখ! সর্ব্বনাশ হইল!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এ যে নাটকাভিনয়! (১)

রাম। হা দেবি! হা বনবাসপ্রিয়সহচরি! রাম হইতেই তোমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! প্রবন্ধটী সমুদায় দেখুন না।

রাম। এই যে! বজ্রনির্ম্মিতের মত সমুদায়ই শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। (তাহার পর এক একটী সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া সীতাকে ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী এবং ভাগীরথীর প্রবেশ।)

---

(১) রামচন্দ্র অভিনয়োক্ত ব্যাপারটীকে সত্য মনে করিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। সেই জন্য লক্ষ্মণ বলিলেন যে এ বাস্তবিক ঘটনা নহে।

রাম। ধর লক্ষ্মণ! আমায় ধর! আমি যেন অকস্মাৎ অননুভূতপূর্ব্ব অন্ধকাররাশিতে প্রবেশ করিতেছি।

দেবীদ্বয়। কল্যাণি! সীতে! আশ্বাস গ্রহণ কর, আশ্বাস গ্রহণ কর, বাছা তোমার অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন হয়েছে, এই দেখ তুমি জলমধ্যে রঘুবংশধর দুটী পুত্র প্রসব করেছ।

সীতা। (আশ্বস্তা হইয়া) অদৃষ্ট প্রসন্নই বটে। এমন ছেলে প্রসব করেছি। হা নাথ! এমন সময় কোথা রহিলে! (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। (চরণে পতিত হইয়া) আর্য্য! আমাদের পরম সৌভাগ্য উপস্থিত। এই দুটীই রঘুবংশের কল্যাণময় প্ররোহ (১) (দেখিয়া) হায়! হায়! এ কি হলো! আর্য্য যে অবিরলবিগলিত অশ্রুজলে আকুল হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্লেন দেখ্‌ছি! (বীজন)।

পৃথিবী। বাছা! ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর!

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি! ইনি কে? আর আপনিই বা কে?

পৃথিবী। ইনি তোমার শ্বশুরকুলের দেবতা ভাগীরথী।

---

(১) অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই বংশ রক্ষা হইবে।

সীতা। ভগবতি! আপনাকে নমস্কার।

ভাগীরথী। আপনার সচ্চরিত্রপ্রভাবে কল্যাণপরম্পরা লাভ কর।

লক্ষ্মণ। অনুগৃহীত হলাম।

ভাগীরথী। ইনি তোমার মাতা পৃথিবী।

সীতা। হা মা! তুমি আমায় এ অবস্থায় দেখ্‌লে!

পৃথিবী। এস মা এস! এস আমার বাছা এস! (এই বলিয়াই সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। (সহর্ষে) অদৃষ্টক্রমে পৃথিবী এবং ভাগীরথী দেবী এ সময়ে আর্য্যাকে সাহায্য কর্‌ছেন।

রাম। (দেখিয়া) উঃ! এটী বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়!

ভাগীরথী। যখন পৃথ্বীদেবীও অপত্যশোকে অধীর হইলেন, তখন পৃথিবীতে পুত্রশোকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, অথবা প্রাণীমাত্রেই এই রূপ মায়াময় এবং দুশ্ছেদ্য সংসারসূত্রে আবদ্ধ। বৎসে! সীতে! দেবি ভূতধাত্রি! আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও।

পৃথ্বী। দেবি! সীতাকে প্রসব করে অবধি আর কি আশ্বস্তা হবার যো আছে, এক ত চিরকাল রাক্ষসমধ্যে বাস, তাতে আবার পতিকর্ত্তৃক

পরিত্যাগ, সুতরাং মায়ের প্রাণে কি এ সকল সহ্য হয়?

ভাগীরথী। এ সকলই দৈবাধীন, কেননা, অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা হাত দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে কে পারে? ফলোন্মুখ দৈবের দ্বার রোধ করা কার সাধ্য?

পৃথ্বী। ভাগীরথি! ঠিক্ বলেছ, অথবা এ রামচন্দ্রের উপযুক্ত কার্য্যই হয়েছে, যে হেতু তিনি যে অগ্নির সম্মুখে সীতাকে বিবাহ করেছিলেন তা একবারও ভাবলেন না, আমার আর জনকের ত মান রাখ্‌লেনই না, সীতার সেই অদ্ভুত অগ্নি পরীক্ষার বিষয় একবারও ভাব্‌লেন না, এবং পূর্ণগর্ভাবস্থায় ও সীতার তাঁর সঙ্গে বনবাস একবারও মনে কর্‌লেন না, আর সন্তানস্নেহও ভুলে গেলেন!

সীতা। হা আর্য্যপুত্র! এঁদের কথাবার্ত্তায় তোমাকে মনে পড়ে গ্যালো।

পৃথ্বী। আঃ! কে তোমার আর্য্যপুত্র?

সীতা। (সলজ্জভাবে সরোদনে) অথবা মা যা বল্‌ছেন, তাই যথার্থ।

রাম। মাতঃ পৃথ্বি! আমি এই রূপ পাষণ্ডই বটে। (১)

(১) অর্থাৎ আমি সীতার আর্য্যপুত্রের উপযুক্ত নহি।

ভাগীরথী। ভগবতি পৃথিবি! প্রসন্ন হও। এই বিশ্বসংসার তোমার অঙ্গ, তবুও যে কিছু না জানার মত জামায়ের প্রতি রাগ কর্‌চ সেটা ভাল দেখায় না। সীতার এই অপযশ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচার হয়ে পড়েছে। অগ্নিপরীক্ষা যা হয়েছে তাও আবার লঙ্কাতে. সুতরাং লোকে চোকে না দেখিলে এ কথা বিশ্বাস কর্ব্বে কেন? আর ইক্ষাকুকুলের প্রার্থনীয়ই এই যে তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে লোকের আরাধনা করেন. এ ব্যাপারটীও অগ্নি যেমন তেমন নয়, সুতরাং রামচন্দ্র এ ছাড়া কি করিবেন?

লক্ষ্মণ। দেবতামাত্রেই অন্তর্যামী, বিশেষতঃ আপনি গঙ্গাদেবী! সুতরাং আপনাকে প্রণাম।

রাম। মাতঃ! ভগীরথের বংশের প্রতি আপনার অনুগ্রহের শেষ নাই।

পৃথ্বী। তোমাদিগের প্রতি ত আমি সর্ব্বদাই প্রসন্ন। কিন্তু সীতার এই সর্ব্বনাশ ঘটাতে এখন দারুণ শোকে একেবারে অধীর হয়েছি, তা না হলে কি আমি সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অসাধারণ স্নেহ আছে জানি না! আহা! তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকবশত সীতাকে পরিত্যা করে অবধি দারুণ মনোদুঃখে দিবারাত্রিই দগ্ধ হচ্যেন। তবে তিনি যে আজ

পর্য্যন্তও বেঁচে আছেন, তার কারণ হচ্যে তাঁর অসাধারণ ধৈর্য্য আর প্রজাদের পুণ্যবল।

রাম। সন্তানের প্রতি গুরুলোকের (১) অশেষ স্নেহ।

সীতা। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সরোদনে) মা! তোমার এই চিরদুঃখিনী মেয়েকে জন্মের মত কোলে একটু স্থান দেও। (২)

রাম। আহা! এক্ষণে আর কি প্রার্থনীয় আছে?

ভাগীরথী। না না বাছা! আরো হাজার বছর তোমার পরমাই বাড়ুক।

পৃথ্বী। বাছা! পুত্র প্রতিপালন কর্‌বার অনুরোধেও ত বটে।

সীতা। আমি এখন অনাথা হয়েছি সুতরাং এদের নিয়ে আর কি কর্‌ব?

রাম। হা হৃদয়! তুই যে বজ্রময় দেখিতেছি।

ভাগীরথী। কি! তুমি সনাথা হয়েও আপনাকে অনাথা ভাব্‌ছ কেন?

সীতা। এ অভাগী আর সনাথা কিসে?

দেবীদ্বয়। তুমি জগতের মঙ্গলের নিদানস্বরূপ আত্মাকে কেন অপমান কচ্য? যে আত্মার

---

(১) অর্থাৎ মাতা পিতার সমান যাঁরা পূজনীয়।

(২) অর্থাৎ প্রাণপতির দারুণ বিরহ আর সহ্য করিতে পারি না। এখন মরণ হলেই বাঁচি।

সংসর্গে আমাদেরও পবিত্রতা বৃদ্ধি হচ্চে সে আত্মা কি অবমান করিবার যোগ্য?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! ঐ শুনুন্।

রাম। লোকে শুনুক্। (১)

নেপথ্যে কলকল ধ্বনি।

রাম। কোন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

সীতা। এ কি! আকাশময় যে অগ্নি জ্বলে উঠ্‌লো।

দেবীদয়। হাঁ বুঝ্‌তে পেরেছি। প্রথমে কৃশাশ্ব, পরে কৌশিক এবং তাহার পর রামচন্দ্র যাহার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই জৃম্ভকাস্ত্র গুলি আকাশে আবির্ভূত হচ্চে দেখ্‌ছি।

নেপথ্যে।

দেবী সীতে! আপনাকে প্রণাম। চিত্রদর্শন সময়ে রাম যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আপনার পুত্রদ্বয়ই আজ্ অবধি আমাদিগের আশ্রয়স্বরূপ হইলেন।

সীতা। অদৃষ্টক্রমে দেবাস্ত্রগুলি উপস্থিত হলেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য ত এই কথা বলেছিলেন যে, অস্ত্র গুলি সর্ব্বতোভাবে তোমার পুত্রেতেই উপসংক্রান্ত হইবে।

(১) অর্থাৎ যাহারা সীতাকে অপবিত্রা বলিয়াছিল তাহারাই শুনুক, কেননা তাহা হইলে তাহাদিগের সে ভ্রম দূর হইবে।

রাম। হে পরমাস্ত্র সকল! তোমাদিগকে নমস্কার! তোমাদিগকে পাইয়া আমরা যথার্থই ধন্যবাদের উপযুক্ত হইয়াছি। আজ্ অবধি তোমরা স্মরণ মাত্রেই সীতার তনয়দিগের নিকটে উপস্থিত হইও। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। শোক প্রবাহ এক্ষণে বিস্ময় এবং আনন্দরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমার কেমন এক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া তুলিতেছে।

দেবীদ্বয়। বাছা! তোমার দুটী ছেলে ঠিক্ রামের মত হয়েছে, তুমি এখন এদের নিয়ে সুখী হও।

সীতা। ভগবতি! এখন কে এদের ক্ষত্রিয়ের মত সংস্কার করে দেবে?

রাম। হায়! স্বয়ং বশিষ্ঠদেব যে কুলের কুলগুরু সেই কুলের বংশরক্ষয়িত্রী সীতাদেবী এখন তাঁহার পুত্রদ্বয়ের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারকর্ত্তার জন্য ভাবিতেছেন!

ভাগীরথী। মা! তোমার এ চিন্তা কেন? মাই ছাড়্বার পরেই এদের মহর্ষি বাল্মীকির কাছে দিয়ে আস্বো, তা হলেই তিনি এদের ক্ষত্রিয়সংস্কার করিবেন। যে হেতু বশিষ্ঠ এবং অঙ্গিরাপুত্র শতানন্দের মত মহর্ষি বাল্মীকিও জনক এবং রঘু উভয় বংশেরই কুলগুরু।

রাম। ভগবতী সুবিবেচনাই করেছেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আমি সত্য বল্‌ছি যে সেই সেই উপায়েতে কুশ আর লবকেই আপনার পুত্র বলে বোধ হয়। কারণ জৃম্ভকাস্ত্র এঁদের আজন্মসিদ্ধ দেখ্‌ছি, বয়ঃক্রমও বার বৎসর, আর মহর্ষি বাল্মী-কীই এঁদের দুটীর ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করে ছিলেন। সুতরাং এতে আর সন্দেহ কিছুমাত্র নাই।

রাম। বৎস! আমিও এই জন্য এই বিষয় মনে আন্দোলন করিতে করিতে মুগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি।

পৃথি। এস বাছা! রসাতলকে পবিত্র করসে। (১)

রাম। হা প্রিয়ে! তুমি কি পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গিয়াছ?

সীতা। মা! এ অভাগীকে তোমারি কোলে স্থান দেও হাড় জুড়ুক। আর যে আমি এ দুর্দ্দশা সহ্য কর্‌তে পারি না।

রাম। না জানি শেষে কি সর্ব্বনাশই ঘটে!

পৃথ্বী। বাছা! আমার অনুরোধ রাখ, যত দিন না এরা মাই ছাড়ে তত দিন এঁদের প্রতিপালন

(১) অর্থাৎ আইস তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়া আসি।

কর। তার পর তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

গঙ্গা। সেই পরামর্শই ত ভাল। (গঙ্গা পৃথিবী এবং সীতার প্রস্থান)

রাম। প্রেয়সী কি সত্য সত্যই দেহ পরিত্যাগ করেছেন। হা দেবি! হা দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়-সহচরি! হা সুচরিত্রে! অভাগা রামকে পরি-ত্যাগ করিয়া কি একাকিনী স্বর্গে গিয়া রহিয়াছ? (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। ভগবন্ বাল্মীকে! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! আপনার এ নাটকের উদ্দেশ্য কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্চি না।

নেপথ্যে।

অহে অভিনয় বন্ধ কর। হে চরাচর দেব এবং মানবগণ! ভগবান বাল্‌মীকির আদেশে কি আ-শ্চর্য্য পবিত্র ঘটনা হয় দেখুন!

লক্ষ্মণ। (দেখিয়া) উঃ! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! গঙ্গার জলরাশি মন্থনের দ্বারাই যেন হঠাৎ আ-ন্দোলিত হয়ে উঠ্‌লো! আকাশমণ্ডল যে দেখ্‌ছি দেবতা এবং ঋষিতে হঠাৎ ছেয়ে গ্যালো, আবার এ কি! আর্য্যা যে ভগবতী গঙ্গা এবং পৃথিবীর সহিত জল থেকে উঠে আসছেন!

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

ত্রিভুবনপূজিতে অরুন্ধতি! গঙ্গা এবং পৃথিবী, আমরা দুই জনে পুণ্যশীলা বধূ সীতাকে আপনার হস্তে সমর্পণ কর্‌লাম। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে রামের সঙ্গে এঁর মিলন করে দিন।

লক্ষ্মণ। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আর্য্য! দেখুন! দেখুন! (দেখিয়া) এ কি! এখনো এঁর জ্ঞান হলো না?

অরুন্ধতী এবং সীতার প্রবেশ।

অরুন্ধতী। বাছা! এখন লজ্জা ত্যাগ করে একটু শীঘ্র করে চল। এস! এস! তোমার সুখময় করস্পর্শে আমার বাছার জীবন রক্ষা কর।

সীতা। (সত্বরগমনে রামকে স্পর্শ করিয়া) প্রাণনাথ! উঠ উঠ।

রাম। (আশ্বস্ত হইয়া সানন্দে) ওঃ! এ কি! (দেখিয়া সহর্ষে ও সবিস্ময়ে) এ আবার কি! দেবী অরুন্ধতী যে! আবার এই যে ঋষ্যশৃঙ্গ এবং শান্তা প্রভৃতি গুরুজনেরাও সানন্দচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

অরুন্ধতী। বাছা! ভগীরথের গৃহদেবতা ভগবতী

গঙ্গাদেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এই দেখ।

ভাগীরথী। হে জগৎপতি রামচন্দ্র! চিত্রদর্শনের সময়ে আমাকে যে বলেছিলে "মাতঃ! অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার এই পুত্রবধূ সীতার প্রতি কল্যাণদায়িনী হউন" মনে করে দেখ এখন সে বিষয়ে আমি অনৃণী হলাম।

অরুন্ধতী। আর ইনি তোমার শাশুড়ি পৃথিবী।

পৃথিবী। বাছা! সীতাকে পরিত্যাগ করবার সময় "মাতঃ আপনার শ্লাঘ্য কন্যা, সীতাকে আপনিই এখন অবধি রক্ষা করিবেন" এই কথা যে বলেছিলে সে কথাও আমার প্রতিপালন করা হলো।

রাম। আমি এই ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়াও যখন আপনাদিগের দয়ার পাত্র হইলাম তখন আপনাদিগের পাদপদ্মে আমার সহস্র সহস্র প্রণাম। (প্রণাম)

অরুন্ধতী। হে পুরবাসী এবং জনপদবাসী মহাত্মগণ! ভগবতী পৃথিবী এবং গঙ্গাদেবী যাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া উভয়ে স্বয়ং যাঁহার অলোকসামান্য পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং ভগবান অগ্নি স্বয়ং যাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা সপ্রমাণ করিয়াছেন, প্রজাপতি প্রভৃতি

দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, পবিত্রযজ্ঞভূমিসম্ভবা সূর্য্যকুলের কুলবধূ সেই সীতাকে যদি রামচন্দ্র এক্ষণে পুনর্গ্রহণ করেন তাহা হইলে আপনাদের তাহাতে মত কি?

লক্ষ্মণ। প্রজা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণী আর্য্যা অরুন্ধতী কর্ত্তৃক এই রূপ তিরস্কৃত হয়ে এক্ষণে সীতা দেবীকে প্রণাম কচ্চে, এবং লোকপালগণ ও সপ্তর্ষিমণ্ডলী চতুর্দ্দিক হতে দেবীর মস্তকে পুষ্প বর্ষণ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন।

অরুন্ধতী। পৃথিবীনাথ! রামচন্দ্র! এক্ষণে হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তোমার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী সীতাকে ধর্ম্মানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে নিযুক্ত কর।

সীতা। দুঃখিনী সীতার দুঃখ কেমন করে নিবারণ কর্‌তে হয় তা প্রাণনাথই যথার্থ জানেন। (১)

রাম। ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য।

লক্ষ্মণ। আজ্‌ আমি কৃতার্থ হলাম।

সীতা। আঃ! আজ্‌ আমার মৃতদেহে প্রাণ এলো।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আপনাকে আবার প্রণাম কর্‌চে।

---

(১) অর্থাৎ আমার পরিবর্ত্তে যে সুবর্ণময়ী আমার প্রতিমূর্ত্তি করে যজ্ঞ করেছিলেন তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।

সীতা। বাছা! তুমি জন্ম জন্ম এইরূপ ভ্রাতার আদেশ পালন কর আর চিরজীবী হয়ে থাক।

অরুন্ধতী। ভগবন্ বাল্মীকে! সীতার পুত্র কুশ আর লবকে রামের কাছে এনে দিন্। (প্রস্থান)

রাম এবং লক্ষ্মণ। আমরা যা মনে করেছিলাম সৌভাগ্যক্রমে তাই ঠিক্ হলো!

সীতা। (সজলনয়নে ঔৎসুক্যের সহিত) কই আমার বাছারা কোথা?

বাল্মীকী এবং কুশ ও লবের প্রবেশ।

বাল্মীকি। বৎস কুশ! বৎস লব! ইনিই তোমা-দিগের পিতা রঘুপতি রামচন্দ্র, ইনি কনিষ্ঠতাত লক্ষ্মণ, এই তোমাদিগের জননী সীতাদেবী, আর ইনি তোমাদিগের মাতামহ রাজর্ষি জনক।

সীতা। (হর্ষ করুণা এবং বিস্ময়ের সহিত) কি বাবা এসেছেন!

কুশ ও লব। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা মাতামহ!

রাম।- (আহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসগণ! বহু পুণ্য ফলেই আমি তোমাদিগকে পাইয়াছি

সীতা। বাছা কুশ! বাছা লব! আয় বাপ আয় আয় আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাক। আহা

আজ্ তোদের চাঁদমুখ দেখে আমার পুনর্জন্ম হলো বলতে হবে।

কুশ ও লব। (সেইরূপ করিয়া) আঃ! আজ্ আমাদের জীবন সার্থক হলো!

সীতা। ভগবন্! প্রণাম করি।

বাল্মীকী। এইরূপে পতিপুত্র লইয়া চিরকাল সুখভোগ কর।

সীতা। আহা! আজ্ আমার কি সুখের দিন। আহ্লাদ যে আর হৃদয়ে ধরে না! আজ্ পিতা জনক, কুলগুরু বশিষ্ঠ, ঠাকরুণরা, ঠাকুরঝি শান্তা, ঠাকুরজামাই, ঠাকুরপো লক্ষ্মণ, এবং কুশ ও লব প্রভৃতি সকলকেই একেবারে একসঙ্গে দেখতে পেলাম, তাতে আবার প্রাণনাথও এ অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন!

নেপথ্যে।

কলকলধ্বনি।

বাল্মীকী। (উঠিয়া চতুর্দ্দিক দেখিয়া) লবণহন্তা মথুরারাজ শত্রুঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণ। "জলেই জলবাধে" একটী শুভ ঘটনা হলেই, তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মঙ্গল এসে যোটে। (১)

(১) ভাষা রামায়ণ কথা।

রাম। যদিও আমি এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি তথাপি ইহাতে আর আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, অথবা অভ্যুদয় এইরূপেই হইয়া থাকে।

বাল্মীকী। রামচন্দ্র! বল তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?

রাম। এ অপেক্ষা আরও কি প্রিয় কর্ম্ম আছে? তথাপি যখন আপনি বলিতেছেন এইটী হউক যে মঙ্গলময়ী, মনোহারিণী, জননীর ন্যায় জগতের হিতকারিণী, গঙ্গার ন্যায় পাপনাশিনী এই কথা (১) সকলের পাপক্ষয় করিয়া অদ্য আমাদিগের মঙ্গল বৃদ্ধি করুন, এবং পণ্ডিতেরা শব্দ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞ, পরিণতবুদ্ধি কবি বাল্মীকির রচনার অভিনয় হইল দেখিয়া অনবরত তাহা অনুশীলন করিতে থাকুন।

সম্মেলন নামক সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

---

(১) ঠিক এই ভাবের লেখা আর এক স্থলে এর পাওয়া গিয়াছে যথা "সম্পাদ সম্পাদং বিপদ বিপদং ..." ব্রহ্মজাতি।